চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 60 Tuesday, 30 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৬০ সংখ্যা ✱ ১৫ মাঘ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি কবীর সুমন। সোমবার বিকেলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পাচারের ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারী ধরা পড়ল পুলিশের জালে। উদ্ধার হল প্রায় ৪৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশ তাদের গাড়িটি আটক করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সম্প্রতি মার্কিন সীমান্তে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করে সোশ্যাল একটি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, তিন বছর আগেও সীমান্তে নিরাপত্তা শক্তিশালী ছিল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সুপার কাপের পর এবার এশীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খেলতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলবে তারা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘২ তারিখ থেকে নিজে ধরনায় বসব’

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারিঃ আল্টিমেটাম শেষ হতে চলেছে। তিনি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম। এবার সেখান থেকেই উঠল চরম হুঁশিয়ারি। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে সেই আওয়াজ শুনতে পেল সাগরের মানুষজনও। কারণ তিনি আর সহ্য করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এটাই ব। আকার নিতে চলেছে। সরাসরি রাস্তায় নামতে চলেছেন তিনি। হ্যাঁ, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার বকেয়া পাওনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আগেই সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চরম হুঁশিয়ারিও দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে বাংলার মানুষের স্বার্থে রাস্তায় আবার ধরনায় বসতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাড়তি চাপ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ, সোমবার কোচবিহারের সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সাতদিন টাইম দিয়েছি। আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও। মানুষ ঘর পাবেন না, নিজের পরিশ্রমের টাকা পাবেন না, আর তোমরা অট্টালিকায় থাকবে! এটা হবে না। এটা আমি বরদাস্ত করব না। টাকা না পেলে যা করার করব। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা না দিলে ২ তারিখ থেকে আমি নিজে ধরনায় বসব।’’ তবে কোথায় ধরনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী সেটা বলেননি। অন্যদিকে আগেও এই বকেয়া টাকার দাবিতে ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়াদিল্লির রাজপথে আছড়ে পড়েছিল আন্দোলন। পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘ওদের নিয়ে বৈঠক করব। তার পরই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেব। তখনই সব জানাব। ইলেকশনের আগে বলবে, এই তো আমি দিলাম। যেন জমিদারির টাকা দিচ্ছে। মেয়েরা কাপড় কিনতে গেলেও জিএসটি দিতে হচ্ছে। বই কিনতে গেলেও জিএসটি। আমার এখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছো আর আমার ভাগটা দিচ্ছো না।’’ এছাড়া এক ইঞ্চি জায়গা যে কেন্দ্রীয় সরকারকে

ছাড়া হবে না সে কথাও বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমরা মানুষের পাশে আছি, থাকব। কেন্দ্র ১০০ দিনের প্রকল্পে মানুষকে ৩৫ থেকে ৪০ দিন কাজ দিত। আমরা নিজেদের উদ্যোগে এখন ১০০ দিনের প্রকল্পে মানুষকে ৪০ শতাংশ কাজ দিয়েছি। কাজ করব আমরা, আর ওরা খালি বসে বিজ্ঞাপনে মুখ দেখাবে। মানুষ মরে গেলে ছবি দিতে পারে! সেটা এখনও দেওয়া শুরু করেনি। তবে হয়তো সেখানেও সেলফি লাগিয়ে দেবে।’’ প্রসঙ্গত এই দিনটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর হবে বলে ‘গ্যারান্টি’ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবারই এই প্রতিশ্রুতি দেন শান্তনু, আর ঠিক তার পর দিনই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সকালেই অবশ্য এই নিয়ে স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন শশী পাঁজা। আর মুখ্যমন্ত্রী পরের দিনই বললেন, ‘‘বিএসএফের অত্যাচারে মানুষ তটস্থ। বিএসএফ সীমান্তে আলাদা আইডেনটিটি কার্ড দিতে চায়।’’ মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, ‘‘আমি বলে দিচ্ছি, নেবেন না সেই কার্ড। বলবেন আমাদের আধার কার্ড রয়েছে, রেশন কার্ড রয়েছে। ওই কার্ড যদি নেন, তাহলে এনআরসি-তে পড়ে যাবেন। সব থেকে বাদ চলে যাবেন। কোনও সরকারি সুবিধা পাবেন না কিন্তু। বিপদে পড়লে আমি আছি। বাঘের বাচ্চার মতো আছি আপনাদের সঙ্গে।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজবংশী এলাকার বুকে দাঁড়িয়ে বারবার একটি বার্তাই এদিন দিতে চাইলেন মমতা। তিনি স্পষ্টত বুঝিয়ে দিলেন, কোনওভাবেই সিএএ হতে দেবেন না। প্রসঙ্গ উত্থাপনে একাধিক উদাহরণ টেনে আনেন তিনি। সতর্ক করেন পরিযায়ী শ্রমিকদেরও। তিনি বলেন, ‘‘২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক নাম লিখিয়েছেন। তাঁরা যদি কোনও বিপদে পড়েন, তাঁদের আমরা ফিরিয়ে আনব। শুধু ভোটার লিস্টে নামটা তুলে রাখুন। কেউ এনআরসি বোলে যাতে বাদ না দিয়ে দেয়। সকলেই সব সুবিধা পায়। নাগরিক না হলে ভোট দিতে পারত? সরকারি সুবিধা পেত?’’ সেক্ষেত্রে গত বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচির প্রসঙ্গও টেনে আনেন। তিনি বলেন, ‘‘শীতলকুচির কথা মনে রয়েছে? যখন তখন গ্রামে ঢুকে গুলি করে দেয়! যেন জমিদারি পেয়ে গিয়েছে। যদি কখনও এরকম গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করে, সঙ্গে সঙ্গে থানায় এফআইআর করবেন, এটা মাথায় রাখবেন। ওরা ভয় দেখিয়ে ভোট করতে চায়, এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোট করতে চায়। বলে, শোন না আমাদের সঙ্গে না এলে তোর বাড়িতে ইডি পাঠিয়ে দেবে। শীতলকুচি কেসে কীভাবে বেল পেল? খুনি যদি বেল পায়, মানুষ বিচার পাবে কোথা থাকে?’’

১১,৭৬৫ নিয়োগে আর বাধা নেই!

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ বহাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ সুপ্রিম নির্দেশে স্বস্তি পেলেন চাকরি প্রার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের সামনে আর কোনও বাধা রইল না। সোমবার সবুজ সংকেত দিল শীর্ষ আদালত। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্যানেল প্রকাশের উপর যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে ১১ হাজার ৭৬৫ জনের চাকরির ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা রইল না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আগেই জানিয়েছিল, নিয়োগ নিয়ে সব প্রস্তুতি শেষ করেছেন তাঁরা। তবে আদালতের নির্দেশে ওই নিয়োগ

নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় উদ্বেগে ছিলেন প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা। ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হওয়ার পর অনেকেই চাকরির আশায় অপেক্ষা করছেন। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয় বিএড ও ডিএলএড নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির ক্ষেত্রে বিএড ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন না। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিএলএড পাশ করা বাধ্যতামূলক। সমস্যা হল, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার সময় এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশের জেরে জটিলতা তৈরি হয়। ২০১৪-র টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাই ২০২০ সালে ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হন। এরপর ২০২২-এর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই সময় ওই চাকরি প্রার্থীরা ডিএলএড-এর মার্কশিট বা শংসাপত্র হাতে পাননি। এরপরই চাকরি প্রার্থীদের একাংশ আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাঁরা দাবি করেন, যাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়নি, তাঁরা নিয়োগের পরীক্ষায় বসতে পারবে না। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হলে বিচারপত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশিক্ষণ শেষ না হলেও পরীক্ষায় বসতে পারবেন প্রার্থীরা। ডিভিশন বেঞ্চ ওই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এরপর সুপ্রিম কোর্ট ওই প্যানেল প্রকাশে স্থগিতাদেশ দেয়। কিন্তু পর্ষদ জানিয়েছিল, প্যানেল তাদের কাছে তৈরি আছে। সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ায় এবার নিয়োগের কাজ শুরু হবে বলেই আশা করছেন চাকরি প্রার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষক পদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং, ইন্টারভিউ সবকিছুই সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। মামলা চলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তাঁরাও পারবেন অংশ নিতে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ইন্টারভিউ নিতে হবে। তারপর রিপোর্ট দিতে হবে আদালতকে।

পুলিশকে ‘হিংস্র নেকড়ের’ সঙ্গে তুলনা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ব্যারাকপুরের চিড়িয়া মোড়। পুলিশ কমিশনারেটের অফিসের সামনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশ কমিশনারের দফতরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। সেখানেই পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে। সোমবার বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচি ছিল ব্যারাকপুরে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। লালকুঠি মোড় থেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অফিস ঘেরাওয়ের জন্য মিছিল করে আসছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। চিড়িয়ামোড়ে চারটি ব্যারিকেড করে রেখেছিল পুলিশ। সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। তখনই পুলিশকে লক্ষ্য করে বিজেপির নেতা কর্মীরা ইট-পাথর ছোড়ে বলে অভিযোগ। ব্যারাকপুরে বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে কার্যত অ্যাকশন মোডে দেখা গিয়েছে। ইটবৃষ্টি, জলকামান, কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের চড়-থাপ্পড়, লাথি... একপ্রকার খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল ব্যারাকপুর। সোমবার দুপুরের এই ঘটনায় এবার কড়া প্রতিক্রিয়া বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। পুলিশের ভূমিকাকে ‘হিংস্র নেকড়ে’-র সঙ্গে তুলনা করছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘‘এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পেটানো হয়েছে।’’ লোকসভা ভোটের মুখে সোমবার বঙ্গ বিজেপির এক কর্মসূচির যৌথভাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার কথা ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ব্যারাকপুরের ওই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সুকান্ত। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আজ, তারপর আহত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই রয়েছেন সুকান্ত। ফলে তিনি শুভেন্দুর সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে থাকতে পারেননি। এদিন বিকেলে বঙ্গ বিজেপির কর্মসূচির ওই আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় সুকান্তর না থাকার কারণ জানালেন শুভেন্দু। তখনই একইসঙ্গে কড়া ভাষায় নিন্দা করলেন পুলিশের। পুলিশের ভূমিকায় বিরক্ত শুভেন্দুর বক্তব্য, ব্যারাকপুরে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে বিজেপির কর্মসূচি ছিল। বললেন, ‘‘এই কর্মসূচিতে যা যা ঘটেছে, তা ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই হিংস্র নেকড়ের মতো পুলিশ শুধু জলকামান ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি। জলকামানের পরে আমাদের কর্মী-সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তখন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পেটানো হয়েছে। ২৫-৩০ জন আহত হয়েছেন। ৬ জনকে ব্যারাকপুর হাসপাতাল থেকে কল্যাণী এইমসে স্থানান্তর করা হচ্ছে।’’ সোমবার ব্যারাকপুরের ওই মিছিলে পুলিশ যেভাবে অ্যাকশন মোডে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা নিয়ে আগেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের বিরুদ্ধে ইট ছোড়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এমনকী লাঠিচার্জের সময়েও কোনও বাছবিচার না করে মাথায় পর্যন্ত লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সুকান্তর। এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এদিকে বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসনকে। তৃণমূলের সঙ্গে যোগ-সাজশ করে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলেই দাবি শুভেন্দুর। তিনি বলেন, ‘‘ব্যারাকপুরে বিজেপির ১৫ জন একনিষ্ঠ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি পুলিশের এই আচরণের নিন্দা করছি। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি।’’ তৃণমূলকে বিঁধে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘‘আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এই ঘটনাগুলি ঘটানো হয়েছে। বিজেপি এর শেষ দেখে ছাড়বে।’’

এবার নতুন দায়িত্বে ফিরহাদ, তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের বিশেষ পদে ববি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জোর কদমে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শাসকদল। শুধু মূল সংগঠনই হয়, শাখা সংগঠনগুলিতেও আলাদা করে নজর দিচ্ছে তৃণমূল। এবার ঢেলে সাজানো হল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। রাজ্য কমিটিতে চিফ অফিসিয়াল ইনভাইটি মেম্বার করা হল ফিরহাদ হাকিমকে। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের পাখির চোখ সংখ্যালঘু ভোট। সেই ভোটের আগেই সংখ্যালঘু সেলের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়রকে। এছাড়া কমিটিতে আনা হয়েছে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, শওকত মোল্লা, সাবিনা ইয়াসমিনদেরও। বঙ্গ রাজনীতিতে যে সমস্ত বিষয় নির্বাচনী ফ্যাক্টর তারমধ্যে সংখ্যালঘু ভোট নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আর জেলায় জেলায় তৃণমূলের এই সংখ্যালঘু ভোট নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ মুখ যাঁরা, সেই সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, আখতারুজ্জামান সকলেই জেলাস্তরে বা রাজ্যস্তরে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবার তাঁদেরও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য করা হল।

‘প্রতি ঘণ্টায় ৬ লাখ টাকার কাজ’, ডায়মন্ড হারবার মডেলের মানে বোঝালেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৯ জানুয়ারিঃ তিনি শুধু তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকই নন, তিনি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদও। দু’বারের সাংসদ ডায়মন্ড হারবার থেকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে ডায়মন্ড হারবার মডেল ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সোমবার সেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বোঝালেন কেন এটা ডায়মন্ড হারবার মডেল। পরিসংখ্যান তুলে ধরে বোঝালেন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে গত এক দশক ধরে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৬ লাখ টাকার কাজ হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের খতিয়ানের পর্যালোচনা বৈঠক শেষে অভিষেক জানালেন, গত দশ বছরে শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেই ২৮০০ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অভিষেকের সাংসদ তহবিল থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়কদের বিধায়ক তহবিল, জেলা পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প ও সরকারি বিভিন্ন দফতরের প্রকল্পও রয়েছে। অভিষেক বললেন, ‘‘সব দফতর মিলিয়ে প্রায় ২৮০০ কোটি টাকার কাজ আমরা শেষ করেছি।’’ এ তো গেল যে কাজগুলি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, সেগুলি। অভিষেক জানালেন, এর পাশাপাশি

আরও প্রচুর কর্মযজ্ঞ চলছে ডায়মন্ড হারবারে, যেগুলির কাজ আগামী এক-দু’মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের কথায়, ‘‘চলতি প্রকল্পগুলির টাকার অঙ্ক ২৪০০ কোটি টাকা।’’ বললেন, ‘‘এই দু’টি যদি যোগ করেন, তাহলে ৫২০০ কোটি টাকার কাজ গত দশ বছরে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে আমরা করতে পেরেছি।’’ অভিষেক আরও জানালেন, এছাড়া আরও ৫৮০ কোটি টাকার কাজ হওয়ার কথা আছে। সেটা যোগ করলে, সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা দাঁড়ায় ৫৭৮০ কোটি টাকা। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের কথায়, ‘‘সব মিলিয়ে ৫,৭৮০ কোটি টাকার কাজ ডায়মন্ড হারবারে আমরা করেছি, করছি বা আগামী দিনে সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এক কোটি, দু কোটি, পাঁচ কোটি, দশ কোটি নয়।’’ এরপরই গত দশ বছরের কাজের গড় হিসেব বোঝালেন অভিষেক। বেশ প্রত্যয়ী গলায় অভিষেক বললেন, ‘‘এরই নাম ডায়মন্ড হারবার মডেল।’’ শোনালেন আগামী দশ বছরের টার্গেটের কথাও। আগামী দশ বছরে আরও বড় টার্গেট অভিষেকের। বললেন, ‘‘আগামী দশ বছরে, ডায়মন্ড হারবারে ৫৭০০ কোটি নয়, ১০ হাজার কোটি টাকার কাজ হবে।’’ সেক্ষেত্রে অভিষেকের ব্যাখ্যায় প্রতি ঘণ্টায় কাজ হবে দশ লাখ টাকার। প্রতি মাসে কাজ হবে ১০০ কোটি টাকার এবং প্রতি বছরে কাজ হবে ১ হাজার কোটি টাকার।

লোকসভার আগেই বাংলায় রাজ্যসভার ৫টি আসনে ভোট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি সম্ভবত ঘোষণা করা হবে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভার ৫৬টি আসনের জন্য নির্বাচন ঘোষণা করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি আসন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় এবার যে ৫ জন সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁরা হলেন শান্তনু সেন, আবির রঞ্জন বিশ্বাস, নাদিমুল হক, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। এঁদের মধ্যে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি কংগ্রেসের সাংসদ হলেও তৃণমূলের সমর্থনে জিতেছিলেন। তবে এবার বিধানসভায় বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে এই ৫টি আসনের মধ্যে ১টি যেতে চলেছে বিজেপির ঝুলিতে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই ৫৬টি আসনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। এই ৫৬টি আসনে বর্তমানে যাঁরা সাংসদ রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৫০ জনের মেয়াদ এপ্রিলের ২ তারিখ শেষ হবে। বাকি ৬ জনের মেয়াদ শেষ হবে ৩ এপ্রিল। বাংলায় শাসক দল সূত্রে খবর, চারটি আসনের জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের দাবি, শান্তনু সেন এবং আবির রঞ্জন বিশ্বাসকে এবার রাজ্যসভায় নাও পাঠাতে পারেন নেত্রী। কারণ, রাজ্যসভায় আবির বা শান্তনুর খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। ফলে আবিরকে রাজ্যসভা থেকে সরিয়ে রানাঘাট লোকসভা আসনে প্রার্থী করার ব্যাপারে একটা আলোচনা দলের মধ্যে রয়েছে। বাংলা রাজ্যসভার এর আগের নির্বাচনে বিজেপি একটি আসনে জিতেছিল। ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছিল কামতাপুরী নেতা অনন্ত মহারাজকে। তিনি এখন রাজ্যসভার সাংসদ। এবার পদ্ম শিবির কাকে প্রার্থী করবেন, সেও এক কৌতূহলের বিষয় বইকি। তবে বিজেপি সূত্রে বলা হচ্ছে, ঠিক যেমন স্থানীয় সমীকরণের কথা মাথায় রেখে কোচবিহার থেকে অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে, এবারও তাই হবে। এখন কৌতূহলের বিষয় হল, কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কী হবে? অভিষেক সিঙ্ঘভি গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মামলায় আইনজীবী হয়ে লড়েছেন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা ছিল সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী ছিলেন অভিষেক। একটি সূত্রের মতে, অভিষেককে তৃণমূল ফের মনোনয়ন দিতে রাজি। তবে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে নয়। সেক্ষেত্রে তৃণমূলে যোগ দিতে হবে অভিষেক সিঙ্ঘভিকে।

ওরা ঘৃণার রাজনীতি করে, আমি ভালবাসার কথা বলি, কিষাণগঞ্জে গিয়ে বললেন রাহুল

কিষাণগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারিঃ সোমবার সকালে বিহারে প্রবেশ করল রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’। ১৪ জানুয়ারি যখন মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল, তখন বিহারে ক্ষমতায় ছিল ‘মহাগঠবন্ধন’ সরকার, যে জোটের শরিক ছিল তাঁর দল কংগ্রেসও। কিন্তু সোমবার যখন কিষাণগঞ্জে প্রবেশ করল তাঁর বাস, তখন সেখানে সরকার বদলে গিয়েছে। ‘মহাগঠবন্ধন’ থেকে বেরিয়ে রবিবার বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-তে যোগ দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তার পরেই জেডিইউ-এর সহযোগিতায় সে রাজ্যে সরকার গড়েছে বিজেপি। সেই জোট সরকারেও অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন নীতীশ কুমারই। ১৪ জানুয়ারি মণিপুরে রাহুলের যাত্রা শুরু হওয়ার পর অসম হয়ে গত বৃহস্পতিবার তা বাংলায় প্রবেশ করে। তার পর যদিও দু’দিনের বিরতি নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন রাহুল। শনিবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে যখন ফের তাঁর যাত্রা শুরু হয়, তখনও বিহারের রাজনীতিতে ক্ষমতায় ছিল ‘মহাগঠবন্ধন’ জোট। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সবটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একই থাকলেও সেখানে সরকারের কুর্শিতে জেডিইউ, বিজেপি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝিঁর হিন্দুস্থানি আওয়াম মোর্চার (হাম) জোট। সোমবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়ে সকাল ১১টা নাগাদ বিহারের কিষাণগঞ্জে পৌঁছয়। এটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই কিষাণগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রটি কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আগামী কাল পূর্ণিয়া এবং পরশু কাটিহার দিয়ে যাবে। দু’টি জেলাই জেডিইউ-এর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে

পরিচিত ছিল। যখন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন এই এলাকাগুলি কংগ্রেসের ‘পক্ষে’ ছিল। কিন্তু এখন সমীকরণ বদলেছে। ৩১ জানুয়ারি বিহার থেকে ফের বাংলায় ঢুকবে রাহুলের যাত্রা। মালদহের সুজাপুর হয়ে এগোবে তা। তার পর প্রবেশ করবে ঝাড়খণ্ডে। সোমবার কিষাণগঞ্জ থেকে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল। কংগ্রেস সাংসদের কথায় আবার ফিরে এসেছে ‘ভালবাসার দোকান’-এর প্রসঙ্গ। এমনকি, মণিপুর ইস্যুতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলেন রাহুল। তাঁর কথায়, বিজেপির আদর্শ দেশ নিয়ে হিংসা ছড়াচ্ছে। মানুষ আর্থিক, সামাজিক ন্যায় পাচ্ছেন না। সেই ঘৃণার রাজনীতির মাঝে ‘ভালবাসার দোকান’ খুলেছেন তাঁরা। এদিন কিষাণগঞ্জ স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখলেন রাহুল গান্ধি। বললেন, ‘‘গত বছর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রা করেছিলাম। অনেকে সেই সময় বলেছিলেন এই যাত্রার লক্ষ্য কী? আমি বলেছিলাম, এই দেশে আরএসএস-বিজেপির লক্ষ্য ভেদাভেদ করা। একজাত অন্য জাতের সঙ্গে লড়ছে, ঘৃণার রাজনীতি তৈরি করেছে। আমি বলেছিলাম বিদ্বেষ নয়, ভালবাসার দোকান খোলা হোক।’’ রাহুল আরও বলেন, ‘‘ঘৃণাকে কেবল মাত্র ভালবাসাই দূর করতে পারে। ওরা ঘৃণার কথা বলে, আমি ভালবাসার কথা বলি।’’ বিজেপির নীতি নিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘‘অনেকেই বলেছিলেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রা করেছেন, অথচ দেশের যে রাজনৈতিক সেন্টার অসম, বিহার থেকে তো যাত্রা গেল না। একটা যাত্রা উত্তর-পূর্ব থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত হওয়া উচিত। মণিপুরে দেখেছি বিজেপির নীতি। মণিপুরকে দুটো ভাগে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ভাইরা লড়ছে। দুঃখের বিষয় প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাননি। অথচ ওই রাজ্য জ্বলছে। মানুষ মারা যাচ্ছে।’’ তাঁর আরও বক্তব্য, ওবিসি বর্গের মানুষজন দেশে আছেন সবচেয়ে বেশি। পঞ্চাশ শতাংশ তাঁরা রয়েছেন। ১৫ শতাংশ দলিত আছেন, ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু আছে। বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ হবে তা ঠিক করেন ৯০ জন আইএএস অফিসার। কত টাকা কৃষকরা পাবেন, স্বাস্থ্যখাতে কত বরাদ্দ হবে। সব সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন। এদের ছাড়া বাজেট হয় না। বিহারের পিছিয়ে পড়া মানুষ শুনুন, ওই অফিসারদের মধ্যে মাত্র তিনজন পিছিয়ে পড়া শ্রেণির। এটাই সত্যি। পিছিয়ে পড়াদের দাবি মান্যতা দিতে হবে। রাহুলের কথায়, ‘‘এই যাত্রায় আমরা ন্যায় শব্দ জুড়ে দিয়েছি। এখন গরিব মানুষ আর্থিক বা সামাজিক কোনও ন্যায় পান না। মোদির সরকার আরবপতিদের উজার করে দিচ্ছেন। মেহনতি শ্রমিক, মজুর তাদের সাহায্য করে না সরকার। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া সমাজ এগোবে না।’’

‘বাংলায় সবাই সুখেই আছে, সিএএ-র দরকার নেই’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ ২০১৯ সালে পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। তারপরই রাস্তায় নেমে সেই আইনের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত পাঁচ বছরে সেই আইন কার্যকর হয়নি ঠিকই, তবে অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে বার্তা দিয়েছেন মোদি সরকারের মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বাংলার অন্যতম বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের দাবি, সাত দিনের মধ্যেই কার্যকর হয়ে যাবে সিএএ। এরপরই রাজ্যের সাফ জবাব, কোনও সিএএ কার্যকর হবে না। এ রাজ্যে সিএএ কার্যকর করার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যানমন্ত্রী শশী পাঁজা। শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শশী পাঁজা বলেন, ‘‘আবারও শান্তনু ঠাকুর বক্তব্যে সিএএ-র কথা বলেছেন। আসলে তাঁর নিজেরই এ বিষয়ে কোনও আত্মবিশ্বাস নেই। আত্মবিশ্বাস থাকলে একই কথা বারবার বলার প্রয়োজন পড়ত না।’’ শশী পাঁজা আরও দাবি করেছেন, বাংলায় নাগরিকদের ক্ষেত্রে সিএএ-র কোনও প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, সিএএ-র প্রয়োজন নেই। সিএএ হবে না। বাংলায় সিএএ কার্যকর হবে না। কারণ বংলায় যে নাগরিকদের সিএএ-র আওতাভুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা রেশন পাচ্ছেন, ভোট দিচ্ছেন। তাঁরা সুখে-শান্তিতেই আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যাও তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন।’’ প্রতিবার নির্বাচন এলেই সিএএ-র কথা বলে আলোড়ন তৈরি করার চেষ্টা হয় বলে মন্তব্য করেছেন শশী পাঁজা। তবে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের দাবি, শান্তনু ঠাকুর যেহেতু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাই কীভাবে সিএএ কার্যকর হবে, সেটা তাঁরই জানার কথা।

চাপ এতটাও বেশি হওয়া উচিত নয়, যা কারও ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃচাপ কখনও এতটাও বেশি হওয়া উচিত নয়, যা কারও ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সোমবার পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম সংস্করণে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের যে কোনও প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বিকাশ হওয়া উচিত। বাবামা, শিক্ষক অথবা আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে নেতিবাচক তুলনা একজন শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর। এটা ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। বিদ্বেষপূর্ণ তুলনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস হ্রাস না করে তাঁদের সাথে সঠিক ও আন্তরিক কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবসময় ইতিবাচক সম্পর্ক থাকতে হবে। একজন শিক্ষকের কাজ শুধু চাকরি করা নয়, জীবনকে উন্নত করা, জীবনকে শক্তি দেওয়া, এটাই পরিবর্তন আনে। মোদীর কথায়, পরীক্ষার চাপ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পুরো পরিবার এবং শিক্ষকদের একসঙ্গে সমাধান করা উচিত। জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে জীবন হয়ে উঠবে অনুপ্রেরণাহীন ও চেতনাহীন। তাই প্রতিযোগিতা থাকতে হবে, তবে সুস্থ প্রতিযোগিতাও থাকতে হবে।

শীত ও কুয়াশায় ভোগান্তি চরমে, দৃশ্যমানতা কমায় দুর্ভোগ চলছেই রাজধানী দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃশীতের বিরাম নেই দিল্লিসহ উত্তর ভারতজুড়ে। ঘন কুয়াশার কারণে সোমবারও ভোরের দিকে ধোঁয়াশায় নিমজ্জিত থাকল দিল্লিসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সোমবারও বিঘ্নিত হয়েছে রেল পরিষেবা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী বেশ কিছু ট্রেন এদিনও দেরিতে চলাচল করেছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আপাতত ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি বিরাজ করবে দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। শীতের দাপট বেশি থাকবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে। এছাড়াও ঠান্ডায় বজায় থাকবে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গেও।

দিল্লির ওয়াজিরবাদে পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে ভয়াবহ আগুন ভস্মীভূত প্রায় ২০০টি গাড়ি, পুড়ল বহু বাইকও

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃদিল্লির ওয়াজিরাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে।রবিবার গভীর রাতে পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে ভয়াবহ আগুন লাগে, সোমবার সকালে আগুন নিভে যাওয়ার পর দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে প্রায় ২০০টি চারচাকা গাড়ি, এছাড়াও পুড়ে গিয়েছে কমপক্ষে ২৫০টি মোটরবাইক। কীভাবে এই আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে ওয়াজিরাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগে পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি, স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। তবে, অনেক চারচাকা গাড়ি ও মোটর বাইক পুড়ে গিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর থেকে শুধু রাহুলের ন্যায় যাত্রা, চারিদিকে উৎসাহী মানুষের ভিড়

উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। সোমবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর থেকে বিহারের কিষাণগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন রাহুল গান্ধী, রাস্তার দুই ধারে ছিল উৎসাহী মানুষের ভিড়। বিপুল সংখ্যক উপস্থিত ছিল কংগ্রেস নেতাকর্মীদেরও। এদিন সকালেই বিহারে প্রবেশ করে গিয়েছে ন্যায় যাত্রা।রাহুলকে দেখার জন্য সকাল থেকেই রাস্তার দুই ধারে জড়ো হন সাধারণ মানুষ। বাসের ভিতর থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে দেখা যায় রাহুলকে। প্রসঙ্গত, সোমবার ১৬তম দিনে পড়ল রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। এই যাত্রাকে ঘিরে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল বেশ ভালোই চোখে পড়েছে।

লিগ ওয়ানঃপয়েন্ট হারিয়েও লিগ টেবিলের শীর্ষে পিএসজি

প্যারিস, ২৯ জানুয়ারি ঃ লিগ ওয়ানে রবিবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে ব্রেস্টের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে থেকেও, শেষ পর্যন্ত ২২ গোলে ড্র করেছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। পার্ক দে প্রিন্সেসে প্রথম হাফে দাপট দেখিয়েছে পিএসজি। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে মার্কো অ্যাসেনসিও ও শেষের দিকে দ্বিতীয় গোলটি করেন কোলো মুয়ানি।দুই

কংগ্রেস নিজেদের পুরোনো আকর্ষণ হারিয়েছে, কিন্তু অহঙ্কার একই রয়ে গিয়েছেঃরবিশঙ্কর প্রসাদ

পাটনা, ২৯ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবার কটাক্ষ করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, কংগ্রেস নিজেদের পুরোনো আকর্ষণ হারিয়েছে, কিন্তু অহঙ্কার একই রয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রারও সমালোচনা করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ।সোমবার বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বিরোধীদের আইএনডিআই জোট প্রসঙ্গে বলেছেন, আইএনডিআই জোটে আস্থার অভাব ছিল, যখন তাঁদের একে অপরের সঙ্গে কথা বলা উচিত, তাঁরা তখন যাত্রায় ব্যস্ত। তাঁরা যেখানেই প্রবেশ করে, একটি দল জোট ছেড়ে যায়... কংগ্রেস নিজেদের পুরোনো আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু অহঙ্কার একই রয়ে গিয়েছে। রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, বিহারে যেভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে, তাতে নীতীশ কুমার অসন্তুষ্ট ছিলেন। আইএনডিআই জোট নীতীশ কুমারের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বিপাকে শাহজাহান! নেতার কল রেকর্ডিং ঘেঁটে বিস্ফোরক তথ্য পেল

দুরন্ত বার্তা,২৯জানুয়ারিঃ ইডিরেশন দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের আজ ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়া কথা। যদিও এদিন তিনি ইডির দফতরে হাজিরা দেন নি, তবে ইডি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে এই দুর্নীতি প্রসঙ্গে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। কোনও ভাবেই বিপদ কমছে না এই তৃণমূল নেতার। কারণ শাহজাহানের দুটি ফোন নম্বরের কল ডিটেইলস বের করছে ইডি।ইডি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি ইডি অফিসারদের হামলার আগে শাহজাহানের দুটি মোবাইলই ব্যস্ত ছিল। পরবর্তীতে জানা যায়, তিন মিনিট ফোন ব্যস্ত রেখে ২৮ বার ফোন করেছিলেন শাহজাহান। কাদের কাদের সঙ্গে সেই সময় কথা বলেছিলেন তা জানতে সিডিআর বা কল ডেটা রেকর্ড সংগ্রহ করেছে গোয়েন্দারা।তদন্তকারী আধিকারিকদের বক্তব্য, সেই ৩ মিনিটেই হামলার পরিকল্পনা হয়। অনুগামীদের ফোন করে ইডি অফিসারদের উপর হামলার ছক করা হয়। ফলত, কোন কোন অনুগামীকে ফোন করেছিলেন শাহজাহান? কোনও প্রভাবশালীকে ফোন করেছিলেন কি তিনি? তা জানতেই মূলত কল রেকর্ড সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতার কল ডেটা সংগ্রহ করে আদালতেও তা জানাবেন ইডি আধিকারিকরা।প্রসঙ্গত, ৫ জানুয়ারি ইডি অফিসারদের উপর হামলার প্রায় উনিশ দিন পর ফের সন্দেশখালির সরবেড়িয়া গ্রামে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। শাহজাহানের বাড়ির দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। তল্লাশি চালান। এমনকী কথা বলেন তৃণমূল নেতার পরিজনদের সঙ্গেও। প্রায় চার ঘন্টা ধরে চলে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর শাহজাহানের বাড়ির দরজায় নোটিস সাঁটিয়ে দেন তাঁরা। সেই নোটিসে লেখা থাকে ২৯ জানুয়ারি অর্থাৎ আজ ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। আদৌ তৃণমূল নেতা আজ প্রকাশ্যে আসেন কি না এখন সেইটাই দেখার।

স্টেশন থেকে হকার সরাতে যাত্রীদেরই বিশেষ পরামর্শ রেলের!

দুরন্ত বার্তা,২৯জানুয়ারিঃ স্টেশন থেকে হকার সরাতে এবার যাত্রীদেরই বিশেষ পরামর্শ দিল রেল। তবে যাত্রীদের উদ্দেশে এমন 'টোটকা' দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনা শুরু হয়েছে।কী বার্তা দেওয়া হয়েছে যাত্রীদের জন্য? রেলের মুখ্য জনসংযোগ বিভাগ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, হকারদের থেকে খাবার এবং অন্য সামগ্রী কেনা থেকে বিরত থাকুন। তবে রেলের এভাবে হকার বর্জনের ডাকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেত্রা স্টেশন থেকে বেশ কিছু বেআইনি স্টল ভেঙে দেয় আরপিএফ। পূর্ব রেলের আরপিএফের আইজি পরমশিব জানান, রেলের বিজ্ঞপ্তি তার অজানা। তবে যাত্রী চলাচলের সুবিধার জন্য বেআইনি কাঠামো ভাঙবে আরপিএফ। হকার সরানো নিয়ে তাদের কাছে কোনও পদক্ষেপের নির্দেশ নেই।তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি'র সর্বভারতীয় সভানেত্রী দোলা সেন হকারদের সুরে বলেন, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। তবে হকাররাই বুঝে নেবে বিষয়টি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অমৃত ভারত প্রকল্পে বেশ কিছু স্টেশনের উন্নয়ন শুরু হয়েছে রেলে। এজন্য হকার সরানোর কাজও শুরু হয়েছে। স্টেশন থেকে হকার ও মুটিয়া মজদুর সরানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হাওড়া স্টেশন চত্বরে ৩১ জানুয়ারি বিক্ষোভ সমাবেশ করবে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। উত্তর হাওড়ার সভাপতি অরবিন্দ দাস জানান, স্টেশন উন্নয়নের বিরোধী আমরা নই। তবে বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ হলে জীবন দেবে হকাররা। তাছাড়া তাদের কাছে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।

মাধ্যমিক শুরু হবার পূর্বে বিশেষ লিঙ্ক দিল পর্ষদ! কী আছে এই লিঙ্কে?

দুরন্ত বার্তা,২৯জানুয়ারিঃ এবছর মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। তবে পূর্ব নির্ধারিত সময় ১২ টার পরিবর্তে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৯.৪৫ মিনিট থেকে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা ৯.৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত হবে।এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এসেছে বেশ কিছু বড় বদল। এগিয়ে আনা হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢোকার সময়ও। পর্ষদের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে সকাল ৮ টার মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢুকতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন সকাল সাড়ে আটটার পর থেকে।এবারের পরীক্ষায় নকল এবং যে কোনও রকমের বেনিয়ম রুখতে কড়া নজরদারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্ষদের তরফে থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এই বছর প্রশ্নপত্রে ব্যবহার করা হবে কোড।পরীক্ষা চলাকালীন নিরাপত্তায় কোনও সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রবেশ করতে পারবেন না। যে বিদ্যালয়ে 'বাউন্ডারি ওয়াল' নেই, সিসিটিভি নেই, সেখানে কোনওরকম ভাবে পরীক্ষার সেন্টার হবে না।এছাড়াও পর্ষদের তরফ থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। একটি লিঙ্ক পর্ষদের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি https:wbbse.wb.gov.in. এখানে ক্লিক করলেই জেলা ভিত্তিক হেল্প লাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। যে কোনও জেলার পরীক্ষার্থীই সেই নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে নিজের অসুবিধার কথা জানাতে পারবেন। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে, হলে কিন্তু পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে, সেটিও জানাতে পারবেন তিনি।

মহারাষ্ট্রের পুণে-তে সিএনজি চালিত গাড়িতে আগুন

পুণে, ২৯ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের পুণে-তে সিএনজি চালিত একটি গাড়িতে আগুন লেগে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুণে শহরের পশ্চিম বিভাগের কাটরাজ এলাকায় সোমবার সকালে আচমকাই একটি গাড়িতে আগুন লেগে যায়। পুণের দমকল বিভাগ আগুন লাগার তথ্য জানিয়েছে। সোমবার সকালে গাড়িতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হয়।পুণে-র দমকল

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থানপতন অব্যাহত। সোমবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৪ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। রাজ্যে এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারী শুল্ক নিয়ে থাকে।

মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন অরূপ বিশ্বাস

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার সকালে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিতে যান অরূপ। মন্ত্রীর সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।রবিবার উত্তরবঙ্গ সফরে কোচবিহারে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে কোচবিহারে রাসমেলার মাঠে সরকারি সভা থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই কোচবিহারে এসেছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আর সোমবার সকালে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি। এদিন পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে অরূপ বিশ্বাস বলেন, মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের। যখনই কোচবিহারে আসি এই মন্দিরে পুজো দিই। পুজো দিয়ে বাংলার জনগণের কুশল প্রার্থনা করেছি। সবাই যাতে ভালো থাকে, বাংলা যাতে সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে, এছাড়াও

লালুর বিরুদ্ধে তোপ সম্রাটের, ইডির সমনকে কটাক্ষ করলেন মনোজ ঝা

পাটনা, ২৯ জানুয়ারি ঃজমির বিনিময়ে রেলে চাকরি দেওয়ার দুর্নীতি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালু প্রসাদ যাদবকে ডেকে পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডির এই সমন নিয়েই শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। লালুকে আক্রমণ করেছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। আবার ইডির সমনকে বিজেপির সমন বলে কটাক্ষ করেছেন আরজেডির মনোজ ঝা।সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্রাট চৌধুরী বলেছেন, দেশবাসী জানে এরা (লালু যাদব) দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতি তাঁদের জন্য রত্ন, কীভাবে দেড় বছরের মধ্যে কোটিপতি হওয়া যায়, সে বিষয়ে বিহারের জনগণকে জানানোর জন্য আমি তেজস্বী যাদবকে অনুরোধ করছি। আবার আরজেডি-র মনোজ ঝা বলেছেন, এটি ইডি-র সমন নয়, বিজেপির সমন। ২০২৪-এর ভোট পর্যন্ত এমনটাই চলবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে ইডি-র সমন বলবেন না, আর আমরা ভয় পাব কেন?

বিপদে পড়লে আছি, আমি বাঘের বাচ্চার মতো, দাবি মমতার

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ সফরে কোচবিহারে পৌঁছেই জনসংযোগে সোচ্চার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের কটাক্ষের পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের একের পর এক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, বিপদে পড়লে আমি আছি। আমি বাঘের বাচ্চার মতো।সোমবার কোচবিহার জেলার পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে সার্কিট হাউস থেকে পায়ে হেঁটে জনসংযোগ সারতে সারতে কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। রাসমেলা মাঠে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটালিয়ন।কোচবিহারে শাসক দলের নজরে রাজবংশী ভোট। এদিন সেদিকে শুরু থেকেই নজর দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দণ্ডব করে বলছি। রাজবংশী স্কুল অনেক ছিল। তারা রাজ্যের মাইনে পেত না। আজ থেকে ২০০ স্কুলকে সরকারি স্বীকৃতি দিলাম। ওনারা সরকারি মাইনে ও সুবিধা পাবেন। আমি ভাঙি না। আমি গড়ি। আমি নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন করে দিয়েছি। এর সদর দফতর হচ্ছে মেখলীগঞ্জে। বিএসএফের অত্যাচারে মানুষ অত্যাচারিত।ওরা সীমান্ত এলাকায় আলাদা পরিচয় পত্র দিতে চাইছে। ওই পরিচয় পত্র নিলে এন আর সি'তে পা দিয়ে যাবেন। বলবেন আপনার আধার, রেশন কার্ড আছে।মমতা বলেন, মণিপুরে ২০০ চার্চ পুড়িয়ে দিয়েছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বড়দিনে ছুটি দেয় না। নেতাজির জন্মদিনে ছুটি দেয় না। আমি রামায়ণ মানি। আমি বাইবেল, কোরান মানি। আমি ভোটের সময় বাইরে থেকে খাবার এনে তফশিলী বাড়িতে বসে খাওয়ার নাটক করি না। আমার বাড়িতে দুজন তফশিলী মেয়ে আছে।

হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের হলুদ সতর্কতা জারি, শীতের মরশুমে ছন্দে ফিরছে পর্যটন

শিমলা, ২৯ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। শীতের মরশুমে এই প্রথমবার হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩০ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী ৪-৫ দিন বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে শিমলা-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে। এছাড়াও কিন্নর, চম্বা, কুল্লু, মানালির উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হতে পারে।এদিকে, তুষারপাতের পূর্বাভাসের সঙ্গে সঙ্গেই হিমাচলে আসছেন পর্যটকরা, দেশের নানা প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক অবশ্য এখনই হিমাচলে রয়েছেন। প্রকৃতি মুখ তুলে তাকাতেই শীতের মরশুমে আবারও ছন্দে ফিরছে হিমাচলের পর্যটন।

ঠান্ডা ও কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত, অযোধ্যায় সমস্ত স্কুলে সময়সূচির পরিবর্তন

অযোধ্যা, ২৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা জেলায় অত্যধিক ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে সেখানকার সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠনের সময়সূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। অযোধ্যার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীতীশ কুমার এক নির্দেশিকায় এমনটা জানিয়েছেন। অযোধ্যার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, এখন থেকে সমস্ত স্কুল চলবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত। অযোধ্যায় স্কুলগুলিতে যত বোর্ড আছে সবার জন্য এই একই নিয়ম বলবত থাকবে।প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়াদের শীতের কষ্ট থেকে উপশম দিতে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আইএমডি-র সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৬ দিন অযোধ্যায় ব্যাপক ঠান্ডা পড়বে। এছাড়া কুয়াশার ফলে ভোগান্তি হওয়ার আশঙ্কার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ভোপালের জওহর চক এলাকার বহু দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ভোপাল, ২৯ জানুয়ারি ঃভোপালের জওহর চক এলাকার বহু দোকানে ভয়াবহ আগুন লেগে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে রাজধানী ভোপালের জওহর চক এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে জওহর চকে অবস্থিত হনুমান মন্দিরের কাছে একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। এরপর আগুন আশপাশের অন্যান্য দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে দোকান মালিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক বহু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীরা অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে। দোকান মালিকদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপি দেশে ঘৃণা ও হিংসার আদর্শ তুলে ধরেছে, কংগ্রেসের বিচারধারা ভালোবাসাঃরাহুল গান্ধী

কিষাণগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারিঃবিজেপি দেশের সামনে ঘৃণা ও হিংসার আদর্শ তুলে ধরেছে, কিন্তু কংগ্রেসের বিচারধারা ভালোবাসা। বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর থেকে শুরু হয়ে সোমবারই বিহারের কিষাণগঞ্জে পৌঁছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। কিষাণগঞ্জে পৌঁছনোর পর কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিজেপি দেশের সামনে ঘৃণা ও হিংসার আদর্শ তুলে ধরেছে, উল্টোদিকে আমরা ভালোবাসার আদর্শ নিয়ে এসেছি। ঘৃণা কখনই ঘৃণাকে ধ্বংস করতে পারে না। ঘৃণা শুধুমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই ধ্বংস করা যায়। একদিকে বিজেপি ঘৃণার মাধ্যমে দেশ ভাগ করার কথা বলে, অন্যদিকে আমরা ভালবাসার কথা বলি।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, গত বছর আমরা কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করেছিলাম। লোকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এই যাত্রার উদ্দেশ্য কী এবং আপনি কেন পায়ে হেঁটে এই যাত্রা করছেন? আমি বলেছি বিজেপির আদর্শ দেশে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। সেজন্যই আমরা 'ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান' খুলতে এই যাত্রা করেছি। এই যাত্রা ভারতের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

১০ বছরেই সেতুর বেহাল দশা!হচ্ছে না সংস্কারও

দুরন্ত বার্তা,২৯জানুয়ারিঃ বাঁকুড়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। এই নদের খাত সারা বছর শুকনো থাকে। তবে বর্ষা এলেই বইতে থাকে দু'কূল ছাপিয়ে। নদের একপাড়ে থাকা সুরপানগর, সোনাতপল, বালিয়াড়া সহ আট দশটি গ্রামের মানুষ স্কুল কলেজ, হাসপাতাল থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বাজার হাট সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বাঁকুড়া শহরের উপর। শুধু তাই নয়, বাঁকুড়া শহরের সবজি বাজারের আমদানিও পুরোপুরি নির্ভরশীল ওই গ্রামগুলির উপর।দু'পাড়ের মানুষের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা চিন্তা করে ২০১৪ সালে বাঁকুড়ার ভাদুল সুরপানগরের মাঝে একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি করে রাজ্য সরকার। সেতু তৈরির পরের বছরই ভেঙে পড়ে সেটি। এরপর প্রায় প্রতিবছরই বন্যাতে ভেঙে যেতে থাকে। প্রথম কয়েক বছর যদিও সংস্কার করা হয়েছিল সেতুটিতে। ২০১৮ সালে শেষ বার বন্যায় সেতু ভেঙেছে গেলেও আর সংস্কার করা হয়নি।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা ও ২০২১ এ ওন্দা বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হন। অভিযোগ, সেই কারণেই ভেঙে যাওয়া ওই সেতু আর সংস্কারে উদ্যোগী হয়নি রাজ্য সরকার। তবে প্রশ্ন উঠছে, এমন কী হল, ২০১৪ সালে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি এই সেতু বারবার ভেঙে পড়ে গেল? এমন প্রায় সংস্কার সত্ত্বেও এমন বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে? এলাকাবাসী বলছেন, ওই সেতু তৈরির ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। এলাকার মানুষ সেই সেতু দিয়ে চলাচল করতে না পারলেও রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। সেতুর এই হালের জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়নি। খারাপ সামগ্রী দিয়ে তৈরি করেছে। আমি বিধানসভায় অনেকবার বলেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। পাল্টা এলাকার বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের অকর্মণ্যতাকেই দায়ী করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন, ওইখানকার সাংসদবিধায়ক বিজেপির। আমাদের সময় সংস্কার হয়েছিল। এখন ওদের সেসব হয়নি। আমরা দেখছি দ্রুত সংস্কার করা যায় যাতে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০জানুয়ারি ঃ সোমবার, ১৫মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৫মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৫মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতাংশ এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃমেষ রাশির জাতকদের আজ সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যাশার বিপরীত দিন কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিকর পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে। সংসারে উন্নতি হবে

বৃষভ রাশিঃবৃষ রাশির জাতকদের চিন্তাভাবনা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলবে। সামাজিক জীবনে ব্যক্তিত্ব উন্নত হবে। তবে বাড়িতে কেউ আপনার কথা শুনবে না।

মিথুন রাশিঃমিথুন রাশির জাতকরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সার্বজনিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। সংসারে উন্নতি

কর্কট রাশিঃকর্কট রাশির জাতকদের আজকের দিনটি আলস্যে ভরা থাকবে। দিনের শুরু থেকেই নানান কারণে কাজ বাতিল করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে পারবেন

সিংহরাশিঃসিংহ রাশির জাতকদের স্বাস্থ্যোন্নতি হবে। মেজাজ খিটখিটে থাকার কারণে আশপাশের ব্যক্তিরা চিন্তিত থাকবে। বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে হবে

কন্যারাশিঃকন্যা রাশির জাতকরা পারিবারিক বিবাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে জয় লাভ করবেন। পরিবারের কোনও সদস্যের কারণে সামাজিক মানসম্মান হবে

তুলারাশিঃতুলা রাশির জাতকদের স্বভাব জেদি হবে।

বৃশ্চিক রাশিঃ বৃশ্চিক রাশির জাতকরা উদাসীন থাকবেন। কাজ ও ব্যবসার কারণে পরিজনদের সময় দিতে পারবেন

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতকদের আজকের দিনটি অনুকূল থাকবে। স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তা নাহলে পরিণাম গম্ভীর হবে

মকর রাশিঃমকর রাশির জাতকদের অধিকাংশ দিন আলস্যে কাটবে। স্বাস্থ্য ভালো

কুম্ভ রাশিঃকুম্ভ রাশির জাতকরা কাজ ছেড়ে হইহুল্লোড়ে মনোনিবেশ করবেন। শুভদিন

মীন রাশিঃমীন রাশির জাতকরা নিজের কথায় অধিক মনোনিবেশ করবেন। স্বভাব চঞ্চল হবে। সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবেন। পরিবারের সদস্যরা

রাজ্যের পার্বত্য এলাকার জন্য আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার রাজ্যের পার্বত্য এলাকার জন্য আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং এর জন্য পৃথক ভাবে এই কমিশন তৈরি করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিজয়কুমার রাই কে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। তার নেতৃত্বে সাত সদস্যর কমিটি আগামী ২০২৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করবে। উল্লেখ্য এর আগে সুবাস ঘিসিং পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৯৯৯ সালে রাজ্য সরকার পাহাড়ের জন্য আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছিল। কিন্তু কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান জি এস ইয়নজন এর সঙ্গে সুবাস ঘিসিং এর মতানৈক্যের জেরে তিনি কমিশন থেকে পদত্যাগ করার পরে পরবর্তী সময় তা আর কাজ করেনি।

গান্ধী ঘাটে মনীষীর স্মৃতিসৌধে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও আগামীকাল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ বার্ষিকী টি শহীদ দিবস হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটে মনীষীর স্মৃতিসৌধে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেচ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এরপরে কলকাতার বেলেঘাটার গান্ধী ভবনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা গিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মধ্য কলকাতার মেয়ো রোডে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল। রাজ্য সচিবালয় নবান্ন ও বিধানসভা ভবনেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হবে। নবান্নে মনীষীর ছবিতে মালা দেবেন মন্ত্রিসভার সদস্য অরূপ রায়। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং আলিপুর জেল মিউজিয়ামে মনীষীর স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

জয়নগরের ৬ টি পঞ্চায়েতের মেয়েদের নিয়ে হোক কবাডি খেলা হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু, ২৯ জানুয়ারিঃ সামবার জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে রুপান্তরণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় ৬ টি দলের মেয়েদের নিয়ে হোক কবাডি খেলা হয়ে গেল।জয়নগর ১ নং ব্লকের হরিনারায়ণপুর, চালতাবেড়িয়া,ঢোষা চন্দনেশ্বর, বামুনগাছি, জাঙ্গালিয়া,খাকুড়দহ পঞ্চায়েত এলাকার মেয়েদের নিয়ে ৬ টি পৃথক দলের মধ্যে দিয়ে এই কবাডি খেলা হয়ে গেল।আর এ দিন এই খেলায় বিজয়ী হন হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের মেয়েরা ও রানার্স আপ হয় চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের মেয়েরা।আর এদিন এদের হাতে বিজয়ী ও রানার্স ট্রফি ও সাটিফিকেট তুলে দেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়েন্ট বিডিও মৌমিতা মুখার্জি, আয়োজক সংস্থার কর্ণধার স্মীতা সেন সহ আরো অনেকে।এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল মেয়েদের নাবলিকা অবস্থায় যাতে বিয়ে না দেওয়া হয় অভিভাবকদের বলেন।তাছাড়া অজানা কারুর সাথে বন্ধুত্ব পাতানো, ফোন নং আদান প্রদান,অজানা কারুর সাথে গল্প করা, বেড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি এদিন নারী পাচারের ওপর সতর্ক থাকতে বলেন।জয়েন্ট বিডিও মৌমিতা মুখার্জি মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে, কবাডি জাতীয় খেলার দিকে নজর দিতে বলেন। বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল মেয়েদের স্বনির্ভর ও আত্মরক্ষার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরলেন।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু মহিলার, জখম ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জানুয়ারিঃ সোমবার দুপুর নাগাদ হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার ঘুসুড়ি নস্করপাড়া কুলিলাইনের ১০৩১০৪ নং রুম থেকে এক বয়স্ক দম্পতিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। উদ্ধারের পর তাদের নিয়ে আসা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকেরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাঁর স্বামী। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গেছে, মৃতা মহিলার নাম সুনীতা দেবী (৫০)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্বামী রামধনী রামকে (৬১)। দমকল সূত্রের খবর, ঘরের মধ্যে থেকে ২ জনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে আগুন লাগল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দমকল সূত্রে আরও জানা গেছে, সোমবার বিকেলে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ স্কুলের কাছে একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির মিটার বক্সে আগুন লাগে। বাসিন্দারা আতঙ্কে ছাদের উপরে উঠে যান। খবর পেয়ে শিবপুর ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। তবে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। বাসিন্দাদের সকলকে নিরাপদেই উদ্ধার করা হয়েছে।

আরামবাগে সেতুর দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলি, ২৯ জানুয়ারিঃ সেতুর দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রশাসনিক বিভিন্ন দফতরে বারবার জানিয়েও কাজ না হওয়ায় আরামবাগ- গড়েরঘাট রাস্তার আরাণ্ডিতে পথ অবরোধ করে চলেছে বিক্ষোভ।

মাস তিনেক আগে হঠাৎই কিছু অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল সেতুর। তারপর থেকেই চরম সমস্যায় পড়েছেন বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা। চাষের কাজ থেকে নিত্য যাতায়াত, সব কিছুই বন্ধ। তাই অবিলম্বে ওই সেতু সংস্কার অথবা পাশে আরেকটি নতুন সেতু তৈরির দাবিতে সোমবার তাঁরা পথ অবরোধ করেন। বারবার প্রশাসনিক দফতরে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রতিবাদে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার রীতিমতো টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে বসে পড়েন ক্ষুব্ধ জনগণ। এতে আরামবাগ মায়াপুর খানাকুল রুটে বাস সহ অন্যান্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের জেরে নিত্য যাতায়াতকারী মানুষজন ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হন। শেষমেশ অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে আসে আরামবাগ থানার পুলিশ। ঘটনাটি মায়াপুর-গড়েরঘাট রাস্তার আরামবাগের আরাণ্ডী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় অরোরা খালের উপর আরাণ্ডির সঙ্গে মাধবপুরের সংযোগকারী একটু সেতু আছে। ভগ্নপ্রায় ওই সেতুটি দিয়ে বর্তমানে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। তাঁরা এর আগেও ওই সেতু দ্রুত

সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন। আর সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় এদিন এলাকাবাসী এই পথ অবরোধ করেন বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আরামবাগ থানার পুলিশ। তারা এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এক গ্রামবাসীর বক্তব্য, ‘‘তিন মাস ধরে ভেঙে পড়ে রয়েছে। আমরা বিডিও, এসডিও,প্রধান সলকে জানিয়েছি। কিন্তু বলে কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই আজ রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছি। আশপাশের সবকটির গ্রামের বাসিন্দাদের কাছেই এই সেতুটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই সেতু আমাদের বাইরের সঙ্গে প্রধান সংযোগস্থাপনকারী। আমরা চাই দ্রুত মেরামতি হোক। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি হেমন্ত বাগ বলেন, ‘‘গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ করাটাই স্বাভাবিক। আমাদের জেলা সভাধিপতি, সাংসদ অপরূপ পোদ্দার তিন বার ধরে দেখে গিয়েছেন। তাও কাজের কাছ কিছুই হয়নি। অন্যদিকে, আরণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তেগদিরা খাতুন বলেন, ‘‘সেতুটা অনেক আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আবারও জানাব। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চাষের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। স্কুল কলেজে যেতেও অসুবিধা হচ্ছে।

পয়লা বৈশাখের আগেই কালীঘাট মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার দক্ষিন কলকাতার কালীঘাট দমকল কেন্দ্রটি কালীঘাট মন্দিরের অনুকরনে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্য হরিশ মুখার্জি রোডের কাছে থাকা পুরনো দমকল কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে।

কেন্দ্রটি তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য পয়লা বৈশাখের আগেই কালীঘাট মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন। তবে স্কাই ওয়াক তৈরির কাজ ধীরে চলায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কেওয়াইসি করার নাম করে উত্তরপাড়ায় অনলাইন ব্যাঙ্ক প্রতারণা, গায়েব লক্ষাধিক টাকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি,২৯ জানুয়ারিঃ এক ফোনেই গায়েব তিন লাখ। কেওয়াইসি করার নাম করে আবারও অনলাইন ব্যাঙ্ক প্রতারণা। এবার প্রতারণার শিকার হলেন উত্তরপাড়ার বছর ৭৭-এর প্রৌঢ় বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব সঞ্চয় হারালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কর্মী। ঘটনায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার সেলের দ্বারস্থ হন ওই প্রৌঢ়। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে দুনিয়া। ঠিক সেই ভাবে বদলাচ্ছে অপরাধ জগৎ। আগে একটা সময় হামেশাই খবরে শোনা যেত চুরি ছিনতাই এর ঘটনা। এখন চুরি ছিনতাই কমেছে তার পরিবর্তে বেড়েছে অনলাইন প্রতারণা। আর এই ধরনের চোরেদের মূল টার্গেট বয়স্কমানুষরা। মূলত কেওয়াইসি করার নাম করে ছলে বলে কৌশলে গ্রাহকের থেকে ওটিপি জেনে নিয়ে মিনিটের মধ্যে সাফ করে দিচ্ছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এমনই এক ঘটনার শিকার হয়েছিলেন উত্তরপাড়ার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। তার কাছে কেওয়াইসি করানোর নাম করে ফোন আসে। ফোনে বলা হয় তারা অ্যাক্সিস ব্যাংকের কর্মী। বিশ্বজিৎ বাবুর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে যদি না তিনি কেওয়াইসি করেন। প্রতারকরা প্রথমে বিভিন্ন কৌশলে বিশ্বাস অর্জন করে বিশ্বজিৎ বাবুর। পরবর্তীতে কেওয়াইসি'র কাজ শুরু করার নাম করে গ্রাহকের থেকে ওটিপি জেনে নিয়ে নিমেষের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে একাউন্ট সাফ। এই বিষয়ে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য তিনি বলেন, সিনিয়র

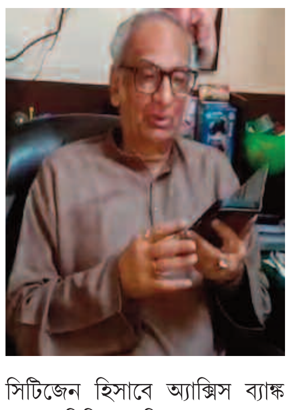

সিটিজেন হিসাবে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায় সেই কারণেই তিনি অ্যাক্সিস ব্যাংকের একাউন্ট করেছিলেন। তার কাছে হঠাৎই ফোন আসে তার ব্যাংক একাউন্টে কেওয়াইসি করানোর জন্য। তিনি প্রথমে ফোনে কেওয়াইসি করাতে নারাজ হলেও খানিকটা জোর করে বিশ্বাস অর্জন করে প্রতারকরা। তারপরেই ফোনে তাকে বলা হয় একটি ছবি দেওয়ার জন্য।

পরবর্তীতে তার কাছে একটি ওটিপি পাঠানো হয়। সেই ওটিপি বলতেই মুহূর্তের মধ্যে তার অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৭০০ টাকা। এই বিষয়ে চন্দননগর সাইবার থানার এক কর্তা তিনি জানান, বর্তমান সময়ের সাইবার ক্রাইম বেড়েই চলেছে। প্রতারকরা টার্গেট করছে বয়জ্যেষ্ঠ মানুষদের। এর থেকে বাঁচার জন্য একটাই উপায় রয়েছে, মোবাইল ফোনে ব্যাংক সংক্রান্ত কোনও নথি কারোর সঙ্গে শেয়ার না করা। কোন প্রয়োজন হলে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করা উচিৎ।

বিজেপি করলে সাদা তৃণমূল করলে কাদা

সরকারি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ২৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার কোচবিহারে রাস মেলার মাঠে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ১৯৮ প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন। রবিবার রাতে কোচবিহারের সার্কিট হাউজে রাত্রি বাস করার পর সোমবার কোচবিহার রাসমেলা মাঠে সার্কিট হাউস থেকে পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছন সেই সময় সার্কিট হাউজে ঢোকার আগেই তাকে বরণ করে নেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী এই সময় নৃত্যশিল্পীদের সাথে সাথে কিছুটা পা মেলান হারমোনিয়াম বাজান এবং মাদল বাজান। এরপর নারায়নী ব্যাটেলিয়ান তাকে গার্ড অফ অর্নার দেয়। মঞ্চে রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবাদন বর্মন তাকে রাজবাড়ীর স্মারক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এরপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় প্রথমেই তিনি জানিয়ে দেন যে নশ্যশেখদের জন্য সাত দিনের মধ্যে কমিটি তৈরি করা দেয়া হবে এবং তাদের একটি অফিসের ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। এরপর প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ১৯৮ টি প্রকল্প উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিরোধীদের এক হাত নিলেন। তিনি বলেন ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে আমি তিন থেকে চার বার প্রধানমন্ত্রী সাথে দেখা করেছি তারপরেও তারা টাকা দিচ্ছে না বাংলা আবাস যোজনার দুবছর ধরে টাকা দিচ্ছে না গ্রামীণ রাস্তার টাকা দিচ্ছে না কিন্তু তারপরেও আমি সব করে দিচ্ছি। কোচবিহার এয়ারপোর্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই এয়ারপোর্ট ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় আমি তৈরি করে দিয়েছি আর তারা প্লেন নামিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেন জমিদারের টাকা। জলঘর প্রকল্পে কেন্দ্র মাত্র ২৫ শতাংশ টাকা দেয় বাকি ৭৫ শতাংশ টাকা আমি দেই এরা টিভিতে দালালি করে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। রাম মন্দির প্রসঙ্গে তিনি বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমাকে এগুলো শেখাতে হবে না আমি ছোটবেলা থেকেই শিখেছি তবে আমাকে যেন মন্দিরের কথা বলতে না আসে। বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন সব লুট করছে আর চারিদিকে খুন করছে। তিনি বলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন কে জাতীয় ছুটি হিসাবে মান্যতা দিতে পারেনা ওরা যাকে দেবতা বলবে তাকেই মানতে হবে আই এম নট বাউন্ড। তিনি আরো বলেন ভোটের সময় বাইরে থেকে খাবার কিনে নিয়ে এসে বিভিন্ন মানুষের ঘরে বসে সেই খাবার খায় সবটাই লোক দেখানো।

রীতিমতো আক্রমণাত্মক সুরে তিনি বলেন এনআরসি হবেনা ভোট আসতেই নতুন করে ক্যা ক্যা করে ফ্যা ফ্যা করছে। রাজবংশীদের কথা বলতে গিয়ে বলেন রাজবংশী মানুষেরা আগেই নাগরিক তাহলে তারা নতুন করে আবার নাগরিকত্বের পরিচয় কি করে দেবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন গ্রামে গ্রামে এরা অত্যাচার করছে এজেন্সি দিয়ে ইটিসিবিআই আজ আছে কাল নেই যদি কোন অত্যাচারের ঘটনা ঘটে? জেলাশাসক পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে এফ আই আর করার জন্য। একুশের বিধানসভায় শীতলকুচির প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন যারা খুনি তারা বেল পেয়ে গেল আসলে বিজেপি করলে সাদা টিএমসি করলে কাদা। ওরা নারায়নী ব্যাটেলিয়ানের কথা বলেছিল কিন্তু আমি করে দিয়েছি যার হেডকোয়ার্টার হবে মেখলিগঞ্জ। বিএসএফ প্রসঙ্গ আবার টেনে এনে বলেন ওরা সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে আলাদা করে আই কার্ড দিতে চাইছে আপনার আইকার্ড নেবেন না ওই আই কার্ড নিলে এনআরসিতে পড়ে যাবেন সবকিছু থেকে আপনাদের বাদ দিয়ে দেবে। মানুষের ঘরের টাকা দেবেন না আর আপনারা বড় বড় বিল্ডিং এ থাকবেন তা আর হবে না তিনি সরকারি মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন যারা ১০০ দিনের টাকা পায়নি তাদের নিয়ে আলাদাভাবে মিটিং করবেন। লোকসভার আগেই এটাই মুখ্যমন্ত্রীর শেষ সরকারি অনুষ্ঠান আর সেই সরকারি অনুষ্ঠান থেকেই রীতিমত হুংকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত হুংকার দিয়েছেন জেলার সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক।

আয়োজিত হলো অষ্টম তম বার্ষিক আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার,২৯ জানুয়ারিঃ মহাসমারোহে আয়োজিত হলো অষ্টম তম বার্ষিক আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।আলিপুরদুয়ার জেলার সকল সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে এই প্রতিযোগিতার আসর।সোমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শুরু হয় ৮-তম বর্ষ জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদিন উপস্থিত ছিলেন, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি পরিতোষ বর্মন, আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) আশানুল করিম ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মুহুরী ছিলেন জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্যকরী কমিটির সভাপতি দেবজিত পাল সহ বিশিষ্ঠজনেরা।

বিজেপির মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র বারাকপুর

শীতের দুপুরে জলকামানের মারে কাক ভেজা সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে সিপি অফিস ঘেরা কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিজেপি। পুলিশ-বিজেপি কর্মী বচসায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বারাকপুর স্টেশন চত্বর। বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে ব্যাপক লাঠিচার্জ পুলিশের। জলকামানও ব্যবহার করে পুলিশ। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর বিজেপি নেতা-কর্মীদের। আহত বহু। উত্তপ্ত এলাকা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। পুলিশকে 'নপুংসক' বলে আক্রমণও করেন তিনি। অশান্তির আশঙ্কায় এদিন সকাল থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় চিড়িয়া মোড় থেকে সিপি অফিস পর্যন্ত এলাকা। ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় রাস্তা। নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। চিড়িয়া মোড়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে বিজেপির মিছিল। পালটা বাধা দেয় পুলিশ। এর পরই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। বিজেপি কর্মীদের রুখতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। চলে জলকামান। শীতের দুপুরে কাক ভেজা হন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোঁড়ে বিজেপি। সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহত বিজেপি কর্মীদের। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। পালটা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে অভিযান। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মানুষের জীবন ব্যাহত করতে গিয়েছিল। পুলিশের দিকে ইট ছুঁড়েছে। পুলিশ তো বাধা দেবেই। সিপিএমের আমল হলে পুলিশ গুলি চালাতো, শীতলকুচি হলে সিআরপিএফ গুলি চালাতো। ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি আরও বলেন, ‘‘শীতের দুপুরে সুকান্তবাবু স্নান করেছেন। কী আছে, সকালে তো করতে হয়নি।

নববারাকপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৯ জানুয়ারিঃ সোমবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিকের উদ্যোগে ওয়ার্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। পরীক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে তাদের হাতে একটি গোলাপ, কলম এবং ক্যাডবেরি চকলেট তুলে দিলেন পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক,ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম আচার্য, প্রাক্তন ওয়ার্ডের সম্পাদক কমল দাস, সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ ওয়ার্ডের যুব ও মহিলারা।

পড়ুয়ারা ও অভিভাবক রা খুশি ও আনন্দিত পুর প্রতিনিধির এহেন শুভেচ্ছা ও মানবিক উদ্যোগে।পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও ওয়ার্ডের ৬০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুদিন ধরে শুভেচ্ছা গ্ঞাপন ও উৎসাহিত করা হল।

আরামবাগে মাটির অভাবে বন্ধের মুখে ইটভাটা, বিপাকে শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ২৯ জানুয়ারিঃ মাটির অভাবে বন্ধের মুখে ইটভাটা, কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় বহু শ্রমিক। হুগলির আরামবাগ মহকুমায় ইটভাটা গুলি মাটির অভাবে ভাটা মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন ইটভাটা মালিক থেকে শ্রমিকরা। জানা যায়, চার থেকে পাঁচ বছর সম্পূর্ণভাবে সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে মাটি না তোলার। আর তাতেই বিপাকে পড়েছে সকলেই। বহুবার ইটভাটা মালিক থেকে সংগঠনের বিভিন্ন প্রশাসনের দফতরে মাটি তোলার আবেদন জানালেও কোন সুরাহা মেলেনি। তার জেরে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ভাটা মালিকরা। এই বিষয়ে হুগলির ইটভাটা মালিকরা জানান, বিগত পাঁচ বছর মাটি না তুলতে দেওয়ার কারণে ভাটাগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। করোনাকালে প্রায় অনেক শ্রমিকেরই কাজ হারিয়েছে। আস্তে আস্তে কাজ চললেও কিন্তু প্রশাসনের নির্দেশিকা মাটি না তোলায় মহকুমায় চারটি থানা গোঘাট পুড়শুড়া খানাকুল এবং হুগলির আরামবাগে কমবেশি ৪০টা থাকলেও তাও ২০টি ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বহু দূর দূরান্ত শ্রমিক কাজে এলেও তাদেরও কাজ থেকে বাধ্য হয়ে ছাড়াতে হয়। বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। ফলে আস্তে আস্তে এই শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ বাড়ি করতে অনেকটাই বিপাকে পড়বে বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে এক শ্রমিকের বক্তব্য বর্তমান দিনে কাজ পাওয়া খুবই কষ্টকর। কোনরকমে ইটভাটাগুলি যোগাযোগ করে বহুদিন থেকেই কাজ করতাম কিন্তু মাটি না তুলতে দেওয়ার কারণে ইট আর তৈরি হচ্ছে ভাটাগুলিতে। ধীরে ধীরে তৈরি করা ইট, তাও প্রায় শেষের দিকে। মালিকরা আর হয়তো ভাটা না চললে কাজে রাখবে না তাহলে কিভাবে সংসার চালাবে, সেই নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকরা ভেবে কুল পাচ্ছেন না।

সবমিলিয়ে এখন দেখার সরকার কী ইটভাটা মালিকদের মাটি তোলার জন্য নির্দেশিকা দেবে এবং শ্রমিকদের রুটি রোজগার থাকবে না। এভাবেই সবকিছু হারাতে বসবে ভাটা মালিক থেকে শ্রমিকরা।

মহকুমার প্রতিভাবান প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সম্বর্ধনা বসিরহাটে

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২৯ জানুয়ারিঃ বসিরহাটের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের তরফে সম্বর্ধিত করা হলো মহকুমার প্রবীন খ্যাতনামা ক্রিকেটারদের। ক্রিকেট নিয়েই জীবন কাটানোর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে, এক সময় ক্রিকেট মাঠেই দিনের বেশি সময় কাটাতেন যারা, জীবনের নানা গলি ঘুরে ফের মাঠের টানে একত্রিত হলেন তারা।কারো বয়স সত্তর তো কারো ষাট, কেউ বা সদ্য ছুঁয়েছেন পঞ্চাশের কোটা। বয়সের ভারের সঙ্গে বেড়েছে শারীরিক জটিলতাও। তবে যুবক বয়সের স্বপ্ন এখনও তাদের তারা করে ফেরে। তাই সেই ক্রিকেটের ডাকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি কেউই। সমস্ত প্রতিকুলতা, শারীরিক অসুস্থতা কে দুরে সরিয়ে সমবেত হলেন বসিরহাট মহকুমা র অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের একাংশ। একসময়, খেলার মাঠেই দিনের বেশীরভাগ সময় কাটাতেন তারা।ক্রিকেটীয় কেরিয়ার গড়ার স্বপ্নে প্রতিনিয়ত ছুটে যেতেন গ্রাম- শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। এঁদের কেউ খেলেছেন জেলা বা রাজ্য স্তর, কেউ বা প্রতিনিধিত্ব করেছেন কোলকাতার বড়ো ক্লাবেও। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তারা। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হন অনেকেই, তবে তাদের মজ্জায় মিশে যায় ক্রিকেট।সেই ক্রিকেটের টানেই কেউ কুড়ি বছর পর,কেউবা বছর তিরিশ পরে ফের মাঠে নামলেন। বসিরহাট,টাকী,হাসনাবাদ,বাদুড়িয়া, খোলাপোতা সহ বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু প্রাক্তন প্রবীন খ্যাতনামা ক্রিকেটার দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সম্বর্ধনা জ্ঞাপন সভা ও প্রদর্শনী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।প্রবীন প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সম্মাননা জানানোর লক্ষে, এদিন বসিরহাট মহকুমা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশানের মাঠে আয়োজিত একদিনের এই প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে উপস্থিত হন মহকুমার প্রায় আশি জন ক্রিকেটার। ক্রিকেটারদের তিনটি দলে ভাগ করে বন্ধুত্বপূর্ন ম্যাচের আয়োজন করা হয়।তিনটি দলের নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মানস দত্ত,রক্তিম কুমার বসু ও সনৎ ব্রম্ভ। মানস দত্ত একাদশ চাম্পিয়ান হয়। বসিরহাটের প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার সুভ্রাংশু দে ও সত্যজিৎ দাশের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠান থেকে গৌতম বোস, গৌতম ভট্টাচার্য, রক্তিম বসু,নীতিন ব্যানার্জী,সুব্রত মুখার্জী,সুব্রত দাশ, রবিন পাল, সমীর বসু, গৌতম চ্যাটার্জী সহ মহকুমার প্রায় তিরিশ জন প্রবীন খ্যাতনামা ক্রিকেটারকে সম্বর্ধিত করা হয়। ডিজিটালাইজেশানের যুগে বর্তমানে ক্রমেই মাঠ বিমুখ হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। প্রতিনিয়ত কমছে মাঠে র সংখ্যা, পাল্লা দিয়ে কমছে মাঠ নিয়ে উৎসাহীদের সংখ্যাও। বসিরহাট জুড়ে বর্তমানে ছোট বড়ো পরিসরে বেশ কিছু টেনিস বল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হলেও তার সংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে অনেকটাই। ডিউজ বল ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনাও প্রায় তলানিতে ঠেকতে বসেছে। এই সময়ে দাঁড়িয়েও পুরানো ক্রিকেটার দের নিয়ে এই ক্রিকেটীয় আসর ও তাদের সম্মাননা জ্ঞাপন সভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্যোক্তারা জানান, বসিরহাটের খেলাধুলার গৌরবোজ্জ্বল সময়কে স্মরন করে সেই সময়ের ক্রিকেটারদের সম্মান জানাতে ও আগামী প্রজন্মকে ক্রিকেটে উৎসাহীত করতে তাদের এই আয়োজন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ মাঘ, ১৪৩০

বিহার পুরাণ

সম্পাদকীয়

এবারে বিহার নতুন করে রাজনৈতিক পুরাণ লেখা শুরু করে দিয়েছে। মহাজোট ভেঙে আবার নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই নিয়ে পাঁচ বার সঙ্গী বদল করলেন এবং নবমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। বিজেপি দল এখন থেকেই ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে যে কী করে চারশো আসন লাভ করা যায়। সেই অঙ্ক থেকেই প্রয়োজন ছিল বিহারের মন্ত্রীসভা দখল করার। নীতীশ কুমার এনডিএর লোক ছিলেন। তার ফলে তাঁকে আবার এনডিএতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হয় নি। বিজেপি দলের একজন নেতার বলেছেন রাজনীতিতে মানসিক বিভেদ দেখা দিতে পারে। তা নিয়ে গোঁসা করে বসে থাকলে হবে না। বিজেপিকে দেখতে হবে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এবারে প্রধানমন্ত্রী মোদির লক্ষ্য হচ্ছে চারশো আসন লোকসভা নির্বাচন থেকে গ্রহণ করা। তার জন্য বিজেপি এখন কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষা বিজেপির অধীনে থাকলো। তার ফলে এই সব জেলা থেকে বিজেপি লোকসভার আসন ভালো সংগ্রহ করতে পারবে। কেরল এবং দক্ষিণ ভারত অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল। দক্ষিণ ভারত জয় করতে পারলে বিজেপি আর কারোর দিকে বেশি তাকাবে না আপাততঃ। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী বারবার দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিহারের বিজেপি দলের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিল রাম মঃি দর উদ্বোধন করার পর থেকেই। বিহারে বেশি করে ধর্মীয় রাজনীতিটা প্রাধান্য লাভ করে। রাম মন্দির উদ্বোধন করে বিহার থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত এবং কেরল দখল করতে প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। বিহারে মহাজোটকে যে রাখা চলবে না সেটা পরিষ্কার করে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। নীতীশ কুমারের প্রথম থেকেই এনডিএতে মোদি বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি আদবানি পন্থী ছিলেন। রাজনাথ আবার মোদিকে ভারতেরপ্রধানমন্ত্রী হিসাবে পচ্ছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনাথ তখন আরএসএসের বলিষ্ঠ সংগঠক এবং বিজেপি দলের সভাপতি ছিলেন। ফলে এনডিএতে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেশ ভালো রকমের। এনডিএতে আদবানিকে যখন একপেশে করে ফেলা হয়েছিল তখন নীতীশ সেই জোট থেকে বের হয়ে আসেন। তবে তাঁর ইচ্ছা ছিল আদবানি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে তিনি উপ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। কিন্তু মোদি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে কিন্তু নীতীশ উপপ্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তার ফলে তিনি সেই সময়ে মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি বিহারের জিতে মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে তিনি রাজ্য রাজনীতির দিকে বেশি করে লক্ষ্য দিতে থাকেন। কংগ্রেস এবং আরজেডির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহাজোট তৈরি করে বিজেপি দলকে সরকার গঠন করতে বাধা দেয়। বিজেপি দল সুযোগ খোঁজার অপেক্ষা ছিল। তারা এখন সেই সুযোগ পেয়ে গেল। সব কিছু রামের কৃপায়। রামের কৃপায় বিজেপি এখন ভারত জয় করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। মোদির কৌশলের কাছে পরাস্ত হতে হচ্ছে জোট ইন্ডিয়াকে। বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিজেপি দলের সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিনহা শপথ নিলেন। তার ফলে আবার বিহারের রাজনীতি এবারে অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করে দিল।বিজেপির হাত ধরে জেডিইউ এবারে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করবে। তার ফলে তারা রামের দ্বারা আশির্বাদ গ্রহণ করা দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। রামকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপে এসে উপস্থিত হতে শুরু করে দিয়েছে আদবানি। এবারে মোদি সেই খেলা খেলতে শুরু করে দিলেন। তিনি এখন রামকে সমানে রেখে দক্ষিণ ভারত জয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

পুতিন খুব চাপে রয়েছেন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন খুবই চাপে রয়েছেন। তিনি বুঝতে রছেন নিষিদ্ধ তালিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন ভুল হয়ে গিয়েছে আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে। এখন তিনি পিছু হটতে পারছেন না। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে পারছেন না। যুদ্ধে রাশিয়ার কম ক্ষতি হচ্ছে না। রাশিয়া আগ্রাসন নীতিকে বজায় রাখতে ইউক্রেন আক্রমণ করেছে। কিন্তু ইউক্রেনবাসীরা তাদের মাতৃভূমি রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছে। ফলে যুদ্ধের গতিটা ক্রমশ ইউক্রেনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। থার্মোবারিক রকেট বা ভ্যাইকউম বোমা যেমন এক ধরনের বোমা যা অক্সিজেনকে একেবারে শুষে নেয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে। একে এরসোল বোমাও বলা হয়ে থাকে। ইউক্রেন সেনা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে খারকিভে রাশিয়া থার্মোবারিক বোমা ব্যবহার করেছে। তার ফলে সেখানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শহর দখল করতে রাশিয়ার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে থার্মোবারিক অস্ত্র ব্যবহার করা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যে করেই হোক নেটোর আগ্রাসন রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি চাইছেন না রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেটো এসে বসবাস করতে শুরু করুক। নেটোকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। নেটো বহুবার চেষ্টা করেছে রাশিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে রাশিয়ার ওপরে নজরদারি করতে। সেটা রাশিয়া করতে দেয়নি বলে রাগ করতে শুরু করে দিয়েছে নেটোর নেতারা। ব্রিটেন এবং আমেরিকা একই সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা চাইছে ইউক্রেন দিয়ে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করতে। রাশিয়া ইউক্রেন দখল করতে এমন সব অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেছিল যা আন্তর্জাতিক অস্ত্র তালিকায় নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে, তাদের কাছে এমন সব খবর আছে রাশিয়া যে সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা নিষিদ্ধ তালিকার অংশ বিশেষ। পুতিনকে নিষিদ্ধ বলে তালিকা দেওয়া হবে বলে দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পুতিনকে যুদ্ধবাজ এবং যুদ্ধাপরাধী তকমা দেওয়ার কথা উঠতে শুরু করেছে সর্বত্র। তার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পুতিন ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কারোর কোনও কথা শুনতে চাইছেন না তিনি। রাশিয়ার শর্ত মেনে ইউক্রেনকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা আগে করতে হবে এবং জেলেনস্কিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এর ফলে বিশ্ব জুড়ে পুতিন বিরোধী ক্ষোভ জমা হতে শুরু করেছে। রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ ডেকে নিয়ে এলো। তাহলে কি পুতিন সারা বিশ্বকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে চায় তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কিম যে রকমভাবে অস্ত্র দিয়ে বিশ্ববাসীকে দমন করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, চিন যেভাবে অস্ত্র সেনা দেখিয়ে তাইওয়ানের পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া একই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায়। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। ত্রানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

প্রতিবাদী হয়েও রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি আত্মস্থ করতে পারেননি

সম্বুদ্ধ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সত্ত্বা , দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে অন্তহীন আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিমন কখনো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যেমন অংশ গ্রহণ করেননি তেমনি দেশের ও জাতীর সঙ্কটে নিজেকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে দূরেও রাখতে পারেননি। তাঁর প্রমান আমরা দেখেছি ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিনওয়ালানবাগ হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ স্বরুপ নাইট উপাধি পরিত্যাগ থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে। তবুও এই আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছে সতন্ত্রভাবে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল সম্পুর্ণ অন্য রূপে। বাংলা ও দেশের এই চরম দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তখন সারাদেশে বিদেশী পন্য বর্জনের হিরিক পরে গেছে। ইতিমধ্যে ৭ই আগষ্ট বিদেশি পন্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা হয়েছে। বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের গানে, কবিতায় এবং গল্পে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে কলম তুলে নিলেন। একের পর এক গান রচনা ও সুর সৃষ্টি করে চললেন। যে গানগুলো সর্ব সাধারণের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন,----

বিধির বিধান কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান। তুমি কি এমন শক্তিমান, আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমন অভিমান।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের জন্য ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার সরকারি ভাবে ঘোষনা করল। এই ঘোষনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও অস্থির করে তোলে। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এক বিশাল প্রতিবাদি শোভাযাত্রার অযোজন করলেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কবিগৃহ ঠাকুরবাড়ি থেকে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। গন্তব্য জগন্নাথঘাট। সেদিনের সেই শোভাযাত্রার বার্তা ছড়িয়ে পরল দুরদুরান্তে । মানুষের ঢল নেমে এল রাজপথে। রাজপথের দুধারে কেবল মানুষ আর মানুষ। মিছিলে অংশ গ্রহণকারী অবনীন্দ্রনাথের কথায়,- আমরা সবাই রওনা হলুম গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাতে অবধি, বহু মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে, শঙ্খ বাজাচ্ছে। এমন পরিবেশের মহা ধুমধামে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল । সে এক ভয়ানক উন্মাদনা। দিনুও সঙ্গে ছিল।

বাংলার মাটি বাংলার জল,বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান।

গাইতে গাইতে শোভাযাত্রার সঙ্গে সবাই গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। জগন্নাথঘাট সকাল থেকেই লোকে লোকারন্য। রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চারিদিকে তখন ভিড় জমে গেছে। স্নান সারা হল। সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, আমরা সবাই সবাইকে রাখী পরালুম। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন সবাইকে রাখী পরাতে ব্যস্ত। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাঁর হাতেই রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ বাদ নেই। ধর্মের শিকল ছিন্ন করে উপস্থিত সকল ধর্মের মানুষদের হাতে রাখী বেঁধে চললেন। রাস্তায় কয়েকজন সহিসের দেখা পেলে তাঁদের হাতেও রাখী বেঁধে দেওয়া হল । অবনীন্দ্রনাথের ভয় ছিল ঐ সহিসদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থাকে তাহলে তো মহা বিপদ। সে যদি আপত্তি এবং প্রতিবাদ করে। যদিও বাস্তবে তেমন ঘটনা ঘটে নি। এই ভাবে চলতে চলতে একসময় শোভাযাত্রা চিৎপুর রোডে চলে এল। এখানে শোভাযাত্রা বড় মসজিদের কাছে পৌঁছতেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন মসজিদের ভিতরে ঢুকে মৌলবীদের হাতে রাখী বেঁধে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। কারণ ভবিষ্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এ আন্দোলন কোন ধর্মের, বর্ণের, বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তা কখনও সার্থক হতে পারবে না। তিনি রাখিবন্ধনের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

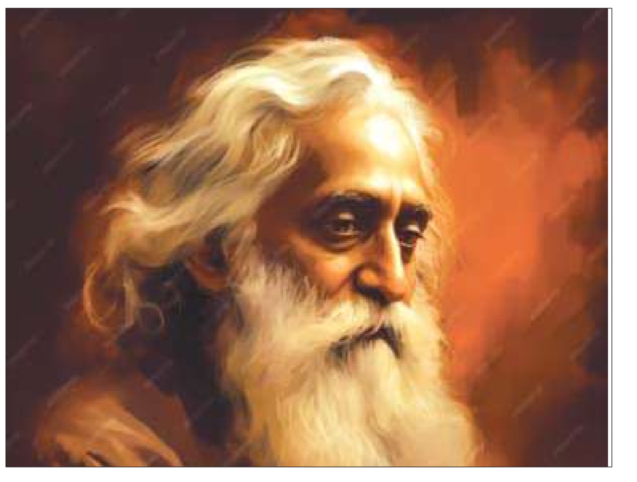

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু রবিকাকার সেদিনের কান্ড দেখে ভীষন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরেছিলেন । অবনীন্দ্রনাথের ভয় ছিল মসজিদের ভিতরে ঢুকে রবিকাকা মৌলবীদের হাতে রাখী পরাতে গেলে কোন রক্তারক্তি কান্ড না ঘটে যায়। ভীত অবনীন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার সঙ্গে চলতে চলতে একেবারে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে একটা ছাতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথও ব্যপারটা খেয়াল করেননি। রবীন্দ্রনাথ সটান ঢুকে পরলেন মসজিদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো বেশকিছু লোক। অবনীন্দ্রনাথের আশঙ্কা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমান হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাখিবন্ধনপর্ব সফলভাবে সম্পুর্ন করে মসজিদ থেকে বেড়িয়ে এলেন।

রাখিবন্ধনের মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের যে সলতে পাকানো হল তার তাঁর প্রভাব পরল সুদূর প্রসারী। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার স্বদেশী আন্দোলনকে বাগে আনতে নানাভাবে চেষ্টা করল। শিক্ষাক্ষেত্রও এর বাইরে রইল না। সরকার লিখিত ফরমান জারি করল। ছাত্রছাত্রীদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা চলবে না। এই ফরমান কিন্তু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের নেতারা শিক্ষাকে সরকারের কবজা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল। এবং স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল প্রতিষ্ঠা হল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষের ভার তুলে নিলেন। সালটা ছিল ১৯০৬ সালের ১৫ ই আগস্ট। এই 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' যা আজ বাংলা এবং দেশের গর্ব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনকে কিন্তু সেভাবে সফল হতে দেখিনি। এবং রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের থেকে ক্রমে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন । মতাদর্শের দিক থেকে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর ঠিক মতাদর্শের মিল হচ্ছিল না। নেতাদের দ্বারা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগিয়ে চলল তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। দেশের নেতাদের দ্বারা সভা, সমিতি, মিছিল এবং বিদেশি পন্য বর্জনের মাধ্যমে আন্দোলন চরম আকার , কিছু ক্ষেত্রে উগ্র আকার ধারণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন স্থির সংকল্পের সাংগঠনিক মানুষ। আন্দোলনের এই ধারা রবীন্দ্রনাথের মোটেই মনঃপুত ছিল না । রবীনন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি 'ঘরে বাইরে'এর সন্দীপের কিছু সংলাপের মাধ্যমে দিয়ে তাঁর প্রতিফলন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে এমন আন্দোলন কিছু কালের জন্য সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় । যে কোন আন্দোলনের চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য মনেকে গড়ে তুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আন্দোলন আর এক অর্থ হল সাধনা। সুতরাং তিনি মনে করতেন দেশ স্বাধীন করতে হলে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন । এ সাধনার সূচনা করতে হবে একেবারে সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম এবং পল্লী থেকে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। পল্লী সমিতি গড়ে গ্রামের মানুষকে একত্রিত এবং সঙ্গবদ্ধ করতে হবে। মানুষকে সমবায়ের আওতায় এনে স্বাবলম্বী করতে হবে। গ্রাম ও পল্লী সমাজ কৃষি ও শিল্পে সাবলম্বী হলে তবেই ষবাইরের মানুষের পরানো শৃঙ্খল একসময় নিজে থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো এমন চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে উগ্র বর্জনীয় আন্দোলন ভালো না লাগাই স্বাভাবিক ছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করে আবার মানুষ গড়ায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে।

রবীঞ্দ্রনাথের মনের এই ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে। কবি লিখেছেন -

বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে , জয়মাল্য লও না তুলি গলে, আমি এখন বনছায়ার তলে, অলক্ষতে পিছিয়ে যেতে চাই।

আসলে রাজনীতির প্রবাহে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিশ্চয় মানিয়ে নিতে পারেন নি । তার অন্যতম কারণ ছিল আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচি রবীন্দ্রনাথের মনকে সব সময় দ্বিধাগ্রস্ত করেছে । মন সঠিক বলে সারা দিতে পারেননি। তবে একথাও সত্য ব্রিটিশ শাসক দ্বারা কোন অন্যায় দেখলেই এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে একবিন্দু দেরি করেননি। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বুঝতে গেলে বন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা একটা চিঠির উল্লেখ করতে হবে। কবি লিখেছেন,স্বদেশী এবং স্বরাজ আন্দোলন সাধারণত আমার দেশবাসীর মনে গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি করে , কারণ তাদের ঐকান্তিক ক্রোধ তাদের মনে খানেক পরিমাণে আবেগ সৃষ্টি করে। আন্দোলনের উত্তেজনা আমাকে যে স্পর্শ করে না তা আমি বলতে পারি না । কিন্তু আমার কবিজনোচিত মতিগতি হেতু আমি , ঠিক তাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি না। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবি সত্ত্বা কখনই দেশের সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের মতে ও পথে চালিত হতে দেয়নি। তিনি দেশ সেবা করেছেন তাঁর নিজের মতন করে। সবের উর্দ্ধে উঠে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বজনীন মানবতার আত্মা । তাই তাঁর কবিতা ফুটে উঠেছে -

তোমরা আজ ছুটেছ যার পাছে, সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে। রত্ন খোঁজা রাজ্য ভাঙ্গা গড়া, মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া, আলবালে জল সেচন করা, উচ্চ শাখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে।

(কৃতজ্ঞতা,-০বিস্তারিত তথ্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ির কথা থেকে উদ্ধৃত)

নান্দনিক বিকাশের রূপকার শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

কৌশিক দাস

এই উপমহাদেশের নান্দনিক বিকাশের অন্যতম রূপকার শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় লেখাপড়ার সঙ্গে কলার্চর্চার স্থান এবং মানকে সমান গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ১৯০৯ সালের দিকে। মাধ্যম ছিলেন নন্দলালের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালক্রমে এই দুই ঠাকুরের অন্যতম প্রিয়পাত্র ও প্রেরণার উৎস হয়ে পড়লেন নন্দলাল।

অবনীন্দ্রের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, এই দুই স্থানেই নন্দলালের বিকল্প ছিল না বলা যায়। ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তখনই বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়গপুরের নিসর্গের এই জাতশিল্পী অবনীন্দ্রের সাহচর্যে আসেন। নন্দলালের বয়স ছিল তেইশ বছর। অবনীন্দ্রের ভাবশিষ্য হিসেবে শিল্পী জীবন শুরু করলেও ক্রমশ আত্মস্থ করে নেন নিজস্ব শিল্পভাষা। এরপর চিত্রী নন্দলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরস্পরের সাথে পরিচিত হন জোড়াসাঁকো'তে। নন্দের বয়স তখন সাতাশ, রবির আটচল্লিশ। গড়ে ওঠে আমৃত্যু সম্পর্ক। অবনীন্দ্র সেতু বন্ধনটি গড়ে দিলেও নন্দের বিচ্ছেদে তিনি প্রায় কাতর থাকতেন। শান্তিনিকেতন হতে যখন রবি কাকা অনুরোধ পাঠালেন নন্দলালের জন্য, অবনীন্দ্র বলেছিলেন,

'তুমি যখন ডেকেছো তখন ও (নন্দ) নিশ্চয় যাবে, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।' আবার শান্তিনিকেতন হতে নন্দলাল কলকাতায় তাঁর গুরুর কাছে যখন ফিরে এলেন অবনীন্দ্র বললেন, ' তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান? যেন এক বোতল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে মনটা চাঙ্গা হল।'

কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নন্দলাল গুরুর মন চাঙ্গা রাখতে পারলেন না। কলকাতার হট্টগোলের চেয়ে শান্তিনিকেতনই তাঁর কাছে বেশী আপন মনে হলো। ১৯২০ সাল হতে পাকাপাকিভাবে 'বাসিন্দা হয়ে শান্তিনিকেতনে থিতু হলেন। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, নন্দলালের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ছাপ ফেলেছিলেন, ঠিক সমপরিমান অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন নন্দলাল কবিগুরুর হৃদয়ে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে নন্দলালের আনুষ্ঠানিক পদার্পণ হয় শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে তাঁকে ১৯১৪ সালের ১ মে (১২ বৈশাখ) বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় কবিগুরু নন্দলাল'কে উৎসর্গ করে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করলেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ,

' শ্রীমান নন্দলাল বসু পরম কল্যাণীয়েষু
তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে যোগায় নূতন বিত্ত।

তোমার তুলিকা কবির হৃদয় নন্দিত করে, নন্দ!
তাই ত কবির লেখনী তোমায় পরায় আপন ছন্দ।'

এমন অভিনন্দনের পর নন্দলাল দারুণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানান, ' অভিনন্দনের পরে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করে নিলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে। ... সহসা আমার মনে হলো। আমাতে যেন আমি নেই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ... কবির ভেতর দিয়ে মহর্ষির আশীর্বাদ যেন আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করলুম।'

উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'সব থেকে আপন' নন্দলাল নিষ্ঠার সাথে শান্তিনিকেতনে তাঁর উপর অর্পিত আস্থার প্রতিদান দিয়ে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক বিচারে সে সূত্রে একটা ধন্যবাদ পেতেই পারেন। ১৯১৪ সালে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহ গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে তিন তরুণ শিল্পী। এই তরুণদের উচ্ছ্বল স্বভাব তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লেখেন, ' enthusiasm of enjoyment adds to my joy.' এই তিনজনের একজন ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবশ্যই দৈব নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র শৈল্পিক খেয়ালের এক অন্যতম রূপকার ছিলেন নন্দলাল। তাঁর ম্যাজিক তুলির স্পর্শে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন সত্যি আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠল। বিশ্বভারতীর দেওয়ালে, চীনাভবনের বারান্দায়, হিন্দীভবনের হলে, শ্রীনিকেতনের উৎসব মঞ্চে, দিনান্তিকার দেওয়ালে, কলাভবনের কালোবাড়ি, চৈত্য, উত্তরায়ণের শ্যামলী বাড়ি- সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নন্দলালের নান্দনিক স্পর্শ। শান্তিনিকেতনের উৎসবে, অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই ছিল শৈল্পিক আবহাওয়া। রবি ঠাকুরের কল্পনার যথাযথ প্রকাশ করতেন নন্দলাল বসু। কবি ও ছবির এ এক জাদুকরী মেলবন্ধন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাতিল করেছিলেন। প্রথম ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সেই ছবিতে 'জ্যাঠামি মিশেছিল। তাই ছবি তাঁর হবে না। প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলেন না। পরের দিন আবার এলেন। অন্য ছবি নিয়ে। এবার খুশি হলেন অবন ঠাকুর। আগামী পাঁচ বছর অবন ঠাকুরের কাছেই তিনি নাড়া বাঁধলেন। ছাত্রের নাম শ্রী নন্দলাল বসু। পরবর্তী সময়ে যিনি ' শান্তিনিকেতন তাঁকে চিনত ' নামে। জো।।সাঁকোর লালবা।তিতে ' সভাগৃহ স্থাপন করেন রবীঙ্দ্রনাথ। ১৯১৬ সালে নঃদলাল বিচিত্রায় এসে যোগ দেন। তার আগে অবশ্য একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। সালটা ১৯১৪। রবীঙ্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় 'শিল্পাচার্য সূত্রে। আরও পরে কবিগুরুর ডাকে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য সহজে মেলেনি গুরুর আজ্ঞা। শেষ পর্যন্ত রবি'কার বিশেষ অনুরোধে ছাত্রকে ছাড়তে রাজী হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ১৯১৯-এ কলাভবন শুরু হলে নন্দলাল কলকাতা থেকে এসে যোগ দেন। তবে আবার ফিরেও যান ফিরে আসেন ১৯২০তে। দু'বছর পর কলাভবনের অধ্যক্ষ। শিল্পের মাধ্যমে স্বদেশিয়ানাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই রাজপুত এবং মোঘল ঘরানা গ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নন্দলাল বসুর সমস্ত ছবি জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষনা করেন। তাঁর মাস্টারমশাইয়ের সম্পর্কে বলেছিলেন 'নন্দলাল বসু ছিলেন একজন যথার্থ আচার্য ।' নন্দলাল বসুর ছাত্ররা বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর বেইজ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ চৌধুরি, কে জি সুব্রহ্মনিয়াম, চিন্তামণি কর প্রমুখ। প্রকৃতিকে দেখার শিক্ষা দিতেন। সেই দেখায় শ্রদ্ধা না মিশলে শিল্পের জন্ম হয় না। ভারতীয় চিত্রশিল্পে সম্পূর্ণ অন্য এক দিশা দেখিয়েছিলেন তিনি।

বাঙালির ঐতিহ্যে আড্ডার বিষয়বস্তুতে যেমন পরনিন্দা পরচর্চা, তেমনি গঠনগত আড্ডাও

তন্ময় কবিরাজ ঃ সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক সিনেমায় উৎপল দত্ত বলেছিলেন, বাঙালির আড্ডায় শুধু পরনিন্দা পরচর্চা, গ্রীকের আখড়ার মত গঠনগত আড্ডা আমাদের বঙ্গে হয়না। কথাটা আংশিক সত্যি। কারণ, বাঙালির ঐতিহ্যে আড্ডার বিষয়বস্তুতে যেমন পরনিন্দা পরচর্চা আছে, তেমনি গঠনগত আড্ডাও রয়েছে। চল্লিশ দশকে চৌড়িঙ্গীর কফি হাউসের আড্ডায় গুণীজনের ভিড়, কমল মজুমদার,রাধা প্রসাদ গুপ্তরা আসতেন। ছোটো ছোটো ঘরে বিভিন্ন রুচির মানুষের জমায়েত হতো। শোনা যায়, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির ভাবনা এই চৌরঙ্গীর কফি হাউস থেকে। বাঙালির আড্ডা এতো বৈচিত্র্যে ভরপুর যা কথাও দেখা যায় না। সব জাতির আড্ডার নিজস্ব ঠিকানা আছে। কিন্তু বাঙালির হাতে সময় থাকলেই সে যেখানেই থাকুক সেখানেই গোটা কয়েক লোক নিয়ে আড্ডাখানা বানিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে। এই ধরুন, বাড়ির আড্ডা, মেসের আড্ডা, চায়ের দোকানে আড্ডা, কফি হাউসের আড্ডা, পত্রিকার দপ্তরের আড্ডা, লোকাল ট্রেনে আড্ডা, মাছ বাজারের মাছের দরদাম করার অজুহাতে আড্ডার জুড়ে দেয়। আড্ডাতেও টাকার অভাব। চলমান আড্ডাকে সচল রাখতে তিনটে চা চার জায়গায়, বা একটা টোস্ট হাফ করে, কখনও বা গলা অবধি খেয়ে বাঙালি বলে গেলো,লিখে রাখিস কাল পয়সা দেব। দোকানদারও জানে খদ্দের পালাবে না। বাড়ির গিন্নি জানে তার স্বামী কোথাও যাবে না, সে চায়ের দোকানে গুলতানি দিচ্ছে। বাঙালির আড্ডা ফ্রয়েডের ফ্রী অ্যাসোসিয়েশনের মত। তর্ক বিতর্ক, স্বপ্ন, আবেগ, হাসি, দুঃখ সব আছে। মানুষকে চেনাজানার পরম জায়গা আড্ডাখানা। মুঘল যুগে জাহাঙ্গীরের দরবারে আড্ডায় বসতেন এডওয়ার্ড টেরি, দোসর ছিল কফি। সাহেবরা মনে করতেন, কফিতে শক্তি পাওয়া যায়,তাই আড্ডাটা জমে যায়। লন্ডনের স্কুল অফ ইকোনমিকস তাঁদের গবেষণায় বলছে, আড্ডা মানসিক রোগের মেডিসিন। খোস মেজাজি আড্ডায় দিলখুস হয়ে যায়। যদিও রাজশেখরবাবু বাঙালির আড্ডাকে কুকথার মিলন ক্ষেত্র হিসাবেই দেখেন। বাঙালির আড্ডায় যেমন ইতিহাস আছে, তেমনি রয়েছে বিবর্তন। বাঙালি তার আড্ডার সমর্থন পেয়েছে পুরাণ থেকে কারন ব্যাসদেবের মহাভারতে আড্ডার উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া নজরুল, রবীন্দ্রনাথ কেউ আড্ডা দিতে ভুলতেন না। কলকাতার ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণ বারান্দায় আড্ডাতে কবি গল্প করতেন রথেনস্টাইনের সঙ্গে। পরবর্তীকালে, শান্তিনিকেতনেও সেই অভ্যাস বজায় ছিল। জয়দেব মেলা ফেরত সাধুদের সঙ্গে গল্প করতেন কবি। আড্ডাতেই বাঙালি সামাজিকতার প্রতিশব্দ খুঁজে পেয়েছিল। বিপদে আপদে আড্ডার বন্ধুরা পাশে থাকত। টেনিদার গল্পেও সে কথা বর্ণিত। বাঙালি মেয়েদের সাবেক আড্ডা বলতে পুকুর ঘাট। খাবার পর বাসন মাজার নাম করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যেত। অবনীন্দ্রনাথের আড্ডার ঠেক ছিল বঙ্গীয় কলা সংসদ বা চৈতন্য লাইব্রেরি। নন্দলাল বসুর বাড়িতেও বসত গল্পের আসর। প্রতিটা মানুষ ভিন্ন জীবনের আধার। নিজের জীবনের বাইরেও কতো জীবন হেসে খেলে সমান্তরালে নদীর মত বয়ে চলে, আড্ডা না দিলে সে স্বাদ অনুভব করা কষ্টকর। একসময় মেয়ের বাবারা রকে বসা আড্ডাবাজ ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে না। পরে বিপদে পড়লে সেই ছেলেটাই বাঁচাতে আসতো। নব্বই দশকের তাপস পাল, প্রসেনজিতের সিনেমায় এটাই ছিল জনপ্রিয় গল্প। বাঙালির আড্ডা একেবারে ভিন্ন ধরন এনেছিলেন রায় পরিবার। হাসি মজার মিশেলে নন সেন্স ঘরানা। সুকুমার রায় স্থাপন করেছিলেন মনডা ক্লাব। যদিও সুকুমার রায় মারা যাবার পর আড্ডা বন্ধ হয়ে যায়। পরে সত্যজিৎ রায় আবার চালু করেন। এখন সন্দীপ রায় সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আড্ডার ধ্রুবতারা ছিলেন ধৃতিমান, বরুণ চন্দ্র, সৌমিত্র। আড্ডার ছলে পরিচালক অভিনেতার শিল্প সত্তাকে বার করে আনতেন যা ছিল বিশ্ব মানের। সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল সুধাময়। রসে বসে জমে যেত। ১৯৮০সালে সাগরময় ঘোষ, সুনীল, সমরেশ বসু মিলে তৈরি করেন বুধ সন্ধ্যা। পরে আড্ডা খাতায় নাম লেখান শঙ্খ, সুবোধ,জয় গোস্বামী। এঁরাই আড্ডার কল্লোল যুগ। ধ্রুপদী আড্ডার বেড়া ভেঙে বেকার জীবনে আড্ডা জড়িয়ে গেছে। আড্ডার পন্থা বদল ডান থেকে একদম বামে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন ঠেকে আড্ডা দিতেন। বর্ণময় জীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর মন্ডাভিলা গার্ডেনে। সকাল এগারোটা থেকে বিকাল তিনটে অব্দি আড্ডা চলতো। নাট্যকাররাও পিছিয়ে নেই। কবি অরুণ মিত্রের বাড়িতে হামেশাই আসতো বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র। তাঁদের কথা আরুনি পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। শিশির ভাদুড়ী, রবি ঘোষও কম যেতেন না। হাসি আর বিদ্রুপ লেগেই থাকত। সাহিত্যিকদের আড্ডার আরেকটা ডেরা ছিল পত্রিকার দপ্তর। লেখালিখির হালহকিকত নেবার সুবাদে আড্ডা জমে যেতো নবীন প্রবীণের। এমনি এক জায়গা হলো যুগান্তর পত্রিকার অফিস। এছাড়াও সাকি মেস বাড়ির আড্ডা, বা বাঙালির আদুরে কফি হাউসের আড্ডা তো আছেই। তবে বর্তমানে আড্ডার বোহর কিছুটা ফিকে। বাঙালি এখন ফিউশন, কর্পোরেট। তাই গ্রুপ চ্যাটে বা ডিজিটাল মাধ্যমে আড্ডা সেরে ফেলে। ফ্রেন্ডলিস্টের বন্ধুর সংখ্যা অনেক থাকলেও মনের খবর কেউ রাখেনা আর। বাঙালি আজ বড়ো একা। ডিপ্রেশনের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে যায় বাঙালি। আড্ডার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। আমেরিকাতে বিখ্যাত রোটারি ক্লাব। তারও আগে রোমান গ্রিকরা আড্ডার আসর বসাত বাজারে অর্থাৎ ফোরামে। মোদ্দাকথা, বর্তমান প্রজন্মের মত মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার নয়, বরং মন খুলে কথা বলা, কুশল বিনিময় করা। বেকন বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। মানুষের সঙ্গে না মিশলে জীবনের উপলব্ধি আসে না। গ্রিকরা আড্ডার ঠেককে বলতো অগ্ররা। প্লেটোর আড্ডার আখড়া ছিল অ্যাকাডেমিক, সিনকনিজিম,বাংকোটিং। সেখানে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলত ডালেক্টিক পদ্ধতিতে। আমাদের দেশে বা রাজ্যে মত ইয়েসম্যান হয়ে শাসকের পা চাটার আদর্শ ছিল না। তাই প্লেটো মনে করতেন, প্রশ্ন উত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে নতুন দর্শনের জন্ম হয়। ফরাসি ক্যাফেতে আড্ডার জমাটি আসর বসাতেন চিত্র শিল্পীরা। আড্ডার ইতিহাসে বাংলাদেশের পুরনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিংয়ের কথাও মনে রাখার মতো। আসতেন সহিদ কাদির, শামসুর রহমান। কবি শামসুর রহমান লিখেছিলেন ,মনে পড়ে একদা যেতাম প্রত্যহ দুবেলা বাংলা বাজারে শীর্ণ গলির ভেতরে সেই বিউটি বোর্ডিংয়ের পরস্পর মুখ দেখার আশায় আমরা কজন।আড্ডা ভেঙেছে সীমান্তের কাঁটাতার। চায়ের লিকারে স্বপ্ন ভাঙা গড়ার কাব্য। আড্ডার আবেগ দুঃখ সুখ সবই তাসের ঘর। আব্দুল করিমের গানের ফ্লেভার আড্ডার ক্যাপশন, সঙ্গে থিমসং হিসাবে মান্না দের গান। রাস্তায় মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে দ্বিধা করেনি বাঙালি সে চিত্তদার দোকান হোক বা দিলীপদার দোকান। কাজ থেকে ফিরে আড্ডার ঠেকে চা সিগারেট খেয়ে তারপর বাড়ি ফেরা। স্ত্রী হাজার ঝগড়া করেও সে অভ্যাস ছাড়াতে পারেনি। সত্তর দশকে কলেজে স্ট্রীটে আড্ডা দিত কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অরনী বসুরা। যখন কৃতিবাস এলো ,তখন নতুন কবিদের আগমনে আড্ডা আরো যৌবন পেল। পুজোর বৈঠকি আড্ডা বা চন্ডিতলার আড্ডায় তেলেভাজা মুড়ি বাঙালির ঐতিহ্যে মিশে গেছে। বর্তমানে টক শোতে রাজনীতির কূটকচালি হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেন,আসলে এটা সবেক আড্ডার মডার্ন ভার্সন। গায়ে গামছা দিয়ে বকুল তলায় যে আড্ডা হতো তাই এখন কোট টাই ডেকোরেশনে ঢাকা পড়ে গেছে। বাঙালির রূপ পাল্টালেও গুন কিন্তু পাল্টায়নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, বাঙালির আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে কিংবা থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন দাগাপুরে শ্রমিক মেলা। আজ থেকে শুরু হলো এই শ্রমিক মেলা। উপস্থিত ছিলেন মলয় ঘটক, শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ঋতব্রত ব্যানার্জি এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরা।- সজল দাসগুপ্ত

বাড়িতে কল থাকলেও মিলছে না পানীয় জল, জেলা পরিষদের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ বাড়ি বাড়ি কল রয়েছে কিন্তু মিলছে না জল। ফলে জল কষ্টে ভুগছেন ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মী নারায়ণ পাড়া এলাকার প্রায় দুই শতাধিক পরিবার। এই কারণে সোমবার জল্পেশ মোড় থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত জেলা পরিষদের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষ। এদিন জলের ফাঁকা বালতি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মহিলা সহ পুরুষরা। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে আগামীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টপি রায়।

২১০ টি রাজবংশী ভাষার স্কুলে কে রাজ্যের স্বীকৃতি ... ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি ঃ একদিনের সফরে গতকালই কোচবিহারে এসে পৌঁছেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল রাতে সার্কিট হাউসের রাতযাপন করেন তিনি এরপর সোমবার সকালে কোচবিহার রাসমেলা মাঠে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে ১৯৮ টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চ থেকে রাজবংশী ভাষার ২১০ টি স্কুলকে স্বীকৃতি দেন তিনি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবাদন বর্মন। দীর্ঘদিন ধরেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের দাবি ছিল রাজবংশী বিদ্যালয়গুলির সরকারি স্বীকৃতি অবশেষে দীর্ঘদিনের তাদের এই দাবি সোমবার পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও পরিকাঠামোগত দিক থেকে আদৌ সেই বিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ? তবে সামনের লোকসভা ভোটের আগে রাজবংশী ভোটকে নিজেদের ভোট ব্যাংকে পরিণত করার লক্ষ্যেই এই স্বীকৃতি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই দ্যা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ বিজেপিতে যোগদান করেন এবং রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। ফলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি বিরাট ভোট বিজেপির দিকে ঝুঁকে যায় বলেই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল আর ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা লোকসভা ভোটে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে রীতিমত কটাক্ষ করেছে দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। তিনি বলেন বেশ কিছু রাজবংশী স্কুল রয়েছে যেগুলি এখনও পাটকাঠির বেড়া দিয়ে একটি ঘর দাঁড় করিয়ে রেখেছে আবার কোথাও বা একটি গোয়াল ঘরের মধ্যেই সেই স্কুল চলছে এর মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা অর্থাৎ এর থেকেই বোঝা যায় শিক্ষার মান কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে এই সরকার এবং এ একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব। এখনো রাজবংশী স্কুলগুলির পরিকাঠামো দিক সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি তার মাঝেই এই ঘোষণা তাহলে কি শুধুমাত্র আগামী লোকসভা ভোটকে সামনে রেখেই এই প্রশ্ন এখন সর্বত্র ? যদিও ইতিমধ্যে এই ঘোষণার পরেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ।

ডাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী যুবক

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৯ জানুয়ারি ঃ কালিনগর স্টেশনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ডাউন মালদা হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে। ঘটনার জেরে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। জিআরপি নবদ্বীপ সূত্রে জানা যায়, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হওয়া যুবকের বয়স প্রায় ৩৫, বাড়ি ও পরিচয় জানা যায়নি। সোমবার সকালে নবদ্বীপ ধাম ও কালিনগর স্টেশনের মাঝামাঝি ডাউন লাইনের পাশে ১ যুবকের মুন্ডুহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে কর্মরত জিআরপি পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, সম্ভবত ডাউন মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। যদিও সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ বলে জানায় জিআরপি'র এক আধিকারিক। সোমবার দুপুরে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় জিআরপি নবদ্বীপ। পাশাপাশি ওই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পরিচয় জানতে বিভিন্ন থানা গুলিতে বার্তা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়।

কলেজে হাতাহাতিতে জড়ালো, টিএমসিপি- এবিভিপির সমর্থকেরা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ নদীয়ায় ফের কলেজ চত্বরে জড়ালো উত্তেজনা। হাতাহাতিতে জড়ালো দুই ছাত্র সংগঠনের সমর্থকেরা। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল কলেজ ক্যাম্পাস ও এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার মাজদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ে। অভিযোগ এদিন এবিভিপি সমর্থক কিছু ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে টিএমসিপি-র সদস্যরা। তা নিয়ে এবিভিপির সদস্যরা প্রতিবাদ জানালে তাদের উপর চড়াও হয় টিএমসিপি-র সদস্যরা। ঘটনায় এবিভিপির দুই সমর্থক আহত হয়েছে বলেও জানা যায়। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রীও রয়েছে বলেও সুত্রের খবর। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এভিবিপি এবং টিএমসিপির ছাত্র সংগঠনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের দাবি যেহেতু এই কলেজে টিএমসিপি-র কোনো অস্তিত্ব নেই সেই কারণে তারা কলেজের পরিবেশকে নোংরা ও অশান্ত করার চেষ্টা করছে, পরিকল্পিত ভাবে। পাশাপাশি তাদের দাবি টিএমসিপির ছাত্র সংগঠনকে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক সহযোগিতা করছে কলেজের অধ্যক্ষ। এবিভিপি-এর তরফে আরও দাবী করে তাদের সমর্থকদের মারধর করার পর টিএমসিপি-র ছাত্ররা সবাই কলেজ থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনা চাউর হতেই দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষর ঘরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি- এর তরফে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। যদিও টিএমসিপি- এর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি দাবি করেন সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ও গায়ের জোরে কলেজ চত্বরে পতাকা লাগাচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের ছাত্র সংগঠনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে এবিভিপি। আর কলেজ ক্যাম্পাসে এদিনের ঘটনাকে কলেজের অধ্যক্ষ তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন ছাত্রদের মধ্যে যেকোনো অভিযোগ থাকতে পারে তা সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে আলোচনা করতে হবে। কলেজের পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব ছাত্রদের।

তীব্র শীত আর কুয়াশায় এবারে বাজার মন্দ মধুচাষীদের, সরষে ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ তীব্র শীত আর কুয়াশায় এবারে বাজার মন্দ মধুচাষীদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরষে চাষ হয়। সেই সর্ষে ফুল থেকে মৌমাছিদের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করেন মধু সংগ্রহকারীরা। এবারও তাঁরা এসেছেন। এসেছেন সুদূর মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে। বিশেষ পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করেন তাঁরা। সেই মৌমাছিকে দিয়েই মধু সংগ্রহ করেন ওঁরা। ১৫-২০ দিন আগেই সরষে ফুল পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। তপনকুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরষে চাষ হয়েছে। এই সর্ষে ফুল থেকেই মধু সংগ্রহ করেন মধুচাষীরা। ৩০০ টি বাক্স নিয়ে হরিহরপাড়া থেকে এবার এসেছেন পাঁচজন মধুচাষী। শীতের মরশুম শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ান মধুচাষীরা। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও মালদার কিছু অংশে সরষে চাষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মধু সংগ্রহকারীরা ভিড় জমিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরে। দিনসাতেকের মধ্যে তাঁরা এখান থেকে চলে যাবেন অন্য কোনও জেলায়। কিন্তু এবার মধু সংগ্রহের হার বেশ কম। অন্যবার যেখানে প্রতিদিন গড়ে চার থেকে পাঁচ লিটার মধু সংগ্রহ হয় এবার সেখানে মধু সংগ্রহের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম হয়ে দাঁড়িয়েছে! ফলে মধু সংগ্রহকারীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। খুচরো বাজারে আড়াইশো টাকা কেজি মধু বিক্রি হলেও মহাজনের কাছে অনেক কম দামেই বিক্রি করতে হয় তাঁদের। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতেই ব্যবসা হয়ে আসছে। ফলে প্রতিবারই লাভ ক্ষতির দোলাচলে থেকে মধু সংগ্রহ করেন চাষীরা। যেবার মধু উৎপাদন বেশি সেবার মধুর দাম কমে যায়। যেবার উৎপাদন কম সেবার দাম বেড়ে যায়। এবার রাজ্য জুড়েই শীতের দাপট ছিল বেশি। ফলে মধুসংগ্রহতে বাধা পড়েছে। কৃষকরা মধু সংগ্রহ করে তাঁদের মহাজনদের কাছে তা নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কত টাকা দাম হবে তা জানেন না তাঁরা। মুর্শিদাবাদের এই মধু সংগ্রহকারীরা প্রতিবছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে মধু সংগ্রহ করেন। বাজারে এই মধুর চাহিদা প্রচুর। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন খাঁটি মধু কিনতে। প্রতি লিটার আড়াইশো টাকা করে দামও দেন কিন্তু যে পরিমাণ মধু সংগ্রহ হয় তার বিক্রির সুব্যবস্থা নেই। মহাজনদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন মধুসংগ্রহকারীরা। চাষিদের বক্তব্য, সরকারি ভাবে মধু কিনে নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই রাজ্যের কোথাও। ফলে, বেসরকারি মহাজনদের কাছেই মধু বিক্রি করতে বাধ্য হন তাঁরা। প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁরা মধু সংগ্রহ করেন কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমকে এখনও পর্যন্ত মান্যতা দেয়নি কেউ, আক্ষেপ মধু সংগ্রহকারীদের।

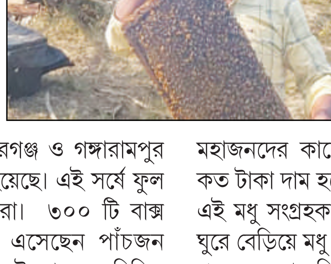

হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের জাল প্রতারণা চক্রে গ্রেপ্তার আরও ২, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ জেলায় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাহুল গান্ধীর সফরের প্রাক্কালে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের জাল প্রতারণা চক্রে গ্রেপ্তার আরো ২। গভীর প্রতারণা চক্রের জাল। প্রতারিত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। ধৃতদের মধ্যে একজন কংগ্রেসের বুথ সভাপতি এবং অন্যজন তৃণমূল কর্মী। স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের আমলে প্রত্যেকটা প্রশাসনিক দপ্তরে প্রতারণা চক্র চলছে। ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে তৃণমূলকে তোপ বিরোধীদের। তৃণমূলের আমলে প্রশাসন সক্রিয় তাই প্রতারকরা গ্রেপ্তার হচ্ছে দাবি তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর শালদহ গ্রামে জনসহযোগে এবং পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের দেওয়া জাল সার্টিফিকেটের প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস হয়। পর্দাফাঁস করেন বিডিও সৌমেন মন্ডল। সমগ্র ঘটনায় পুলিশের এক হোমগার্ড, এক তৃণমূল কর্মী সহ তিনজন গ্রেপ্তার হয়। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল এই প্রতারণা চক্র। যেখানে বিভিন্ন এলাকার বহু মানুষ প্রতারিত হয়েছেন। যাদেরকে মোটা টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে জাল সার্টিফিকেট। এমনকি অনেকে প্রতিবন্ধী না হওয়া সত্ত্বেও ওই জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ভাতা পাচ্ছেন। আর বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত উপভোক্তা। ধৃতদের জেরা করে এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরো দুইজনের নাম উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের প্রতারকদের জালে আনতে তৎপর হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হয় ডমরকলা গ্রামের বাসিন্দা মাসুম এবং ঝিকোডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা রাশেদুল হক। মাসুম তৃণমূল কর্মী এবং রাসেদুল হক কংগ্রেসের বুথ সভাপতি। ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের আমলে প্রশাসনিক দপ্তর ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস-তৃণমূলের দুর্নীতিতে মদত জোগাচ্ছে সুযোগ পেলেই। যদিও কংগ্রেসের মতে এর পেছনে অনেক রাঘববোয়ালেরা রয়েছে তৃণমূলের। তৃণমূলের মদতে সব হচ্ছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি প্রশাসন এবং পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয়। তাই প্রতারকরা গ্রেপ্তার হয়েছে।

অমানবিক নেশা মুক্তি কেন্দ্রের খপ্পরে ছেলে হারালো পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ অনেক জায়গাই ছত্রাকের মতো গজিয়ে উঠেছে নেশামুক্তি কেন্দ্র। চিকিৎসার নাম করে যে অর্থ তারা নেয় তার সার্থক ব্যয় কতটা তারা করে প্রশ্ন উঠেছে তাদের অমানবিক আচরণের কারণে। এইরকম একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে এক পরিবার। কারণ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক ছেলেকে সুস্থ করার জন্য পরিবারের তরফে ভর্তি করা হয় ভেদিয়ার বাগবাটির সাহারা নেশা মুক্তি কেন্দ্রে। বোলপুর শুড়িপাড়ার বাসিন্দা বছর তিরিশেকের সুরেশ ভকত। পরিবারের তরফে জানানো হয় যে, তারা ভেবেছিলেন এই নেশা মুক্তি কেন্দ্রে দিলে সুস্থ হয়ে যাবে তাদের ছেলে। অভাবের সংসার তা সত্ত্বেও প্রতিমাসে চার হাজার টাকা ব্যয় নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিল ছেলে সুরেশকে। দুমাস যেতে না যেতেই সুস্থ করে আনবে বলে মনে ছিল আশা। কিন্তু মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে হবে কখনো স্বপ্নে ভাবতে পারেননি তারা। গত শনিবার সুরেশের পরিবারকে ফোন করা হয় মুক্তি কেন্দ্র থেকে। জানানো হয়, ছেলে অসুস্থ আছে নিয়ে যান। তবে সঙ্গে টাকাটা আনবেন। সঙ্গে সঙ্গে চার হাজার টাকা জোগাড় করতে পারেনি পরিবার। আজ অর্থাৎ সোমবার সেই অর্থ যোগাড় করে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ছুটে যান সুরেশ ভগতের মা ও বোন। টাকা হাতে পেয়ে সুরেশকে নিয়ে আসে হুইল চেয়ারে করে। মা ও বোন দেখেই হতবাক তারা। নেশা মুক্তি কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষর কাছে পরিবারের তরফে জানতে চাওয়া হয়, কি হয়েছে সুরেশের। তারা জানাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ঠিক হয়ে যাবে। তবে সঙ্গে নেশা মুক্তি কেন্দ্রের কোন কর্মী সুরেশের পরিবারের সাথে হাসপাতালে আসেনি। অসহায় মা ও বোন সুরেশ কে হাসপাতালে নিয়ে এলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা সুরেশকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চিকিৎসকরা জানায় অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে সুরেশের। এরপর কান্নায় ভেঙে পড়েন মা ও বোন। মৃতদেহটি বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে।

উদ্বৃত হওয়ায় জেলা হাসপাতালকে ৩৫০ ইউনিট রক্ত পাঠাল নবদ্বীপ ব্লাড সেন্টার

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৯ জানুয়ারি ঃ শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে ৩৫০ ইউনিট রক্ত পাঠাল নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। সোমবার বিকেলে নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৩৫০ ইউনিট বা প্যাকেট রক্ত তুলে দেওয়া হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে আসা দুই প্রতিনিধির হাতে। জানা যায়, শীতের মরশুমে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা নবদ্বীপ শহর ও ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। বিশেষ করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা সারা বছর ধরে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পাশাপাশি ব্লক এলাকাতেও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। পাশাপাশি ফি বছর প্রশাসনের পক্ষ থেকেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফলে চাহিদার তুলনায় নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে রক্ত সঞ্চয় হতে থাকে। অপরদিকে নদীয়ার জেলা হাসপাতাল সহ একাধিক হাসপাতালে বিভিন্ন সময় রক্তের সংকট দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে এক ইউনিট রক্তের জন্য শক্তিনগর শান্তিপুর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে রক্ত নিতে রোগীর পরিবার ছুটে আসেন নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেখা গেছে নদীয়ার জেলা হাসপাতাল সহ বেশ কিছু হাসপাতালে রক্তের সংকট মেটাতে নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকের সহায়তা নিতে হয়েছে। যেমন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখে জঙ্গিপুর হাসপাতালকে ৭০ ইউনিট,ওই বছরেই ১৬ জুলাই রামপুরহাট মেডিকেল কলেজকে ২৫০ ইউনিট, ২৯ জুলাই ২০২১ ডোমকল হাসপাতালকে ২৪০ ইউনিট এবং ২০২২ সালে ৩ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মেডিকেল কলেজকে ৩০৪ ইউনিট রক্ত পাঠায় নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রচুর পরিমাণে রক্ত সঞ্চয় হওয়ায়, ৩৫০ বোতল রক্ত দিয়ে জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংককে সমৃদ্ধ করল নবদ্বীপ ব্লাড ব্যাংক। এই বিষয়ে নবদ্বীপ ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ডাক্তার মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেন, আমাদের ব্লাড সেন্টারে প্রচুর পরিমাণে রক্ত উদ্বৃত হওয়ায় ৩৫০ ইউনিট রক্ত জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে পাঠান হল।

দুর্গাপুরে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ পাচারের ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারী ধরা পড়ল পুলিশের জালে। উদ্ধার হল প্রায় ৪৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশ তাদের গাড়িটি আটক করেছে। রবিবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে, ১৯ জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুর কোকওভেন থানার ডিভিসি মোড়ে। ধৃতদের সোমবার আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ সাকিল (৪০) ও কৃষ্ণেন্দু দাস (৪২)। ধৃতরা আসানসোলের দক্ষিণ থানা ও হিরাপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ৪৫ গ্রাম বিভিন্ন প্যাকেটে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় জানা গেছে, ধৃত দু'জনই ব্রাউন সুগার পাচারকারী। ছোটো ছোটো প্যাকেট করে আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে গ্রাহকদের ব্রাউন সুগার পৌঁছে দেয়। রবিবার রাত্রে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোকওভেন থানার পুলিশ ডিভিসি মোড়ে হানা দেয়। তখন তাদের লাল রঙ্গের চারচাকা গাড়ি আটক করে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে। সোমবার তাদের আদালতে তোলা হয়।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে মঙ্গলবার রাতেই মালদায় সড়কপথে পৌঁছানোর কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। পরের দিন বুধবার ৩১ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠেই প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রায় ৩৩১ কোটি টাকার সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের শুভ শিলান্যাস করবেন তিনি। পাশাপাশি প্রায় ১৩২ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর উদ্বোধন করবেন। শিলান্যাস এবং উদ্বোধনী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গাজোলের আদিবাসী হোস্টেল, গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসাবে রূপান্তরিত করা। মালদা মেডিকেল কলেজের জটিল পর্যবেক্ষক বিভাগের চারতালা ভবনের শিলান্যাস, কুড়ি শয্যার হাজার বার্ন ইউনিটের উদ্বোধন। ইংরেজবাজার শহরের কৃষি ফার্ম এলাকার কমিউনিটি পোল্ট্রি ফার্মের উদ্বোধন। এই কমিউনিটি পোল্ট্রি ফার্ম থেকে তিন লক্ষ করে মুরগির ডিম উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও একাধিক সরকারি প্রকল্পের শুভ সূচনাও করা হবে এদিন। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনই জেলা প্রশাসনের কর্তারা পরিস্কারভাবে কিছু জানাননি।

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender

Ref: 1.DHLYN/ACR/47/23-24
2. DHLYN/Jetty/28/2023-2024
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: 15.02.2024 Upto 18.00 PM. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

Office of The Uluberi-I Panchayat Samity
Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Notice inviting E-tender for 8(Eight) numbers of work which will be published online on dated 27.01.2024(NIT No. WB/HZP/Uluberia-I/e-NIT-15/2023-24, Dated:-24/01/2024. Last date of submission of bids is on 03/02/2024. No EMD will be received through offline. Details are available in the office of the undersigned.

Sd/- EXECUTIVE OFFICER
ULUBERIA-I PANCHAYAT SAMITY
ULUBERI, HOWRAH

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 1123/PHE(C)/BMC (2nd Call), Dated : 29.01.2024. e-Tender has been invited for Sinking 40MM. x 100 MM. DIA tubewell at different locations within ward no1 to 6, 8 to 21 and 27 under BMC. For details, please follow **Tender Id 2024_MAD_655886_1 to 21 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission - 12/02/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৬-০৯-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪ এবং **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১০-১৪-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪**। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃ পূঃরেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান** যথাক্রমে ঃ **(১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৬-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে পুরুলিয়া–কোটশিলা শাখার মধ্যে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং পিকে-৫ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ; ৭,৬১,৩৯,৭১৯.১৯ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৭-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে লয়াবাদ–মালকেরা জং শাখার মধ্যে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং এএম-৪৪ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ; ৭,৬১,৩৯,৭১৯.১৯ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৮-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে আদ্রা–বাঁকুড়া শাখায় বাঁকুড়া–ছাতনার (বিকিউএ–সিজেএন) মধ্যে কিমি ২৪৩/২২-২৪-এ প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং কেএ-১০৪ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ; ৬,৫২,৪৬,৪১৫.০২ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৯-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/নর্থ/আদ্রার অধিক্ষেত্রে এইচ-বিম স্টিল স্লিপার রিনিউয়ালের বকেয়া কাজ; ৩,২৭,২৫,৮৭৯.১৪ টাকা। **(৫) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১০-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে ৪ মিটার × ৩.৭৫ মিটার মাপের আরসিসি বক্স দ্বারা নন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ৫,৮৭,৫৪,৮১২.৪৬ টাকা। **(৬) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১১-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে দামোদর জংশন–মোহিশিলা এবং রামকানালি জংশন–চৌরাসি শাখার মধ্যে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে ২×৪ মিটার×৩.৭৫ মিটার মাপের আরসিসি বক্স দ্বারা নন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ৪,৯১,৮৪,৭৬৭.৯৭ টাকা। **(৭) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১২-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে দামোদর জংশন–মোহিশিলা ও রামকানালি জংশন–চৌরাসি শাখার মধ্যে ৩×৩ মিটার মাপের আরসিসি বক্স দ্বারা নন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ৬,০১,০৪,৯৭৯.৯৫ টাকা। **(৮) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৩-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে চান্ডিল জংশন–আসানসোল এবং দামোদর জংশন–মোহিশিলা শাখার মধ্যে বক্স পুশিং মেথডে ৪×৩.৭৫ মিটার মাপের আরসিসি বক্স দ্বারা নন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ৯,৫২,৮৫,৬৩৬.১৩ টাকা। **(৯) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশন–কিমি ২২৭/২৪-২২৬/২২তে কার্ভের রিয়্যালাইনমেন্ট দ্বারা খড়গপুর–বাঁকুড়ার মধ্যে পার্মানেন্ট স্পিড রেস্ট্রিকশন অপসারণ (আপ ও ডাউন); ১,৬৭,০৫,২৬৭.২৪ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ক্রঃ নং ১ থেকে ৪-এর জন্য ২৩.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩টা এবং ক্রঃ নং ৫ থেকে ৯-এর জন্য ২৯.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। উক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-1073)**

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লু/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ৩০৫_২০২৩-২৪, তারিখ ২৫.০১.২০২৪। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডিসি-র অধীনে কেএইচএন ও পিএসএই কিমি ৫৫/০০ থেকে ৯০/৮-এর মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/পিডিএ-র পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (পি.ওয়ে)। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,৬৪,৫৫,৮৬১.৭১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৩২,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৬.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-469/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 12/EO/PPS of 2023-24(2 nd Call) (Sl. No.-01 to 05)
- No. of Work:- 05 (Five) nos.
- Last Date of Application:- 05.02.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 07.02.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 08.02.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 08.02.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

Panchghara Gram Panchayat
Jaykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/040/2024, DT: 29/01/2024, Sl No: 1 to 6, NIT NO: PGP/041/2024, DT: 29/01/2024, Sl No: 1 to 2 and NIT NO: PGP/042/2024, DT: 29/01/2024, Sl No: 1 to 2 Bid submission start date (Online) 29/01 2024 at 6.00 pm and last date for online Bid submission up to 08/02/2024 2.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT.

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (''কোড'') ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন) এর রেগুলেশন ৩৩(১) এর সাথে পড়া প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ (''লিকুইডেশন রেগুলেশন'')। নোটিশ এতদ্বারা জনসাধারণের জন্য দেওয়া হল সাধারণভাবে বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি ''AS IS-এ বিক্রি করা হবে বেসিস কোথায়'' এবং ''বেসিস যেমন আছে'' এবং ''যা আছে ভিত্তি'' এবং ''কোন উপায় নেই'' লিকুইডেশনের অধীনে নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে। দ্য রিজার্ভ মূল্য এবং ইমেস্ট মানি ডিপোজিটের বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে নিজ নিজ সম্পত্তি। প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে ওয়েব পোর্টাল www.airauctioneer.com এ। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা।

সম্পদের সময়সূচী

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
১।	একটি অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় তলায় অফিস স্পেস মূল্যের পরিমাণ ''মীরা মহল'' এখানে অবস্থিত ঃ প্রাঙ্গণ নং ৩ ক, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট (রিপন নামেও পরিচিত রাস্তা) হোল্ডিং নং- ১০০ কলকাতা পুলিশের কাছে পেট্রোল পাম্প (বাটা মোর) পি.ও. এবং পি.এস- পার্কস্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬৩	৩৮.০	৩.৮০	০.৭৬
২।	আর্থিক সম্পদ (দেনাদার, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ) থেকে আয় ছাড়া পরিহার লেনদেনের আবেদনের ফলাফল	৮৮.৫	৮.৮৫	১.৭৭

বিড আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৪, ১৭.৩০ ঘন্টা।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৪.০২.২০২৪, ১৭.৩০ ঘন্টা। বিডিংয়ের শেষ তারিখঃ ২৬.০২.২০২৪,১৪.৩০ ঘন্টা
বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী ঃ
১. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্য, তবে লিকুইডেটর কোনো ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে পারবে না, এই ঘোষণায় ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়া।
২. দরদাতাদের দায়িত্ব হবে পরিদর্শন করা এবং সম্পদ সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা এবং বিড জমা দেওয়ার আগে স্পেসিফিকেশন। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শন হবে প্রকাশের তারিখ থেকে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটগুলিতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নথি ইএমডি। লিকুইডেটরের কোন চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতার জন্য দায়ী থাকবে না ই-নিলাম করা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে অন্য কোনো পাওনা। ইচ্ছুক দরদাতাকে বোঝানোর বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির উপর।
৩. আগ্রহী দরদাতারা ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ''**বার্কলির পক্ষে ইএমডি জমা দেবেন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**'' অথবা উপরে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে উল্লিখিত টেবিল, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে - বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, **অ্যাকাউন্ট নম্বর. ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, IFSC code PUNB0318300**। খসড়াটি সমবায়ের হওয়া উচিত নয়- ব্যাংক
৪. দরদাতাদের "www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale- notice-insolvency.html"- দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য তাদের বিড জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়া।

তারিখঃ ৩০.০১.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা
জয় নারায়ণ গুপ্ত
লিকুইডেটর, মেসার্স বার্কলির এন্টারপ্রাইস লিমিটেড
IBBI Reg No: IBBI/IPA0001/ IP-P00371/ 2017-2018/10628

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, ip.belcirp@gmail.com
নিবন্ধিত ঠিকানা ঃ ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তলা, ২৫ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, cajainarayangupta@gmailcom

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E. (Swerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work :-
NIT NO. : KMC/S_D/DLPS/EE1/7/2023-24 (1st Call)
Name of work : **Repairing with rewinding including replacement of mechanical seals, bearings & other damaged spears of pump unit no.3 at EE1 Minor drainage pumping station.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **2% of Quoted Rate.** Period of Completion : **14 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.02.2024 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **03.02.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The DG (Sewerage & Draiange), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/S-D/DLPS/E/20/23-24 (1st Call)
Name of work : **Rewinding & heat varnishing of burnt out stator of submersible stand by pump unit no.4 (8.33 cusec/45KW/415V) with others allied electrical works in panel unit at Topsia point A D.P. station.** Estimated Amount : **Quoted Amount.** Earnest Money : **11,000.00.** Period of Completion : **10 days.**
2. NIT NO. : KMC/S_D/NONADANGA/E/13/23-24 (1st Call)
Name of work : **Rewinding of stator inlcuding replacement of control cable, broken bearings & mechanical seals of submersible motor of pump unit no.1 (475 LPS/160KW/415 Volt) at Nonadanga drainage pumping station.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Period of Completion : **21 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.02.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 15.02.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2)** The Bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 30.01.2024 at 5 p.m.(for Sl.No.2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2).**

The D.G.(M)/Roads, KMC invites tender online quotation in two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-27/2023-24
Name of work : **Repairing & replacement work of tipper truck & payloader under Asphaltum Goragacha.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **7,500.00.** Period of Completion : **10 days.**
2. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-25/2023-24
Name of work : **Procurement and fitting fixing of two nos gear box for hotmix Plant of Asphaltum Goragacha.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **10,000.00.** Period of Completion : **07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.02.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 1) and 10.02.2024 at 12 noon (for Sl.No.2).** Bid opening date for Technical Proposal : **12.02.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1) and 12.02.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available from **01.02.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Dy.C.E.(SWM-I), KMC invites tender percentage rate two bid systems for following work :-
NIT NO. : SWM-I/SK/BOHD/140/23-24
Name of work : **Miscellanies civil works for the existing BOHD shed near 4 no. bandh (Akra Road), Booster pumping station in Ward No.140, Borough-XV, under SWM-I Department.** Estimated Amount : **Rs.2,11,189.00** (Including GST, Cess & Contingency). Earnest Money : **4,300.00.** Time of Completion : **25 days.** Price of Tender : **NIL.** Bid submission start (online) date : **03.02.2024 at 2 p.m.** Bid submission closing (online) date : **12.02.2024 at 2 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date : **15.02.2024 at 2 p.m.** The tender documents will be available on and from **30.01.2024 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

1349 / 23-24

ভিক্ষুক মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে, উদ্যোগ মোদী সরকারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তরে অযোধ্যা থেকে পূর্বে গুয়াহাটি, পশ্চিমে ত্রিম্বকেশ্বর থেকে দক্ষিণে তিরুবনন্তপুরম পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষত মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি সার্ভে ও পুনর্বাসনের জন্য ৩০টি শহরকে কেন্দ্রের তরফে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩০টি শহরের যে যে জায়গাগুলি ভিক্ষুকদের প্রাধ্যান্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে হটস্পটহিসেবে চিহ্নিত করা হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে সেই জায়গাগুলিকে ভিক্ষুক মুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য জেলা ও পৌর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক। আগামী দুই বছরের মধ্যে ৩০টি শহর ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জানিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা। বিভিন্ন ধর্মীয়, ঐতিহাসিক শৌধ, পর্যটন

ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ভিক্ষুক চোখে পড়ে। ৩০টি শহরের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যাঁরা ভিক্ষা করেন তাঁদের সাপোর্ট ফর মার্জিনালাইজড ইন্ডিভিজুয়ালস ফর লাইভলিহুড অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ (জীবিকা ও উদ্যোগের জন্য প্রান্তিক মানুষদের সহায়তা) নামে একটি উপস্কিমের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি মুক্ত ভারত(ভিক্ষুক মুক্ত ভারত) লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অভিন্ন সমীক্ষা ও পুনর্বসান নির্দেশিকা অনুসারে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে, মন্ত্রক রিয়েল টাইম আপডেটের জন্য ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি একটি জাতীয় পোর্টাল ও একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করবে। এই পোর্টাল ও অ্যাপের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের চিহ্নিত করা হবে। ৩০টি শহরের মধ্যে ২৫টি থেকে একটি অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হয়েছে। কাংড়া, কটক, উদয়পুর ও কুশিনগর থেকে সম্মতি পাওয়া বাকি। সাঁচির কর্তৃপক্ষ মন্ত্রককে জানিয়েছে যে এই অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি নেই। তাই এটিকে একটি আলাদা শহর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই কোঝিকোড়, বিজয়ওয়াড়া, মাদুরাই ও মাইসুরুতে শেষ হয়েছে সমীক্ষা। কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী জেলা ও পৌর কর্তৃপক্ষগুলির তহবিল প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ভিক্ষুক মুক্ত অঞ্চল গড়তে কত টাকা খরচ হবে তার হিসাব নিকাশও উল্লেখ করা হয়েছে। ভিক্ষুক মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সমীক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, পুনর্বাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর, পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ধিত সংখ্যার দরিদ্র মানুষ যত্রতত্র ভিক্ষার জন্য যখন-তখন যেভাবে হাত পাতেন, তা একটি দেশ ও জাতির জন্য মোটেও সম্মানজনক নয়। দেশে দেশেরই হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়-ফুটপাতে ভিক্ষার জন্য কেন হাত পেতে থাকেন, সে বিষয়টিও ভেবে দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় দেশে যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, সে বিষয়টিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। উন্নয়নের সুফল যে এসব হতদরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায়নি, হাজার হাজার মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি সেটাই প্রমাণ করে। সেই কারণেই ভিক্ষুকমুক্ত করার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই চারদিকে হইচই, তিয়াসা নাকি অন্তঃসত্ত্বা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ স্টার জলসার 'বাংলা মিডিয়াম' ধারাবাহিকে অভিনেত্রী তিয়াসা রায়কে শেষ দেখা গিয়েছিল। সেই সিরিয়াল শেষ হয়েছে বেশ কয়েক মাস হল। কিছু দিনের বিরতি নিচ্ছেন তিয়াসা। তবে টেলিভিশনের পর্দায় না থাকলেও চর্চায় তিনি ছিলেনই। অভিনেতা সোহেলের সঙ্গে তিয়াসার প্রেমের সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল। তবে কিছু দিন আগে নাকি বিচ্ছেদও হয়েছে দু'জনের। তবে দু'জনের কেউই অবশ্য সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেননি। তিয়াসা আর সোহেলের বিচ্ছেদ চর্চার মাঝেই নতুন করে খবরের শিরোনামে তিয়াসা। চারদিকে জোর গুঞ্জন, অভিনেত্রী নাকি অন্তঃসত্ত্বা! অভিনেতা সুবান রায়ের সঙ্গে তিয়াসার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে বহু দিন হল। কিছু দিন আগেই 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এ এসে তিয়াসা জানিয়েছিলেন, আগামী বছর বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু কার গলায় মালা দেবেন অভিনেত্রী, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু বলেননি তিনি। ঠিক তার আগেই এমন নায়িকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনে স্বাভাবিক ভাবেই ঘি পড়েছে আগুনে। কিন্তু সত্যিই কি তিয়াসা মা হতে চলেছেন? বিষয়টি একেবারেই তা নয়। দিন কয়েক দিন আগেই নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিয়াসা একটি রিল ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। সেখানে একটি হলুদ আনারকলি পরেছিলেন তিয়াসা। সেই ভিডিয়োয় পোশাকের আড়ালে যা স্ফীতোদর বলে মনে হয়েছে অনেকের, তা আসলে বাড়তি মেদ। তিয়াসা এমনিতে ভীষণ ফিটনেস ফ্রিক। শরীরচর্চার ছবি, ভিডিয়ো মাঝেমাঝে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন তিয়াসা। অনেক দিন হল অবশ্য শরীরচর্চার কোনও ছবি তিনি দেননি। শুধু পর্দা থেকে নয়, হয়তো জিম থেকে ছুটি নিয়েছেন কিছু দিন। 'দাদাগিরি'তে এসে তিয়াসা জানিয়েছিলেন, তিনি প্রচণ্ড খেতে ভালবাসেন। ইদানীং নাকি কোনও ডায়েটও করছেন না। যা ইচ্ছে করছে, খেয়ে নিচ্ছেন। অভিনেত্রীর পেটে হালকা মেদ জমার নেপথ্যে হয়তো সেই কারণগুলিই রয়েছে।

ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও চুরি কার্যে জড়িত ১৬ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার

মালিগাঁও, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২২ থেকে ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক তল্লাশি ও অভিযান চালিয়ে রেলওয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টার সাথে যুক্ত ১৬ জন ব্যক্তিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। চলমান ট্রেনে দুষ্কৃতীদের অস্বাভাবিক পাথর নিক্ষেপের ঘটনার পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার সাথে জড়িত সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে আরপিএফ এই অভিযান চালিয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশনে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এমন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিমাপুরের আরপিএফ ডিফু থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, ব্যক্তিটি ট্রেন নং. ১৫৮১৭ ডাউন (দোনি পোলো এক্সপ্রেস)-এ পাথর নিক্ষেপ করেছিল। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখেও পৃথক দুটি পাথর নিক্ষেপের ঘটনা সংঘটিত হয়। শিলিগুড়ি ও ডিমাপুর পোস্টের আরপিএফ আরও ছয় জন দুষ্কৃতিকারীকে (দুজনকে শুকনা-শিলিগুড়ি সেকশন থেকে এবং চারজনকে ডিমাপুর স্টেশনের পাশ থেকে) গ্রেপ্তার করে। এই দুষ্কৃতীরা যথাক্রমে ট্রেন নং. ৫২৫৪১ ডাউন (নিউ জলপাইগুড়ি-কার্শিয়াং-দার্জিলিং প্যাসেঞ্জার)-এ এবং ট্রেন নং. ১২০৬৮ ডাউন (জন শতাব্দী এক্সপ্রেস)-এ পাথর নিক্ষেপ করেছিল। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের মধ্যে পৃথক পৃথক ডিভিশন ও সেকশনেও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ট্রেনের যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার সাথে যুক্ত নয় জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছ থেকে আনুমানিক ১.৭৯ লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে। এই অভিযানের সময় বিভিন্ন আউটপোস্টের আরপিএফ টিম আটটি মোবাইল ফোন এবং একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট জিআরপি পোস্টের আধিকারিকের হাতে ধৃত ব্যক্তিদের তুলে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ পাথর নিক্ষেপ করা থেকে শুরু করে যাত্রীদের কাছ থেকে সামগ্রী ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়ার মতো বিভিন্ন অসামাজিক কাজ বন্ধ করার জন্য রেলযাত্রীদের রেল যাত্রার সময় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।রেলওয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং রেলওয়ের সম্পত্তি ক্ষতি করার মতো যে কোনও কাজ দণ্ডনীয় অপরাধ, যার ফলে জরিমানা অথবা কারাদণ্ড অথবা দুটোই হতে পারে। জনগণের সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের ঘটনা প্রতিহত করতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণ এবং যাত্রীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অসুস্থ কবীর সুমন, ভর্তি করানো হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বুকে সংক্রমণ নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কবীর সুমন। অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা শিল্পীকে। সূত্রের খবর, সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ সঙ্গীতশিল্পীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন সুমন। সোমবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বুকে সংক্রমণের সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রেও সমস্যা রয়েছে শিল্পীর। তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। মেডিসিন এবং হৃদ্‌রোগ (কার্ডিয়োলজি) বিভাগের চিকিৎসকেরা শিল্পীর চিকিৎসা করছেন।শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন গায়ক, গীতিকার এবং সুরকার। যে শারীরিক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের। ইতিমধ্যে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা শিল্পীর চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। সেগুলোর রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকেরা। সুমনের শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে চিকিৎসকদের দলে আরও কোনও বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করা যায় কি না, সেটাও দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর,

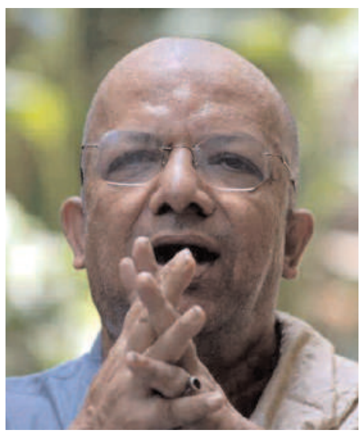

ভেন্টিলেশনে রাখার প্রয়োজন হতে পারে শিল্পীকে। তাই আগেভাগে সেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপাতত সুমনকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে।পঁচাত্তরের 'তরুণ' কবীর সুমন এখনও সঙ্গীতের নদীতে বহমান সুর-স্রোতের মতো। বর্তমানে বাংলা খেয়াল নিয়ে কাজ করছেন তিনি। সঙ্গীতশিল্পী সুমন একটা সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও এসেছিলেন। তৃণমূলের হয়ে যাদবপুর থেকে লোকসভার সাংসদ হন তিনি। যদিও পরবর্তী কালে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কিছুটা বেড়েছিল। পরে তা মিটেও যায়। পরে আর কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হননি তিনি। এখন নিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমর্থক' বলে থাকেন সুমন। এর আগে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সুরে বার বার সরব হন সুমন। বয়সজনিত কারণে ইদানীং মাঝেমধ্যেই তাঁর শারীরিক সমস্যা দেখা যাচ্ছিল বলে জানাচ্ছেন শিল্পীর কয়েক জন ঘনিষ্ঠ। এ বার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল শিল্পীকে।

খুব শীঘ্রই স্লিপার কোচ বন্দে ভারতে, চলবে হাওড়া-দিল্লি রুটেও

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই শুরু হবে স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রেল বোর্ড সূত্রে খবর, স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ তৈরির কাজ শেষ। কোচের ভিতরের সাজসজ্জা শুরু হবে এবার। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সম্পূর্ণ হবে সব কাজ। হাওড়া-দিল্লির মধ্যেও এই ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। জানা গিয়েছে, চেন্নাইয়ের আইসিএফে কোচ তৈরির কাজ চলছে। লম্বা দূরত্বে চলবে এই স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। প্রাথমিকভাবে সব ট্রেনের অভিমুখ হবে দিল্লির দিকে। রাজধানী ও প্রিমিয়াম ট্রেন থেকে সামান্য কিছু পরিবর্তন হবে এই ট্রেনে।

প্রতি কোচে চারটির পরিবর্তে তিনটি শৌচালয় থাকবে। থাকবে মিনি পেন্ট্রি কার। চেয়ার ঘুরবে ১৮০ ডিগ্রি। এছাড়াও এই ট্রেনের মধ্যে থাকছে জিপিএসযুক্ত ইনফরমেশন সিস্টেম। সিসিটিভি ক্যামেরা, ভ্যাকুয়াম টয়লেট, পাওয়ার ব্রেক। হালকা এই ট্রেন মাত্র ৫২ সেকেন্ডে ১০০ কিলোমিটার গতি তুলতে পারবে। রাশিয়া ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কিনেট রেলওয়ে সলিউশনসের সঙ্গে ভারতীয় রেলের চুক্তি হয়েছে স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত তৈরি করার জন্য। মোট ১২০টি বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস ট্রেন তৈরি করবে এই সংস্থা। ৩৫ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নেবে এই সংস্থা।

নিকাহ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত জানালো সৌদি সরকারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রতি বছরই হাজার-হাজার মানুষ মক্কা ও মদিনায় হজ করতে যান। এবার পবিত্র এই দুই স্থানের মসজিদে বিয়ে করার অনুমতি দিল সৌদি সরকার। সম্প্রতি সৌদি

আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রকের তরফে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মক্কা ও মদিনা ইসলামদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র হলেও এতদিন এই দুই স্থানের মসজিদে বিয়ের অনুমতি ছিল না। তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতেই এবার মক্কা ও মদিনায় নিকাহ অথবা বিয়ে করার অনুমতি দিল সৌদি সরকার। সৌদি সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এটা সঙ্গীদের পবিত্র স্থানে নিয়ে আসার একটি বড় সুযোগ।সৌদির বিয়ে পরিচালনার এক কর্মকর্তা মুসাদ আল-জাবরি জানান, নবী মহম্মদ মসজিদে একজনের বিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া মসজিদে স্থানীয়দের বিয়ে হওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই পবিত্র স্থানে বিয়ে করতে চান। তাঁদের মতে, মসজিদে বিয়ে হলে আল্লাহর আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

তবে মক্কার কাবা ও মদিনার নববী মসজিদে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হলেও কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন, কোনরকম খাবার আনা যাবে না। শব্দদূষণের পরিবেশ যেন না হয়। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মক্কা ও মদিনায় তীর্থ করতে যান। এবার এই দুই পবিত্র স্থানের মসজিদে নিকাহ বা বিয়ের অনুমতি দেওয়ায় তীর্থযাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি মার্কিন সীমান্তে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা করে সোশ্যাল একটি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। তাতে তিনি লিখেছেন, তিন বছর আগেও সীমান্তে নিরাপত্তা শক্তিশালী ছিল। নিরাপদ ছিল স্থানটি। কিন্তু এখন সীমান্ত ততটা নিরাপদ নয় বলে পোস্টে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে যে কোনও সময়ে জঙ্গি হামলার মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, সীমান্ত দিয়ে অবাধে দেশের ভিতর প্রবেশ করেছে জঙ্গিরা। তবে, কোন সংগঠনের জঙ্গিরা প্রবেশ করছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি ট্রাম্প। উল্লেখ্য, শরণার্থী সমস্যা মেটাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মেক্সিকোর সাথে একটি চুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রয়োজনে মেক্সিকো সীমান্ত বন্ধের দিয়েছেন ইঙ্গিত। এই চুক্তি নিয়েও নিজের ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ায় উগরে দিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই চুক্তি আমেরিকা ও মেক্সিকোর মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সীমান্ত বলে মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, মেক্সিকো থেকে বহু শরণার্থী গত

কয়েক বছরে আমেরিকায় প্রবেশ করেছেন। আর তার প্রভাব পড়েছে মার্কিন অর্থনীতিতে। শরণার্থী সমস্যা সমাধানে বাইডেন প্রশাসন ব্যর্থ বলে একাধিকবার দাবি করেছিলেন ট্রাম্প।আগামী নভেম্বর মাসে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নতুন করে কোনও অঘটন না ঘটলে, ফের বাইডেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেখা যেতে পারে প্রাক্তন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট-কে। মেক্সিকো শরণার্থী সমস্যা নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প ইস্যু করতে চলেছেন বলে ইঙ্গিত। বাইডের উপর চাপ তৈরি করতেই চুক্তির বিরোধিতা বলে মনে করছেন মার্কিন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউ হ্যাম্পেশায়ারে রিপাবলিকান প্রার্থী যাচাইয়ের ভোটে জয়লাভ করেছেন তিনি। ৫২.৩ শতাংশ রিপাবলিকান ভোট পেয়েছেন। অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি পেয়েছেন ৪৬.৬ শতাংশ ভোট।কিন্তু তার মধ্যে আইনি জটিলতা বেড়েই চলেছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের। ধর্ষণের অভিযোগে ৮৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জরিমানা হয়েছে ট্রাম্পের।

নাম পরিবর্তন

আমি, Prithwijit Sett (পুরাতন নাম) পিতা Prabir Sett, ঠিকানা- 18, Ananda Lane, Shyambazar Mail, Kolkata- 700004, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Prithwijeet Seth (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Prithwijeet Seth (নতুন নাম) এবং Prithwijit Sett (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammed Rabiul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Mucha Haque Mondal, ঠিকানা- Vill- Chhoto Jirakpur, P.O.- Basirhat R.S, P.S.- Basirhat, Dist-North 24 Pgs, Pin-743412, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabiul Islam Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabiul Islam Mondal (নতুন নাম) এবং Mohammed Rabiul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Suchi Seth (পুরাতন নাম) স্বামী Saurabh Seth, ঠিকানা-2018 Iswar Ganguly Street, P.O. P.S.- Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suchi Poddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suchi Poddar (নতুন নাম) এবং Suchi Seth (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Subash Saha, ঠিকানা-২২২২২৩, Acharya Prafulla Chandra Road, P.O.- Shyambazar, Kolkata- 700004, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phulleswari Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phulleswari Saha (নতুন নাম) এবং Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SANJEEV BEHANI, S/O LATE RAJ KUMAR BEHANI, R/O PS MAGNUM, BLOCK -5, FLAT 8C, KAIKHALI, PO AIRPORT, PS BAGUIATI, KOLKATA - 700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJEEV KUMAR BEHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT SANJEEV BEHANI AND SANJEEV KUMAR BEHANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LATA DEVI BEHANI, W/O SANJEEV KUMAR BEHANI, R/O PS MAGNUM, BLOCK -5, FLAT 8C, KAIKHALI, PO AIRPORT, PS BAGUIATI, KOLKATA -700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATA BEHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT LATA DEVI BEHANI AND LATA BEHANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT LATA DEVI BEHANI AND LATA BEHANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GOKUL SAHA, S/O GOPAL CHANDRA SAHA, R/O KAMARTHUBA, NABAPALLY, PS HABRA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743263, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOKUL CHANDRA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT GOKUL CHANDRA SAHA AND GOKUL SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHHOTELAL RAJBHAR, C/O LATE GANGA BISUN RAJBHAR, R/O CD - 58/4, VISHWAKARMA NAGAR, DURGAPUR,PASCHIM BARDHAMAN,PIN-713210, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHOTELAL RAJBHAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT CHHOTELAL RAJBHAR AND CHOTELAL RAJBHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MONIRUL MONDAL, S/O HAMID MONDAL, R/O TAIYEBPUR, PO RAIGRAM, PS MANTESWAR, PURBA BARDHAMAN, PIN-713422, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIRUL MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT MANIRUL MANDAL AND MONIRUL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOMA MONDAL BHUNIYA, W/O KALYAN KUMAR BHUNIYA, R/O BASANTAPUR ROAD, PO ARAMBAGH, PS ARAMBAGH, DIST HOOGHLY, PIN-712601, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMA BHUNIYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT SOMA MONDAL BHUNIYA AND SOMA BHUNIYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GOUTAM MONDAL, S/O KALI DAS MONDAL, R/O VILL KALUPUR BABUPARA, PO KALUPUR, PS BONGAON, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAUTAM KUMAR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT GOUTAM MONDAL AND GAUTAM KUMAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KISHOR BOULDAS, S/O SACHIN DAS, R/O BASNA, PO BASNA, HOOGHLY -712501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KISHOR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT KISHOR BOULDAS AND KISHOR DAS, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MARY KALYANI DAS, LATE SUSHIL KUMAR DAS, RESIDING AT 10 SERANG LANE, PO-ENTALLY, KOLKATA-700014,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALYANI DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 17/11/2016.THAT MARY KALYANI DAS AND KALYANI DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBJYOTI DUTTA, S/O JAYANTA DUTTA, R/O 53, RISHI ARABINDA ROAD, PO RABINDRA NAGAR, PS DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700065, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBOJYOTI DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT DEBJYOTI DUTTA AND DEBOJYOTI DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHHABI MONDAL & CHHABI BISWAS MONDAL,WIFE OF MIHIR BISWAS, RESIDING AT 59 1NO PARKSTREET, RANAGHAT,NADIA-741201,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHABI BISWAS MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024.THAT CHHABI MONDAL & CHHABI BISWAS MONDAL ALSO CHHABI BISWAS MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MOUMITA MONDAL GHOSH & MOUMITA GHOSH, D/O AMAL MONDAL, W/O SANTANU GHOSH, R/O VILL - BALIA,PO BALIA, PS CHAKDAHA, DIST-NADIA, PIN-741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024, THAT MOUMITA MONDAL GHOSH & MOUMITA GHOSH AND MOUMITA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I POLINA BAAG,WIFE OF PRADYUT ROY, RESIDING AT A/122 H.B. TOWN CENTRAL ROAD,PS-KHARDAHA, NORTH24PARGANAS-700110,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALINA ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024.THAT POLINA BAAG AND PALINA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Previously Called SANDEEP KUMAR GUPTA (old name) s/o,Chhedi Shaw(Previously Called) Chhedi Sah R/o,20/17, S.N.Roy Road, P.S.BEHALA, Kolkata - 700038. Have Changed My Name as SANDEEP KUMAR SHAW(new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore SANDEEP KUMAR GUPTA and SANDEEP KUMAR SHAW are same identical persons.and CHHEDI SAH and CHHEDI SHAW are same identical persons.

Name Change

I, Subhasish Bhattacharya (old name) S/O Late Sukumar Bhattacharjee, Residing at Ichapur, Sarat Nagar, P.O.- Ichapur Nawabganj, P.S.- Noapara, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743144, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Subhashis Bhattacharjee (new name) vide an affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore (North 24 Pgs) on 24/01/2024. Subhashis Bhattacharjee (new name) and Subhasish Bhattacharya (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Previously Called MOHAMMED MOQUEEM (old name) Late Abdur Rahman R/o, 92/A, Madan Mohan Burman Street, P.S.Jorasanko, Kolkata -700007.Have Changed My Name as MD.MOQUIM (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore MOHAMMED MOQUEEM and MD.MOQUIM are same identical persons.

Name Change

I AHMED ALI,SON OF LATE ASED ALI, RESIDING AT BISHNUPUR TOWER PARA,PO-BISHNUPUR,PS-MARGRAM,BIRBHUM - 731244,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHAMMAD ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT AHMED ALI AND AHAMMAD ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Previously Called AKHTAR ALI (old name) s/o, Abdul Wahid R/o, 10/2H/23, Kabitirtha Sarani, P.S.Watgunge, Kolkata - 700023.Have Changed My Name as AKTAR ALI (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore AKHTAR ALI and AKTAR ALI are same identical persons.

Name Change

I SHYAMAL MITRA, S/O SAKTI PADA MITRA, R/O 91/F/1, KNC ROAD, SREEKANAN BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR MITRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SHYAMAL MITRA AND SHYAMAL KUMAR MITRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Shrabana Mukherjee W/oShiladityaSengupta&D/o Jayanta MukherjeeR/o 38C, Bediadanga Masjid Bari Bye Lane, Tiljala, Kolkata-700039, W.B shall henceforth be known as ShrabanaSengupta. I declare that ShrabanaSengupta and Shrabana Mukherjeeis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before Notary Public, Kolkata on 29-01-2024.

Name Change

I,AKBAR GAZI,SON OF ABDAR GAZI, RESIDING AT UTTAR BANKRA MADHYA MUSALMAN PARA,PO-BANKRA, NORTH24PARGANAS - 743435,WEST SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASAN GAZI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2024.THAT AKBAR GAZI AND HASAN GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mahababul Haque S/o Abul Fazal R/o 63, Karaya Road, P.O. – Circus Avenue, P.S.- Karaya, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Mahabubal Haque. I declare thatMahabubal Haqueand Mahababul Haqueis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-01-2024.

Name Change

I,SURAJ JAISWAL,SON OF BHAGWATI PRASAD JAISWAL, RESIDING AT 9,LAKE AVENUE,3RD FLOOR,PO-KALIGHAT, PS-TOLLYGUNGE, KOLKATA-700026,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJ PRAKASH JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY AT KOLKATA ON 29/01/2024.THAT SURAJ JAISWAL AND SURAJ PRAKASH JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mahabuba Haque S/o Abul Fazal R/o 63, Karaya Road, P.O. – Circus Avenue, P.S.- Karaya, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Mahabubal Haque. I declare thatMahabubal Haqueand Mahabuba Haque is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-01-2024.

আগামী লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়খন্ড নয় বাংলায় ভোট দিতে চায় গঙ্গাপাড়ের ভাঙ্গন আক্রান্ত ২ লক্ষাধিক ভোটার!

তনয় কুমার মিশ্র, কালিয়াচক, ২৯ জানুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটে ঝাড়খন্ড নয় বাংলায় ভোট দিতে চাই গঙ্গা পাড়ের চরের ভাঙ্গন আক্রান্ত মানুষেরা। চরের ২

লক্ষাধিক ভোটার ঝাড়খন্ডে নয় এপার বাংলার বাসিন্দা হওয়ার দাবি জানিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। তৈরি হয়েছে নতুন কমিটি। চরবাসীদের অভিযোগ একমাত্র হামিদপুরের খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারা ভোট দিতে পেলেও গঙ্গার মাঝে গজিয়ে ওঠা একাধিক চরের বাসিন্দারা এ রাজ্যে কেন ভোট দিতে পারবে না ? চরের বাসিন্দারা বাংলার বাসিন্দা না হতে পেরে ঝাড়খণ্ডের ভোটার লিস্টের নাম তুলেছে। যদিও ঝাড়খন্ড সরকার চরে কোন পরিষেবা দেয় না। ১৯৯৮ থেকে ২০05 সাল প্রর্যন্ত গঙ্গার ভাঙনে গোটা কে বি ঝাউবানা অঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়া সেই অঞ্চল গুলি কয়েক বছরের মধ্যেই চর রূপে জেগে ওঠে। চরে যে মৌজা গুলি জেগে ওঠেছে সেগুলি হলো পিয়ারপুর, শ্রীপুর, বানুটোলা পলাশগাছি, শ্রীঘর, পরানপূর, নিত্যানন্দপুর, জীতনগর, মঙ্গতপূর, রতনলাল পূর, হামিদপুর,ইসলাম পূর, কাচিয়দুপূর, হাকিমাবাদ, আমানত, কেবি ঝাউবানা, জলবায়ু, খাসমাহাল, দোড়িদিয়ারা, নারায়ণপূর, দিলালপুর পঞ্চানন্দপুর চর সহ মোট ২১ টি চর। চরগূলিতে ২ লক্ষাধিক মানুষের বাস। একমাত্র ব্যতিক্রম এ খাটিয়াখানা চর। খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারা ২০১০ সালে আন্দোলন নেমে এই রাজ্যের ভোটাধিকার পায়। পার্শ্ববর্তী গোলঢাব চরের বাসিন্দা রমজান সেখ জানান খাটিয়াখানা চরের মতো আমরা চাই বাংলায় অন্তর্ভুক্তির। ঝাড়খণ্ডে ভোটার তালিকায় নাম উঠালেও আমরা এখানে নেই রাজ্যের বাসিনদা হয়ে আছি। বিষয়টি নিয়ে গঙ্গা ভাঙন আন্দোলনের নেতা তরিকুল ইসলাম জানান হামিদপুর চরের মানুষ লড়াই করে তাদের ভোটাধিকার পেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে ক্ষেত্রে অন্য চরের বাসিন্দারা কেন এপার বাংলার ভোটার হতে পারবে না? বিষয়টি নিয়ে আমরা জোরতর আন্দোলনে যাব। জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া জানান,গঙ্গার চরে মৌজা চিহ্নিতকরণ করে আমরা গঙ্গার মাঝে বিভিন্ন চর গুলিতে সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চরে খুব শীঘ্রই সার্ভে ও জমি জরিপ করে সীমানা নির্ধারণ করা হবে।'

বিশ্বমানের হয়ে উঠবে নবদ্বীপধাম স্টেশন

কলকাতা , জানুয়ারী ২৯, ২০২৪ সূারা ভারতের প্রচুর মানুষ নবদ্বীপ ধামে তীর্থ করতে আসেন। ভারতীয় রেল এইসব তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাচ্ছে অমৃত ভারত স্কীমের আওতায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উন্নতমানের পরিষেবা, উন্নতমানের প্ল্যাটফর্ম শেড, বসার জায়গা ও ঢোকা বেরোনোর রাস্তা।অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য রেলমন্ত্রক নবদ্বীপ ধাম রেলওযে. স্টেশনের জন্য ২১.৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এই স্টেশনে মোট ১৪১০ বর্গমিটার এর মোট প্লট এলাকা রুপান্তরিত হচ্ছে, যার মধ্যে পিএফ পৃষ্ঠের উন্নতি, নতুন সুইচ রুম, এইচডিপিই পাইপ বিছানোর কাজ এবং ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের তার বিছানোর কাজ এবং পোল মাফিং সহ ফাউন্ডেশনের কাজ, পিএফ সঞ্চালন এলাকায .৯০চ গ্নক্কণ্ড আউটডোর লাইটের ফিটমেঃ ট, যাতায়াতের পথ আলোকিত করার কাজ, পিএফ শেড নির্মাণ এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা স্থাপন সম্ভব হবে। স্টেশনটি হয়ে উঠবে বিশ্বমানের যাতে আগামীদিনে নবদ্বীপকে অবলম্বন করে আর্থসামাজিক উন্নতি, মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে নবদ্বীপ ধাম গণ্য হয়। আজকের নবদ্বীপ এবং আগামীদিনের নবদ্বীপের আমূল পরিবর্তনের সম্ভবনা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে।

৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষিত আইন পাস করার কথা বলেছে কেন্দ্র সরকারঃ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

মালদা, ২৯ জানুয়ারিঃ সামনে লোকসভা নির্বাচন, তাই দায়সারা ভাবে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষিত আইন পাস করার কথা বলেছে কেন্দ্র সরকার। অথচ জনগণনা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তাড়াহুড়া করে এই আইন করা মানেই মহিলাদের বোকা বুঝিয়ে ভোট আদায় করা। মালদায় তৃণমূলের মহিলার সাংগঠনিক সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বলেছেন দলের রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সোমবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের মালদা টাউন হলে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সাংগঠনিক সভার আযজেন করা হয় । সেখানেই উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চদ্রিমা ভট্টাচার্য । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর , সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, কাউন্সিলর চৈতালি সরকার সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সাংগঠনিক ৩৫টি জেলার মধ্যে ৩০ তম সভা এদিন অনুষ্ঠিত হলো মালদায়। ৪৫ দিনের একটি কর্মসূচি তৈরি করেই দলের মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের নিয়ে সভা করা হচ্ছে। সেখানে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে , প্রথমটি হলো পাড়া বৈঠক। দ্বিতীযটি হলো সঙ্ঘবদ্ধ শপথ এবং তৃতীয়টি হলো চলো পাল্টাই মিছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনের মহিলা সংগঠনের ভিত আরো মজবুত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার মহিলা নেত্রী এবং কর্মীদের নিয়ে সভা করেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার কথা বলা হচ্ছে।মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ধর্মীয় মেরুকরণ করে রাজনীতি শুরু করেছিল। ১৯-এ পুলওয়ামা ঘটলো। আর ২৪-এ রাম মন্দির নিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। এভাবে মানুষকে বোকা বানানো যাবে না । গত দশ বছরে কেন্দ্রের মোদি সরকার কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর কি কি করতে পারে নি? তা আমরা তুলে ধরছি।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো গত রবিবারে ২৯.৭৮ বেশি যাত্রী বহন করেছিল

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে সপ্তাহের দিনগুলিতে পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে (গ্রিন লাইন) অতিরিক্ত পরিষেবা এবং রবিবার বিশেষ পরিষেবাগুলি পরিচালনা করছে যাতে তারা সহজেই কলকাতা বইমেলার মাঠে যেতে পারে। এই পদক্ষেপটি বইপ্রেমীদের মন জয় করেছে। চলমান ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় পৌঁছতে ইচ্ছুক দর্শকদের জন্য, কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন হল পরিবহণের সবচেয়ে চাওয়া মাধ্যম। ফলস্বরূপ 'বই মেলা' চলাকালীন পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোতে লোক সমাগম যথেষ্ট বেড়েছে। ২৮.০১.২০২৪ (রবিবার) এই করিডোরে যাত্রী সংখ্যা ২১.০১.২০২৪ (রবিবার) ২৭,৭৪১ জন যাত্রীর তুলনায় ৩৬,০০৩ ছিল। এটি যাত্রী সংখ্যায় ২৯.৭৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে ২৮.০১.২০২৪ তারিখে যাত্রীদের আয় ছিল টাকা ৫,৮৭,৫৩৫ - যা আগের রবিবারের (অর্থাৎ ২১.০১.২০২৪) যাত্রী আয়ের (৪,৪৮,৩৭৫ টাকা) থেকে ৩১.০৩ বেশি হয়েছে। অতিরিক্ত কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন সহ বইপ্রেমীদের প্রত্যাশিত ভিড় মেটাতে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে। বইপ্রেমীদের জন্য মসৃণ, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত পরিষেবা নিশ্চিত করতে মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা একযোগে কাজ করছেন। মেট্রো মেলার মাঠে এবং সেখান থেকে তাদের মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করায় বইমেলার দর্শকরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত এবং সেইসাথে যথাযথ কর্মীদের নিয়োগ মেলার দিনগুলিতে আমাদের যাত্রীদের আরও ভাল পরিষেবা দিতে সাহায্য করেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি কারণ আমরা প্রতিদিনের পাশাপাশি রবিবারে রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত পরিষেবা চালাচ্ছি, কৌসিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

আগ্নেযাস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতি গ্রেফতার

মালদা , ২৯ জানুয়ারিঃ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেযাস্ত্র সহ কুখ্যাত এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো ভূতনি থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে কাশিমটোলা এলাকায় অভিযান চালিয়েই ওই দুষ্কৃতীকে একটি ডেরা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুইটি পাইপ গান, দুই রাউন্ড কার্তুজ , একটি মাস্কেট এবং একটি হাঁসুয়া । সোমবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , ধৃতের নাম রাব্বুল শেখ। তার বাড়ি ভুতনি এলাকায়। তবে ওই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন লাইন প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে মৈত্রীমূলক সমাধান হবে

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ তারকেশ্বর- বিষ্ণুপুর নতুন লাইন প্রকল্প যার মোট দৈর্ঘ্য ৮২.৪৭ কিমি, একটি মূল প্রকল্প যা তারকেশ্বর এবং সংলগ্ন এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। তারকেশ্বর শিব মন্দিরের জন্য ভক্তদের একটি বিখ্যাত গন্তব্য হওয়ায় সারা ভারতে পর্যটকদের আকর্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, ২৪.৪ কোটি বিনিয়োগের সাথে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনঃউন্নয়নের জন্য তারকেশ্বর স্টেশনে দ্রুত সংস্কার কাজ চালিয়ে যাওয়া এই অঞ্চলে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য স্টেশনটিকে একটি বিশ্বমানের একটি উপযোগী করে তুলবে।কিন্তু উন্নযনের জন্য অপার সম্ভাবনা এবং রেলওয়ের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তারকেশ্বর এলাকা রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে ল্যান্ড লকের কারণে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছে কারণ তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর সংযোগ এখনও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বাধার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি। এই বিভাগে বর্তমানে তারকেশ্বর প্রান্ত থেকে গোঘাট পর্যন্ত এবং বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত ট্রেন চলছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজ প্রায় শেষ হলেও ভবাদিঘি এলাকায় ৯৫০ মিটার রেলপথ বিছানোর কাজ এখনও বাকি রয়েছে। ভবদিঘি এলাকার গ্রামবাসীরা সহযোগিতা করলেও প্রায় ০.৭৮ একর জমি এখনও রেলওয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি ট্র্যাক স্থাপনের কাজ শেষ করার জন্য। মাননীয় হাইকোর্ট ইতিমধ্যে এই এলাকায় জমি অধিগ্রহণের পক্ষে আদেশ জারি করেছে এবং কোনও আইনি বাধা নেই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রেলওয়ে এখনও মোট প্রয়োজনীয় এলাকা পায়নি। ভবদিঘী জলাশয়টির আয়তন ১৭.৪৮ একর যেখান থেকে এই এলাকায় রেললাইন স্থাপনের জন্য ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের মাত্র ৩.০৫ একর জমির প্রয়োজন। ২৬৮ জনের জমিতে অংশীদারিত্ব রয়েছে, রেলওয়ে ১৯১ জনের কাছ থেকে জমি পেয়েছে কিন্তু ৭৭ জনের জমি এখনও রেলওয়ের কাছে হস্তান্তরের জন্য বাকি রয়েছে। এ অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে রেলওয়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য পূর্ব রেলওয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এর জন্য, রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং আশা করা হচ্ছে যে শীঘ্রই বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান আসবে। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইন লিঙ্ক বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটি, কামারপুকুর এবং তারকেশ্বরের পর্যটন সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলিকে সারিতে পেরিয়ে একটি পর্যটন বিকাশের ইনপুট হবে এবং তারকেশ্বর থেকে আন্ত ঃরাজ্য এবং আন্ত ঃরাজ্য উভয় ট্রেনের চলাচলের সুবিধা হবে। নতুন রেল সংযোগের সূচনা এই অঞ্চলে পর্যটকদের জন্য বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করবে যা বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিকাশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে উপকৃত করবে আরও কর্মসংস্থান এবং আরও উপার্জন।

শিয়ালদহ ডিভিশনের সার্কুলার রেলওয়ে সেকশনে ঘেরাও বিরোধী অভিযান পরিচালিত

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শিয়ালদহ বিভাগ বাগবাজার, সোভাবাজার আহিরীটোলা এবং বিধাননগর রোড স্টেশন সহ সার্কুলার রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে অবৈধ দখলের সমস্যা মোকাবেলায় একটি ব্যাপক সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে।এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ কেবল যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি তৈরি করে না এবং ট্রেনের মসৃণ পরিচালনাকে বাধা দেয় না বরং স্টেশন এবং আশেপাশের এলাকার নান্দনিকতাকেও প্রভাবিত করে। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, শ্রী দীপক নিগম, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদহ এবং সমস্ত শাখা আধিকারিকদের লক্ষ্য হল দখলের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং এই সমস্যাটি কার্যকরভাবে মোকাবেলায় তাদের সমর্থন আদায় করা। নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে অবৈধ দখলের প্রয়োজন ছিল। সীমাবদ্ধতা কেবল যাত্রীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে না বরং আগুনের ঝুঁকিও তৈরি করে এবং জরুরী স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। শিয়ালদহ বিভাগ যাত্রী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দখলকারীদেরকে পূর্ব সতর্কতা জারি করেছিল, তাদের স্বেচ্ছায় জায়গা খালি করার আহ্বান জানিয়েছিল।সচেতনতা ড্রাইভটি

একটি নিয়মতান্ত্রিক এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল, রেলের ক্রিয়াকলাপে ন্যূনতম ব্যাঘাত নিশ্চিত করে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কর্মীরা শৃঙ্খলা বজায .রাখতে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী দীপক নিগম, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন, চত্বর এবং ট্র্যাকগুলিতে একটি পরিচ্ছন্ন এবং দখলমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে রেলওয়েকে সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছেন। ভারতীয় রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯ এর অধীনে রেলওয়ে প্রাঙ্গনে দখল করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শ্রী নিগম সমস্ত নাগরিককে রেলওয়ের জায়গা দখল করা থেকে বিরত থাকার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন, কারণ এটি কেবল বেআইনি নয় বরং তাদের নিজের জীবন এবং অন্যদের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এবং প্রকৌশল বিভাগকে অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাঠামো তৈরি করার নির্দেশ দেয় যা যাত্রীদের জন্য একটি সম্ভাব্য বিপদ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রেমের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, ২৯ জানুয়ারি ঃ সমাজের সর্বস্তরে বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেওযার লক্ষ্যে হাওড়া গ্রামীণ জেলায় ভিন্ন তিনটি ক্লাবের পক্ষ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বাগনান থানার ঘোড়াঘাটা ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী অমিত স্মৃতি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দেউলটি চক্রমালা রাহুল একাদশ বাগনান থানা ডিআইবি একাদশকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। খানজাদাপুর উদীযমান তরুণ সংঘ পাঠাগার দুই দিন ব্যাপী নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্বে আমতা অলষ্টার ফুটবল ক্লাব জঙ্গলমহল ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। এছাড়াও জয়পুর থানার লক্ষ্মীর গ্রাম খালনায় মিতালী সঙ্ঘ ও বারুইজীবি আদর্শ সমিতির মাঠে ষষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ আন্ত ঃ জেলা শুটিং বল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১৩ টি জেলা থেকে পুরুষদের টিম এবং ৭ টি জেলা থেকে মহিলাদের টিম অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে পুরুষ বিভাগে হাওড়া জেলা জয়ী হয় এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরাজিত হয়। মহিলা বিভাগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জয়ী হয় এবং হাওড়া জেলা পরাজিত হয়। এই খেলায় আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনটি খেলার আয়োজকরাই জানিয়েছেন, মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি ও হিংসা দূর করে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিতেই তাঁরা এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন।

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN :- L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত অফিস :- ৬২বি,ব্রউনফিল্ড রো, প্রথম তলা, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডি:- contactushindcon.com, ওয়েবসাইটঃ- www.hindcon.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং	বিশেষগুলি	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
		ত্রৈমাসিক বছর শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ সাল থেকে তারিখ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস শেষ গত বছর ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বছর শেষ চালু ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	কোয়ার্টার বছর শেষ ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ সাল থেকে তারিখ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস শেষ গত বছর ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বছর শেষচালু৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	৪,৮৪৪.৪৪	১,৩৮৯.৭২	৪,৮৪৪.৪৪	২,২৯৪.৪১	৮,২৭২.৩৫	১,৩৭৩.৩২	২,৬৯০.৮৮	৮,৬৭৭.৯৪
২।	স্বল্পকালের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অতি-সাধারণ আইটেম #)	১৬১.৬৩	৬১৯.৫২	১৮৭.৫৬	৫৮৮.৯৮	১৩৮.৮৫	৬০৫.৫১	১৯৫.২৯	৬০২.২৮
৩।	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবংঅথবা অতি-সাধারণ আইটেম এর পরে#)	১৬১.৬৩	৬১৯.৫২	১৮৭.৫৬	৫৮৮.৯৮	১৩৮.৮৫	৬০৫.৫১	১৯৫.২৯	৬০২.২৮
৪।	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং অথবা অসাধারন আইটেম পরে #)	১১৮.৭২	৪৫৮.৬০	১৩৫.৬৮	৪৩০.৯৬	১০০.৬৩	৪৪৩.০৫	১৪১.২৩	৪৩৫.৫৯
৫।	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় সময়ের জন্য লাভ (লোকসান) সমন্বিত (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) #)	১২৯.১৩	৪৮২.৯৬	১২৩.০৩	৩৭৯.৬৭	১৫৬.৯৬	৬১২.১৫	১৩৮.৩১	৩৭৭.৭৫
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭।	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	-	-	২,৯৯৫.১২	-	-	-	৩,৪৬৭.৬১	
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২- টাকা)(চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)								
	মৌলিক	০.২৩	০.৮৯	০.২৬	০.৮৪	০.২৬	১.১৫	০.৩৭	১.১৪
	মিশ্রিত	০.২৩	০.৮৯	০.২৬	০.৮৪	০.২৬	১.১৫	০.৩৭	১.১৪

- শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ প্রত্যেকটি থেকে ২ প্রতিটির ৫টি শেয়ারে বিভক্ত হলে ২ টাকা করা হয়েছে।
- উপরে উপস্থাপিত ইপিএস সমস্ত ত্রৈমাসিক বছরের জন্য গণনা পুনঃগণনা করা হয়েছে যা ত্রৈমাসিকে শেয়ার প্রতি টাকা.১০ থেকে টাকা ২ শেয়ার প্রতি ভাগ করা হয়েছে।
- উপরে উপস্থাপিত ইপিএস ৩১ মার্চ, ২০২৩ সালের শেষ হওয়া বছর ছাড়া বার্ষিক হয় না।

মন্তব্য:

১। উপরোক্তটি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস, যা প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩. ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এনএসই এর ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.hindcon.com) পাওয়া যায়।
২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি ২৯শে জানুয়ারী, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৩ কোম্পানি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যান কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত সাবসিডিয়ারি, মেসার্স হিন্দকন সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড।
৪ কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

স্থান- কলকাতা
তারিখ-২৯ জানয়ারী, ২০২৪

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
সাক্ষর
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN - 00848190

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-I/Borough-III, KMC** invites E-tender online percentage bid system for following work:
NIT No. : LTG/464/WD-33/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement by LED lights (for High Mast Light) at Hemchandra Naskar Rd. (Near Kali Mondir) in WD No. 33**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,815.78**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date & time for submission of bid: **07.02.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on & from **25.01.2024** at **12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/289/2023-2024 (1st call)
Name of work : **Restoration of W/S Trench at Bondel Rd., Nasiruddin Road, Camac St., Rawdon St., Theatre Road, Darga Road, Free School St. etc under Br-VII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,98,789.41**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.02.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **31.01.2024** at **12 noon** in the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer(E), Ltg-V, Br-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No. : LTG/XIV/64/23-24/129 (1st call)
Name of work : **Improvement of street lighting system with energy efficient LED luminaries at Adarsha Nagar (W), M.I.D. Road, Pallysree, G.M. Road and other area in Ward No. 129**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,762.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : LTG/XIV/83/23-24/129 (1st call)
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at J.J. Road, M.B. Road, Shyamsundar Pally and other area in Ward No. 129**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,894.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
3. NIT No. : LTG/XIV/110/23-24/130 (1st call)
Name of work: **Development of lighting system at Dhali Para, R.K. Sarani, Vivekananda Pally & other different area in Ward No. 130**. Estimated Amount: **Rs. 4,82,462.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date & time for submission of bid: **10.02.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on & from **30.01.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer(Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/656
Name of work : **Improvement of lighting system at Canal South Road, Pagladanga & surrounding areas in Ward No. 57, under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 3,83,840.00**. Earnest Money: **Rs. 7,700.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.02.2024** at **12 noon**. Bid opening date for technical proposals (online): **09.02.2024** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/601
Name of work : **Installation & improvement of bustee lighting system at Brooklyn Bustee, B.B. Hall Bustee & different bustee areas in Ward No. 80**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,018.53**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/657
Name of work : **Supply & delivery of LED light fittings for mini mast & street lighting system in Wd-80**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,816.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **07 Days**.
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/658
Name of work : **Additional improvement of street lighting system at Hide Rd (Near Alfred Herbert India Ltd to Jainkunj More Southern Side) in Wd-80**. Estimated Amount : **Rs. 4,96,441.26**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/606
Name of work : **Installation & improvement of bustee lighting system at 19, Alipore Road Bustee & other bustee areas in Ward No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,671.04**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **06.02.2024** up to **12 noon**. (for sl. no. 2 to 5). Tender (Technical) opening date : **06.02.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 2 to 5). For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 2 to 5). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (for sl. no. 2 to 5).

1347/23-24

বার বার চোট নিয়ে বিরক্ত রোহিত, টানলেন বিরাটকে

হায়দরাবাদ, ২৯ জানুয়ারিঃ এত চোট কেন ভাই? গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় ক্রিকেট টিম ঘিরে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। কে নেই তালিকায়? রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি এবং আরও অনেকে! চোট পুরোপুরি সারার আগে কিংবা ঠিক মতো রিহ্যাব না করেই আবার ক্রিকেটে ফেরার কারণেই কি চোট বাড়ে? একঝাঁক প্রশ্নের উত্তর নানা সময় নানা ভাবে আসে। কিন্তু একজন এই চোটের তালিকায় নামই লেখাননি। লেখালেও তা মনে করা কঠিন। লম্বা কেরিয়ারে কি ভাবে চোট ছাড়া গোছানো যায়, কে হতে পারেন তার উদাহরণ? নিশ্চিত ভাবেই বিরাট কোহলি। শুধু ভারতীয় ক্রিকেটেই নয়, ফিটনেসের জন্য বিশ্ব ক্রিকেটমহলেও তাঁকে আইডল মানা হয়। সেই বিরাটকেই নিয়েই উচ্ছ্বসিত রোহিত শর্মা। বিরাটের কোন গুণ জুনিয়রদের দেখে শেখা উচিত বলে মনে করছেন তিনি? জিও টিভিতে দীনেশ কার্তিককে দেওয়া এক

সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, ''বিরাট কোহলি একমাত্র ক্রিকেটার, যে কখনও ফিটনেস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যায়নি। এমনকি ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামেও ও যায়নি এনসিএ-তে। জুনিয়রদের ওকে দেখা শেখা উচিত, কতটা খিদে থাকলে নিজের খেলার উন্নতি করা যায়। ব্যক্তিগত কারণ ছাড়া জাতীয় টিম থেকে কখনও দূরে থাকেনি বিরাট। ও সব সময় টিমের সঙ্গেই থেকেছে। ওর ইচ্ছে হলে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা কোনও ভাবেই চোটের কারণে নয়।'' ব্যক্তিগত কারণে বিরাট কোহলি খেলতে পারছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্ট। ভারত সিরিজের প্রথম টেস্টেই হেরে বসেছে ইংল্যান্ডের কাছে। বিরাট টিমে না থাকলেও ওর দায়বদ্ধতা বরাবর উদাহরণই থেকেছে টিমমেটদের কাছে। যা নিয়ে রোহিত বলেও দিচ্ছেন, ''শুধু জুনিয়ররা কেন, আমরা সবাই ওর কাছে শিখি।''

অবশেষে ভারতের টেস্ট টিমে সরফরাজ

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারিঃ এ ভাবেই দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। এ ভাবেই হঠাৎ করে মিলে যায় স্বপ্ন। যে স্বপ্নের পিছনে গত তিন মরসুম দৌড়চ্ছেন, কিছুতেই ছুঁতে পারছিলেন না, তা-ই এ বার মুঠোয় ধরলেন মুম্বইয়ের ছেলে। তাঁর শরীর নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, রঞ্জি ক্রিকেটে তাঁর ঝুড়িঝুড়ি রান নিয়ে তত আলোচনা কেন যে হয়নি, অনেকেই প্রশ্ন করছিলেন। তবুও যেন শিঁকে কিছুতেই ছিঁড়ছিল না। এতদিনের আক্ষেপ, হতাশা এক দুপুরে মুছে গেল। অবশেষে টেস্ট টিমে ডাক পেলেন সরফরাজ খান। টেস্ট টিমে সুযোগ না পেলেও পরিকল্পনাতেই যে ছিলেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটার, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলেছেন। ইংল্যান্ডের এ টিমের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের বেসরকারি টেস্টেও ছিলেন। সরফরাজ দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত ১৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন। সিনিয়র টিমে যখন টপ অর্ডার রান দিতে পারছে না, সরফরাজ কেন সুযোগ পাবেন না, অনেকেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। লোকেশ রাহুলের মতো ক্রিকেটারের চোটে বাদ পড়ায় সরফরাজের জন্য জাতীয় টিমের দরজা খুলে গেল। সিনিয়র নয়, তরুণদেরই রাখা হচ্ছে ভাবনায়, এ কথা কয়েক দিন আগেই বলে দিয়েছেন রোহিত শর্মা। রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক ভাবে রানের মধ্যে থাকলেও চেতেশ্বর পূজারাকে ভাবা হয়নি। যদি সব ঠিক থাকে, তা হলে বিশাখাপত্তনম টেস্টে তাঁর অভিষেক হতে চলেছে সরফরাজের।

ফের চোটের কালো ছায়া ভারতীয় শিবিরে

টিম থেকে বাদ জাডেজা-রাহুল

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারিঃ একে হারের ধাক্কা, তার উপর হঠাৎ চোটে টিম থেকে বাদ পড়লেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হেরে রোহিতের ভারত কিছুটা হলেও কোণঠাসা। বিশাখাপত্তনম টেস্টে সিরিজ ১-১ করার মরিয়া স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামতে চাইছেন রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু তার আগে জোড়া ধাক্কায় রীতিমতো বেসামাল ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ টেস্টে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। বিশাখাপত্তনম টেস্টে তাঁকে টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতেই শেষ নয়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো টিম থেকে বাদ পড়েছেন লোকেশ রাহুলও। এই দুই ক্রিকেটারের বদলি হিসেবে দ্বিতীয় টেস্টে তিনজনকে নেওয়া হল। সরফরাজ যেমন সুযোগ পেয়েছেন, তেমনই টিমে এসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও সৌরভ কুমার। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সোমবার দুপুরে এক বিবৃতি দিয়ে দলের দুই তারকা ক্রিকেটারের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁদের দু'জনের বদলি হিসেবে তিন ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা

হয়েছে। হায়দরাবাদ টেস্টে রোহিত শর্মাদের হারের ২৪ ঘণ্টাও এখনও পূর্ণ হয়নি। তাতে একের পর এক খারাপ খবর আসতে শুরু করেছে ভারতীয় শিবিরে। রবীন্দ্র জাডেজা যে উপ্পলে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন চোট পেয়েছিলেন, এই খবর সকলেই জানত। তাঁর চোট নিয়ে আপডেট দিয়েছিলেন হেড কোচও। শোনা গিয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না তিনি। এ বার বিসিসিআই অফিসিয়াল বিবৃতিতে সেটাই জানিয়ে দিল। লোকেশ রাহুল যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ পড়বেন, তেমনটা কেউ হয়তো ভাবেননি। বিসিসিআই জানিয়েছে, রাহুলের ডান উরুতে ব্যাথা (কোয়াড্রিসেপস) রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাহুলকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বোর্ড। যে কারণে তাঁকে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপাতত লোকেশ রাহুল এবং রবীন্দ্র জাডেজা বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। হায়দরাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে রবীন্দ্র জাডেজা প্রথম টেস্টে ৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। এবং ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে করেছিলেন ৮৭ ও ২ রান। অন্যদিকে লোকেশ রাহুল প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৮৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি করেছিলেন ২২ রান।

চোট নিয়ে ছাড়লেন মাঠ, ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নে বড় ধাক্কা পূজারার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ শুভমন গিল আর চেতেশ্বর পূজারা এই মুহূর্তে আলোচনার শীর্ষে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টেই হেরে বসেছে ভারত। বিতর্ক যখন তুঙ্গে, শুভমনের দুর্বলতা ক্রমশ যেন প্রকট হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি যখন এমন, পূজারাকে বিকল্প হিসেবে ভাবাটা খুব স্বাভাবিক। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলেও কি খেলতে পারবেন তিনি? সৌরাষ্ট্র বনাম

তখন গিলকে নিয়ে চলছে চর্চা। তিন নম্বরে খেলা ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। প্রথম ইনিংসে তাও চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে আউট। দুই ইনিংসেই তাঁকে ফিরিয়েছেন টম হার্টলি। বাঁ হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে সার্ভিসেসের ম্যাচ চলছে রঞ্জিতে। চলতি মরসুমে দারুণ ছন্দে রয়েছেন পূজারা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২০ হাজার রানও করে ফেলেছেন। কিন্তু সোমবার সেই তিনিই বেশ চাপে। রবিবার ব্যাট করতে নেমেছিলেন চার নম্বরেই। কিন্তু কোমরে চোট পেয়েছিলেন। মাঠেই চিকিৎসা হয়েছিল সিনিয়র ক্রিকেটারের। সোমবার আর ব্যাট করতে নামেননি তিনি। ৩১ বলে ৯ রান করে রিটায়ার্ড হার্ট সৌরাষ্ট্রের ক্রিকেটার। পূজারার এই চোট বেশ উদ্বিগ্ন করে তোলার মতো। বিরাট কোহলির না থাকা বড় কারণ যেমন, তেমনই ইংল্যান্ডের কাছে হারের ময়নাতদন্তে উঠে আসছে অনেক ভুলত্রুটি। সে সব কী ভাবে সামলাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, তা দেখার অপেক্ষায়। কিন্তু এমন জটিল পরিস্থিতিতে পূজারা বিকল্প হতে পারেন। তাঁর চোট ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নে বড় ধাক্কা, সন্দেহ নেই। পূজারার অবশ্য ভারতীয় টিমে ফেরার সম্ভাবনা অনেকেই দেখছেন না। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাও বলে দিয়েছেন, ভারতীয় টিম এখন সামনে তাকাতে চাইছে। যে কারণে তরুণ ক্রিকেটারদের উপরেই ফোকাস করতে চাইছে টিম। প্রশ্ন হল, তরুণরা যদি ভরসা দিতে না পারেন, তা হলে কী হবে?

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-তে খেলার ছাড়পত্র পেল লাল-হলুদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ সুপার কাপের পর এবার এশীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খেলতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে চলেছে তারা। সুপার কাপ জয়ী দলকে এই সুযোগ দেওয়া হয়। ইস্টবেঙ্গলের সামনে সেই সুযোগ এসে গিয়েছে। পরের মরসুম থেকে আর এএফসি কাপ থাকছে না। তার জায়গায় শুরু হতে চলেছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২। এটি এএফসি-র দ্বিতীয় সারির ক্লাব প্রতিযোগিতা। পরের বছর থেকে আইএসএল

জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ মিলবে না। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-তেই খেলতে হবে। তবে আইএসএল জিতলে সরাসরি সুযোগ পাওয়া যাবে গ্রুপ পর্বে। সুপার কাপ জিতলে যোগ্যতা অর্জন পেরিয়ে তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ পর্বে যাওয়া যাবে। সেই জন্যই ইস্টবেঙ্গল খেলবে যোগ্যতা অর্জন পর্বে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল থেকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে তাজিকিস্তানের রাভশান কুলব এবং তুর্কমেনিস্তানের আর্কাদাগ। আরও তিনটি ক্লাবের যোগ্যতা অর্জন বাকি। জুলাই মাসে এই যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলাগুলি হবে।

শূন্য রানে আউট ঋদ্ধি, দুর্ভাগ্যজনক রান-আউট ব্যর্থ করল সুদীপের লড়াই

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে শক্তিশালী কর্ণাটকের কাছ থেকে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেওয়ার হাতছানি ছিল ঋদ্ধিমান সাহার নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরার সামনে। তবে তীরে এসে তরী ডোবে তাদের। দুর্ভাগ্যজনক রান-আউটে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের চোয়ালচাপা লড়াই থেমে যাওয়ায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা। আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এলিট-সি গ্রুপের ম্যাচে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নামে কর্ণাটক। তারা প্রথম ইনিংসে ২৪১ রানে অল-আউট হয়ে যায়। মায়াঙ্ক আগরওয়াল ওপেন করতে নেমে অধিনায়কোচিত হাফ-সেঞ্চুরি করেন। তিনি ১০টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০০ বলে ৫১ রান করে মাঠ ছাড়েন। এছাড়া কিষান বেদারে ৬২ ও বিজয়কুমার বৈশাক ৫০ রানের যোগদান রাখেন। ত্রিপুরার হয়ে প্রথম ইনিংসে মণিশঙ্কর মুরাসিং ৪টি, রানা দত্ত ৩টি ও অভিজিৎ সরকার ২টি উইকেট নেন। ১টি উইকেট নেন বিক্রমজিৎ দেবনাথ। পালটা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অল-আউট হয়। বিক্রমজিৎ দলের হয়ে

সব থেকে বেশি ৫৭ রান করেন। ১৩৭ বলের ইনিংসে তিনি ৭টি চার মারেন। এছাড়া বিশাল ঘোষ ৪৪ ও মুরাসিং ৩৯ রানের যোগদান রাখেন। ক্যাপ্টেন ঋদ্ধি প্রথম ইনিংসে ২৮ রান করে আউট হন। ১ রানেই আউট হয়ে বসেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ইনিংসে কর্ণাটকের বাসুকি কৌশিক ৪টি উইকেট নেন। ৩টি উইকেট দখল করেন বিদ্বথ কাভেরাপ্পা। বিজয়কুমার বৈশাক ২টি ও হার্দিক রাজ ১টি উইকেট সংগ্রহ করেন। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ৪১ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে কর্ণাটক। তারা দ্বিতীয় ইনিংসে অল-আউট হয় ১৫১ রানে। শ্রীনিবাস শর ৪৮, কিষান বেদারে ৪২ ও বিজয়কুমার ২২ রান করেন দ্বিতীয় ইনিংসে। মায়াঙ্ক আউট হন ১৭ রান করে। রানা দত্ত ও মুরাসিং ৩টি করে উইকেট সংগ্রহ করেন। ২টি উইকেট তুলে নেন পারভেজ সুলতান। প্রথম ইনিংসের খামতি মিলিয়ে জয়ের জন্য ত্রিপুরার সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৯৩ রানের। শেষ ইনিংসে ত্রিপুরা একসময় ১১৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বসে। সেখান থেকে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় টেল এন্ডারদের নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ায় মরিয়া চেষ্টা করেন। তবে সফল হননি তিনি। ব্যক্তিগত ৮২ রানের মাথায় রান-আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন সুদীপ। ১৪৪ বলের ইনিংসে তিনি ১০টি চার মারেন।

শুভমন গিলের হলটা কী? কুম্বলে থেকে জাহির দুশ্চিন্তায় সারা ভারত!

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারিঃ পেস বোলারের বিরুদ্ধে চমৎকার খেলেন। স্পিনের বিরুদ্ধে কেন ভেঙে পড়েন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নেমে পড়েছেন ক্রিকেট ভক্তরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে উপ্পলের পিচে করেছিলেন ২৩ রান। বাঁ হাতি স্পিনার টম হার্টলি নিয়েছিলেন তাঁর উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে। সেই হার্টলির বলেই রানের খাতা না খুলেই ফিরতে হয়েছে শুভমনকে। বাঁ হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবি ক্রিকেটারের দুর্বলতা এর আগেও জানা ছিল। তা থেকে এখনও যে বেরোতে পারেননি, তাও দেখে ফেলল ইংল্যান্ড। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা শুভমন যদি রান করতে না পারেন, তা হলে টেস্ট টিমে জায়গা ধরে রাখতে পারবেন না। ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টে হারের ময়নাতদন্তে নেমে কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে শুভমনকেই। কুম্বলে থেকে শুরু করে জাহির খান কী বলছেন প্রিন্সকে নিয়ে? অনিল কুম্বলের মতো পোড় খাওয়া ক্রিকেটারের স্পষ্ট মন্তব্য,

''শুভমনকে আরও খুলে খেলতে হবে। আরও স্বাধীন হতে হবে শট নেওয়ার ক্ষেত্রে। রান ওকে করতেই হবে। স্পিন বোলিং সামলানোর জন্য ওর নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে। ভালো পিচে যেখানে বল ব্যাটে চমৎকার আসে, সেখানে ও রান করে। কিন্তু বল যেখানে টার্ন করে, পিচ স্লো, সেখানে কিন্তু শট অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এটা নিয়ে কাজ করতে হবে ওকে। সব সময় একই ধারায় ব্যাট করা যায় না। চারদিন পর দ্বিতীয় টেস্ট শুরু। ও কি নিজের ভুল শুধরে নিতে পারবে? আমার তো মনে হয়, পুরো ব্যাপারটাই মানসিক। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো সেরা কোচকে পাশে পাচ্ছে শুভমন।'' চেতেশ্বর পূজারা রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক রান করলেও তাঁকে ভারতীয় টিমে ফেরানো হয়নি। সামনে তাকাতে চায় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শুভমন কি তিন নম্বর জায়গাটার জন্য উপযুক্ত? এই প্রশ্নও কিন্তু করছেন অনেকে। জাহির খানের মতো প্রাক্তন বাঁ হাতি পেসার বলে দিচ্ছেন, ''শুভমন ক্লাস ব্যাটার। ও কেমন ব্যাট করে, আমরা জানি। তাই ওকে শুরু থেকেই চাপ নিতে হচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে যে ভাবে ব্যাট করে, সেটা দেখতে পাইনি আমরা। তাই প্রশ্ন করছেন অনেকে, তিন নম্বরে নামা ব্যাটার হিসেবে কী করছে ও? চাপটা নিয়েই ওকে খেলতে হবে। ক্রিকেটে কিন্তু সেরা প্লেয়ারই চাপ নিতে পারে। আমার মনে হয় না, এই মুহূর্তে শুভমনের টিম থেকে বাদ পড়া নিয়ে কোনও কথা ওঠাই ঠিক নয়। ও ৩ নম্বরেই ব্যাট করবে।''

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস

লিভারপুলে বসে মিসরের বিদায় দেখলেন সালাহ

সান পেদ্রো, ২৯ জানুয়ারিঃ চোট কাটিয়ে মহম্মদ সালাহর আর নেশনস কাপে ফেরা হচ্ছে না। গতকাল রাতে আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁর দল মিসর। সান পেদ্রোয় অনুষ্ঠিত ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে এ ম্যাচে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১-১ গোলে সমতায় ছিল দুই দল। টাইব্রেকারে ৮-৭ গোলের জয়ে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিসরকে বিদায় করে কোয়ার্টার ফাইনালে গিনির মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করেছে ডিআর কঙ্গো। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মেশচাক এলিয়ার গোলে এগিয়ে যায় কঙ্গো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে মোস্তফা মোহামেদের গোলে সমতায় ফেরে মিসর। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে ১০ জনের দলে পরিণত হয় তাঁরা। ৯৭ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিসরের লেফট ব্যাক মোহামেদ হামদি। নেশনস কাপে নকআউটপর্বের খেলা টাইব্রেকারে গড়ানো যেন মিসরের অভ্যাস হয়ে গেছে! সর্বশেষ ২০২১ নেশনস কাপে নকআউটপর্বে মিসরের খেলা চার ম্যাচের তিনটিই টাইব্রেকারে গড়ায়। শেষ ষোলো ও সেমিফাইনাল টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালেও স্নায়ু ক্ষয়ের এই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল 'ফারাও'দের। সেবার আর

শেষ রক্ষা হয়নি। এবার শেষ ষোলোয় টাইব্রেকারে ৭-৭ ব্যবধানে সমতায় আসার পর পেনাল্টি শট নিতে নামেন দুই দলের গোলকিপার। মিসরের গোলকিপার আবু গাবেল যিনি গাবাস্কি নামে পরিচিত, টাইব্রেকারে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে মারেন। কিন্তু ডিআর কঙ্গোর গোলকিপার লিওনেল মাপাসি পরের শটে লক্ষ্যভেদ করে দারুণ জয় এনে দেন কঙ্গোকে। আবিদজানে শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে গিনির মুখোমুখি হবে কঙ্গো। এবার নেশনস কাপে গ্রুপপর্বে তিন ম্যাচের সবগুলো ড্র করে শেষ ষোলোয় উঠেছিল মিসর। গ্রুপপর্বে দ্বিতীয় ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন দলটির সেরা তারকা সালাহ। সেরে ওঠার জন্য ইংল্যান্ডে নিজ ক্লাব লিভারপুলে ফিরে যান তিনি। চোট কাটিয়ে টুর্নামেন্টটির শেষ দিকে মিসর দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তার আগেই মিসর বিদায় নেওয়ায় দেশের হয়ে আফ্রিকার শীর্ষ টুর্নামেন্ট জয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল সালাহর জন্য। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ নেশনস কাপে ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে পারেননি সালাহ। অন্যদিকে কঙ্গো ২০১৫ সংস্করণে সেমিফাইনালে ওঠার পর নেশনস কাপে এই প্রথম নকআউট পর্বে জয়ের দেখা পেল। পিএসজির বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে আসা কঙ্গোর গোলকিপার মাপাসি ফরাসি ফুটবলে দ্বিতীয় স্তরের দল রোদেজে খেলেন। ম্যাচ শেষে ক্যানাল প্লাস আফ্রিকাকে তিনি বলেছেন, ''গাবাস্কি যখন শট নিতে এল, আমরা একে-অপরের চোখে তাকাই এবং তাকে দেখে নার্ভাস লাগছিল।'' মাপাসি নিজের শট নেওয়ার আগে মুচকি হেসেছেন। হয়তো চাপ কাটিয়ে উঠতে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছিলেন। জয়ের পর সেটাই বললেন, ''বলটা জায়গামতো বসিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখেছি। অনুশীলনে শেষ পেনাল্টিটি নেওয়ার কথা ভেবেছি এবং সৌভাগ্যবশত লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছি।'' আবিদজানে শেষ ষোলোয় অন্য ম্যাচে ইকুয়াটোরিয়াল গিনিকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে গিনি। যোগ করা সময়ে (৯৮ মিনিট) ম্যাচের শেষ শট থেকে হেডে গোল করে গিনিকে দারুণ জয় এনে দেন মোহাম্মেদ বায়ো। এর আগে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে ১০ জনে পরিণত হয়েছিল ইকুয়াটোরিয়াল গিনি। বায়োকো ফাউল করায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফেদেরিকো বিকোরো। পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগও নষ্ট করেছে ইকুয়াটোরিয়াল গিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com